উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,৩৩৬.৪৫ (+৩৩২.৬৩)
নিফটি : ২৩,২১৭.৬০ (+৯৯.০০)

সাজবে বাংলার ১৩৫ স্থাপত্য ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩২°	২৪°	৩২°	২৩°	৩২°	২৫°	৩২°	২৩°

আরও একবার দেশের জার্সিতে মেসি
মনুমেন্টালে বিদায়ি ম্যাচ ১১

শিলিগুড়ি ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 17 September 2026 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 121

নগদে ফিরবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া!

ইউপিআইয়ে মাশুল

নবনীতা মণ্ডল ও সাগর বাগচী

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাতে নগদ নেই? সমস্যা কী! মোবাইল বের করুন, কিউআর কোড স্ক্যান করুন, টাকা পৌঁছে যাবে মুহূর্তেই। চায়ের দোকান থেকে মুদিখানা, টোটো থেকে ফুটপাথের সবজির দোকান- গত কয়েক বছরে উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন লেনদেনের ছবিটাই বদলে দিয়েছে ইউপিআই। অথচ সেই ইউপিআই নিয়েই এবার নতুন করে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা। ২ হাজার টাকার বেশি নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক লেনদেনে ০.৪ শতাংশ মার্চেন্ট ডিসকাউন্ট রেট বা এমডিআর চালুর সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার আগেই প্রশ্ন উঠছে, বাড়তি খরচটা শেষপর্যন্ত যাবে কার পকেট থেকে? ব্যবসায়ীদের একাংশের কথায় নতুন আশঙ্কা দানা বাঁধছে। তাঁরা খরচ বহন করলেও তার চাপ ঘুরিয়ে ক্রেতার উপর পড়তে পারে বলেই অনেকের মত।

শুধু শিলিগুড়ি বা উত্তরবঙ্গ নয়, একই চর্চা দেশের অন্য প্রান্তেও। দিল্লির চাঁদনি চক, কনট প্লেস, জনপথ, কমলানগর, খান মার্কেট, নেহরু প্লেস ও সদর বাজারের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। কমলানগর মার্কেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নীতিন গুপ্তার বক্তব্য, ব্যবসায়ীদের ইউপিআই ব্যবহারে আপত্তি নেই। কিন্তু জিএসটি সহ অন্যান্য খরচের সঙ্গে নতুন মাশুল যোগ হলে ছোট ব্যবসায়ীদের উপর চাপ বাড়বে। কোনও কোনও ব্যবসায়ী সংগঠন তাই প্রয়োজনে নগদ লেনদেন বাড়ানোর কথাও ভাবছে।

বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক চাপও তৈরি হয়েছে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ইউপিআইয়ের এই মাশুল প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। বুধবার সংসদের অর্থ বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকেও কয়েকজন সাংসদ বিষয়টি তুলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন বলে জানিয়েছেন কমিটির চেয়ারম্যান ভর্তৃহরি মহতাব। কমিটির সদস্য আরএসপি সাংসদ এনকে প্রেমচন্দ্রনের বক্তব্য, ‘২ হাজারের বেশি ব্যবসায়িক ইউপিআই লেনদেনে মাশুল বসানোর প্রভাব শেষপর্যন্ত দেশের মানুষের উপরই পড়বে।’

কেন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত আবেদন হয়েছে।

ভারত পে-র সহ প্রতিষ্ঠাতা অশনীর গ্রোভারও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর কথায়, ‘যদি সরকার মনে করে যে যারা টাকা দিতে সমর্থ শুধু তাদের থেকেই চার্জ নেওয়া হবে, তাহলে এটাকে সোজা ভাষায় ট্যাক্স বলুন। মনে রাখবেন, ব্যবসায়ীদের ওপর

এরপর দশের পাতায়

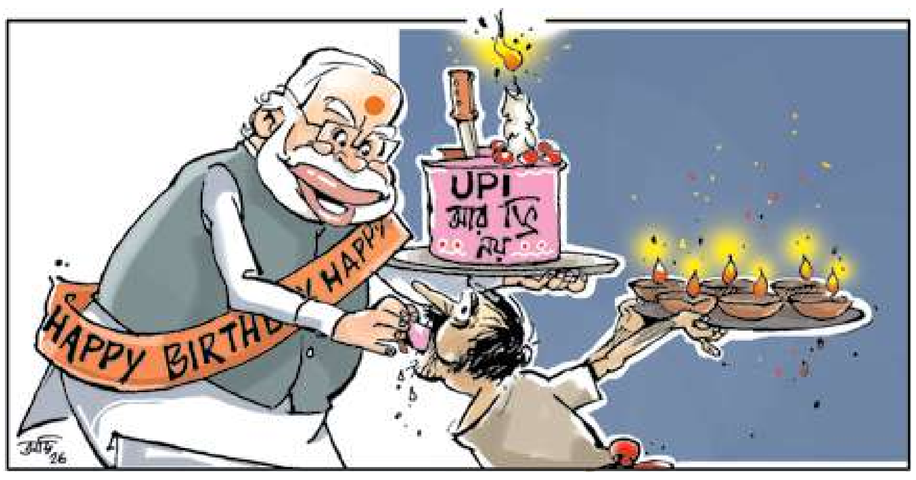

উৎসবের দিনেও কপালে ভাঁজ

প্রশ্নে রাতের নিরাপত্তা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : গণেশপুজো শুরু হতেই উৎসবের ছোঁয়া শহর শিলিগুড়িতে। বিকেলের পর থেকে মাঝরাত পর্যন্ত ভিড় রাস্তায়, মণ্ডপে। যদিও গত তিন মাসের রাতের শহরে একের পর এক ঘটনা ভাবাচ্ছে উৎসবমুখী সাধারণ মানুষকে। গত কয়েকদিনে একাধিকবার সামান্য কথা কাটাকাটিতেই ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনা সামনে আসায় রাতের শহরে পরিবার নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে সকলেই যেন বিশেষ সাবধানী। কেউ বাইকে বা গাড়ি নিয়ে যাওয়া-আসার পথে হুজ্জুতি করলেও অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘কিছু বলার দরকার নেই, শহরের যা পরিস্থিতি।’

গত তিন মাসে রাতের শহরে শুধুমাত্র বড় ঘটনা ধরলে ১১টি লিখিত অভিযোগ ঘিরে চর্চা চলছে

পুলিশের অন্দরেও। জোরে গাড়ি চালানোর প্রতিবাদ করায় রডের আঘাতে মাথায় গুরুতর আঘাত থেকে শুরু করে স্ত্রীকে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করার প্রতিবাদ করায় মাথা ফাটিয়ে দেওয়া, শ্লীলতাহানির প্রতিবাদের মাশুল হিসেবে দুই তরুণীকে মারধর ও তারপর পালানোর জন্য ধারালো অস্ত্রের আঘাত— এমন ঘটনার সংখ্যা কম নয়। আশঙ্কার বিষয় হল, ওই ১১টি অভিযোগের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, হুজ্জুতির প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হতে হয়েছে।

একের পর এক এ ধরনের বড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে সব মিলিয়ে প্রায় ২৫ জন অভিযুক্ত থাকলেও এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন মাত্র ১২ জন। শহরে রাতের নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে থাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে পুলিশের অন্দরেও। বিষয়টি স্বীকারও করছেন পুলিশের এক পদস্থ কর্তা। রাতের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশ্বকর্মাপুজোর পর থেকেই তাই বিশেষ টহলদারি ভ্যান ও মোবাইল পেট্রলিং চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

হঠাৎ বর্ষণে বেহাল অবস্থা

৪৫ মিনিটেই জলবন্দি শহর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : টানা প্রায় ৪৫ মিনিটের বৃষ্টিতে ফের জলমগ্ন হয়ে পড়ল শিলিগুড়ি শহরের একাধিক এলাকা। বুধবার সকালে বৃষ্টিতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা ও বাজার এলাকায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় ব্যাপক সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের। যার জেরে ফের একবার প্রশ্নের মুখে শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থা। অল্পেতেই জমে যাওয়া জল ডেঙ্গির মরশুমে দুশ্চিন্তার বিষয়। টায়ার, টিউব এবং খোলা যে কোনও পাত্র তো বটেই, শহরের একাধিক ফাঁকা জমিতে জল জমে থাকছে বলে অভিযোগ।

শহরের টিকিয়াপাড়া মোড়, হাসপাতাল মোড়, হায়দরপাড়া বাজারের পাশাপাশি চম্পাসারি থেকে দার্জিলিং মোড়ের মাঝে নির্মীয়মাণ জাতীয় সড়কে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে যায়। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনে, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায় জল জমে যায়।

এদিকে, এনজেপি এলাকায় এমনিতেই রাস্তার বেহাল দশা। তার ওপর বৃষ্টির জলে রাস্তার বিস্তীর্ণ অংশ কার্যত জলাশয়ের চেহারা নেয়। জমা জলের মধ্যে দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে টোটো, বাইক ও স্কুটি চলাচল করতে দেখা যায়। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও তৈরি হয় ওই এলাকায়। দেখা যায়, টোটোগুলি চলার সময় রাস্তার পাশে হেলে রয়েছে। সন্তোষ দাস নামে থেকে দার্জিলিং মোড় যাওয়ার রাস্তার মাঝামাঝি অংশে হাঁটুসমান জল জমে যায়। সেই জমা জলের মধ্যে দিয়েই ঝুঁকি নিয়ে গাড়ি ও টোটো চলাচল করতে দেখা যায়। জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন পথচারীরাও।

জলমগ্ন হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় দুর্ভোগ পথচারীদের। ছবি : সূত্রধর

এক টোটোচালক এনজেপি স্টেশন থেকে যাত্রীদের নিয়ে ফিরছিলেন। সন্তোষের কথায়, ‘গর্ত কতটা গভীর তা জল জমে থাকায় বোঝা যায় না। হরদম ট্রাক চলছে। ফলে গর্ত গভীর হচ্ছে। টোটো ও দুই চাকার যানবাহন হামেশা দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে।’

এদিন বৃষ্টির জেরে চম্পাসারি জলনিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অন্যদিকে, বৃষ্টির জেরে ফের জল জমে যায় শিলিগুড়ির হাসপাতাল মোড় এলাকায়। ইতিমধ্যেই বিশ্বকর্মাপুজোর প্রতিমা নিয়ে আসা শুরু হয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

No Filters.
No Bias.
Just The Truth.
সাদা কে সাদা
কালো কে কালো
বলাই আমাদের ধর্ম
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ওটিটিতে নজর রাখবে সংঘের প্যানেল

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সেন্সর বোর্ড ছাড়পত্র না দিলে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা যায় না। ভবিষ্যতে কি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের কনটেন্ট প্রদর্শনে কোনও ছাড়পত্র লাগবে? ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিশেষ করে ওয়েব সিরিজের বিষয়বস্তু এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের আতশকাচের তলায়। ‘সাংস্কৃতিক দূষণ’ ও নৈতিক অবক্ষয় রোখার যুক্তিতে সংঘ ইতিমধ্যে সেন্সর বোর্ডের ধাঁচে একটি প্যানেল তৈরি করে ফেলেছে।

প্রাক্তন উপাচার্য ও প্রচারকদের নিয়ে গঠিত ওই প্ল্যাটফর্মটি ওটিটি-র কনটেন্টের ওপর নজরদারি করে তার বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। প্রাক্তন উপাচার্যদের পাশাপাশি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সংঘের প্রবীণ প্রচারকদের নিয়ে গঠিত প্যানেলটি সম্প্রতি প্রথম বৈঠকও করে ফেলেছে। এরপর আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করে নজরদারি কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করা হবে, যা পরে জমা দেওয়া হবে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রককে।

ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলার সামাজিক উদ্যোগ ‘পরিবার প্রবোধন’-এর (পারিবারিক মূল্যবোধ পুনরুজ্জীবন বিষয়ক কমিটি) বার্তার ওপর ভিত্তি করে কয়েক মাস আগে এই প্যানেলটি সংঘ গড়ে তুলেছে। দু’বছর আগে নাগপুরে বিজয়া দশমীর ভাষণে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবত ওটিটির বিষয়বস্তুর আইনি নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন।

তাঁর দাবি ছিল, এই মাধ্যমে দেখানো অনেক বিষয় কুরুচিকর এবং তা সমাজে নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে। বাংলার অভিনেত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী আরএসএস-এর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বুধবার বলেন, ‘এই পরিস্থিতিতে ওটিটি-র ওপর নজরদারির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। তরুণ প্রজন্মের নৈতিক অধঃপতন রুখতে এটা প্রয়োজন।’

প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শনের আগে চলচ্চিত্র শংসাপত্র পর্ষদ (সিবিএফসি) ছাড়পত্র দেয়। কিন্তু ওটিটির বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণে পৃথক শংসাপত্র পর্ষদ নেই। আপাতত ২০২১ সালের তথ্যপ্রযুক্তি বিধি ও সম্পর্কিত আইনি কাঠামোয় এই মাধ্যমটি নিয়ন্ত্রিত হয়। গত জুলাই মাসে লোকসভায় দেওয়া তথ্য অনুযায়ী,

এরপর দশের পাতায়

ওমরের ক্যামেরার লেন্সে জাদু-বাস্তবতা

বিধ্বস্ত গাজায় জীবনের জয়গান

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

হাড়কঙ্কাল বের করা বাড়িঘর, ধ্বংসের বীভৎস ক্ষতের মধ্যে দিনরাত বসবাস। বাস্তবেই নৈরাজ্যের পুরী। আশার আলো বলে কিছু নেই চারপাশে। প্যালেস্তাইনের যে পরিবেশে শৈশবের বেড়ে ওঠা এক বিভীষিকা। অবসাদে আচ্ছন্ন মন। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় বিকেলের এক মরা রোদে সিনেমা দেখছে একদল শিশু। ডিজনির বিখ্যাত অ্যানিমেশন সিনেমায় ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনী।

আলো-আঁধারিতে প্রোজেক্টরে সিনেমা দেখানো হচ্ছে। স্ক্রিনের আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে পিছনে, চারপাশে মৃত্যুপুরীর আভাস। বোমার আঘাতে এলাকার বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে গিয়েছে। কিংবা হাড়গোড় সম্বল করে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে শিশুরা যেন আশপাশের জগৎ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে গিয়েছে। মুগ্ধ হয়ে তারা দেখছে, জানছে, বুঝছে- এভাবেও ঘুরে দাঁড়ানো যায়।

অবসাদ কাটিয়ে ওঠার সেই মুহূর্তটি যেন উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়েছে প্যালেস্তিনীয় চিত্রসাংবাদিক ওমর নমন আশতাউই-র ক্যামেরায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় ছবিটি এখন সারা দুনিয়ার চর্চায়। যুদ্ধবিদ্ধস্ত গাজার বীভৎসতা এবং সমস্ত প্রতিকূলতাকে হারিয়ে ফের বেঁচে ওঠার চেষ্টা ওমর তাঁর লেন্সে বন্দি করে চলেছেন কিছুদিন ধরে। ওমরের ইনস্টাগ্রাম ফিডও ধ্বংসের ভিতর আশার বীজ বোনে।

সেখানে লাশের ছবির পাশে একটা শিশু তার পোষ্য কুকরকে স্নান করায়। বোমার আঘাতে চূর্ণ হওয়া শহরের পাশে বিস্ফোরণে পা হারানো মহিলাদের ফুটবল অনুশীলনের ছবিতে যেন জীবনের জয়গান। আছে বোমার আঘাতে আহত শিশুদের সাঁতার কাটার ছবিও। ওমরের ছবি এবং গাজার জেদ আসলে নীরবে এক সংগ্রামের কথা বলে। ফিরে আসার কথা বলে।

ওমর নমন আশতাউই-র তোলা সেই ভাইরাল ছবি।

এই প্রতিবেদকের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে আলাপচারিতায় ওমর বলেন, ‘‘আমি চলতি বছরের অগাস্ট মাসের ৩০ তারিখ গাজা শহরের শেখ রেদোয়ান এলাকায় এই ফোটোটি তুলেছি। ‘দ্য মাশারাউই ফান্ড ফর ফিল্ম অ্যান্ড ফিল্মমেকার্স’ সংগঠন ‘লিটল উইংস’ বলে একটি কর্মসূচি চালু করেছে।

এরপর দশের পাতায়

ফের জঙ্গলে এন্ট্রি ফি

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৬ সেপ্টেম্বর : তিন মাস বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে খুলল উত্তরবঙ্গের সমস্ত জঙ্গল। একইসঙ্গে কুড়ি মাস পর ফিরল পুরোনো নিয়ম। পর্যটকদের জন্য ফের প্রবেশমূল্য চালু করল বিজেপি সরকার। তৃণমূল আমলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সমস্ত জঙ্গলে পর্যটকদের জন্য প্রবেশমূল্য বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে পালাবদলের পর বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ প্রবেশমূল্য ফেরানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন। এবার তাঁর ঘোষণা বাস্তবায়িত হল।

আপাতত জঙ্গলে প্রবেশের ক্ষেত্রে আগে যত টাকা নেওয়া হত, সেই টাকাই নেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি জঙ্গলে পর্যটকদের জন্য প্রবেশমূল্য আলাদা, সেটা জনপ্রতি ১৫০-২০০ টাকা। আর জঙ্গলে গাড়ি প্রবেশের জন্য ৪৮০ টাকা। বন দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা বলেন, 'প্রবেশমূল্য ঠিক করতে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। ওই কমিটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত ২০২৩ সালের নিয়ম অনুযায়ী টাকা নেওয়া হচ্ছে।'

প্রবেশমূল্য চালু হওয়ায় উত্তরের জঙ্গলগুলিতে পর্যটন ব্যবসায়ী ও পর্যটকদের মধ্যে মিশ্র অনুভূতি দেখা গিয়েছে। কেউ মনে করছেন, জঙ্গলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রবেশমূল্য চালু করা উচিত ছিল, আবার কারও দাবি এর ফলে জঙ্গল ঘোরার খরচ বাড়বে এবং পর্যটকের সংখ্যা কমবে।

ফের সাফারি শুরু হওয়ায় আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা টাইগার রিজার্ভ, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, চিলাপাতার জঙ্গল এবং জলপাইগুড়ির গরুমারার জঙ্গলে পর্যটকদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন বনকর্মীরা।

এদিন সব জঙ্গলে সকাল থেকেই সাফারি চালু হয়। তবে ভিড় অনেক কম ছিল। বক্সা এবং চিলাপাতা থেকে সকালে দুটো গাড়িতে সাফারি হয়। মাদারিহাট থেকে জলদাপাড়ায় সকালে তিনটি, দুপুরে দুটি এবং বিকালে পাঁচটি গাড়িতে পর্যটকরা জঙ্গল সাফারি করেন। এছাড়া হাতি সাফারি করেছেন ৪ জন।

বক্সায় সাফারি করতে এসেছিলেন বারাসাতের মলয় গিরি। তাঁর মতে, 'প্রবেশমূল্য একেবারে তুলে না দিয়ে টাকাটা কমানো উচিত।' আবার বক্সা পাহাড়ের পর্যটক গাইড জেমস ভুটিয়ার মতে, 'প্রবেশমূল্য ফেরায় পর্যটক কমবে।'

চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

চিলাপাতায় পর্যটকদের ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হচ্ছে। বুধবার।

কোষাধ্যক্ষ দিলীপ ওরাওঁ বলেন, 'প্রবেশমূল্য না থাকায় বন দপ্তরের আয় কমেছে। সাফারির রাস্তা তৈরি, ওয়াচ টাওয়ার রক্ষণাবেক্ষণের খরচ উঠছিল না।'

সাফারির টিকিটে কালোবাজারি নিয়ে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। তবে প্রথম দিন কোনও জঙ্গলে অনলাইন টিকিট বুকিং করা যায়নি। জলদাপাড়া লজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জহরলাল সাহা বলেন, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অনলাইনে টিকিট বুকিং চালু করা দরকার। প্রচুর পর্যটক আসতে শুরু করেছেন।'

গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানিয়েছেন, শুক্রবার থেকে জিপ সাফারির টিকিট দেওয়ার পাশাপাশি প্রবেশমূল্যও অনলাইনে নেওয়া চালু হবে। জলদাপাড়া কার সাফারি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন আবার বনমন্ত্রীকে ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়েছে। তাদের দাবি, জ্বালানি সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু গাড়ি ভাড়া বাড়ানো হয়নি। একই দাবি গাইডদের সংগঠনের।

গরুমারা ঘুরতে এসে বাড়তি টাকা গুনতে হলেও জঙ্গলের রাস্তার হাল না ফেরায় ক্ষোভ তৈরি হয়েছে পর্যটক থেকে পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে। লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেব জানান, মেদলার রাস্তায় একটি জিপসি গাড়ি আটকে গিয়েছিল। দ্রুত রাস্তা মেরামতের দাবি উঠেছে।

তথ্য সহায়তা : অভিজিৎ ঘোষ, নীহাররঞ্জন ঘোষ ও শুভদীপ শর্মা

মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন দুর্গাপূজা, দীপাবলি ও ছট উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, স্টপেজ, চলাচলের দিন এবং গঠন অনুসারে চলবেঃ

মালদা টাউন–আনন্দ বিহার (টি)			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬) স্টেশন	আনন্দ বিহার (টি)–মালদা টাউন		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
সোম	—	০৯.৩০	↓ মালদা টাউন	২২.৩০	—	বুধ
	১২.৪২	১২.৫২	ভাগলপুর জংশন	১৮.১০	১৮.২০	
	১৩.৫০	১৩.৫৫	জামালপুর জংশন	১৬.১৩	১৬.১৮	
	১৫.১৫	১৫.২০	কিউল জংশন	১৫.২০	১৫.২৫	
	১৮.১৫	১৮.২০	গয়া জংশন	১১.৪০	১১.৪৫	
মঙ্গল	১৩.৪০	—	আনন্দ বিহার (টি) ↑	—	১৪.৫০	মঙ্গল

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফরাক্কা, বারহারওয়া জংশন, সাহিবগঞ্জ জংশন, পীরপৈঁতি, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, শেখপুরা, ওয়ারিসালি গঞ্জ, নওয়াদা, তিলৈয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, দেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, সুবেদারগঞ্জ, গোবিন্দপুরী এবং টুন্ডলা জংশন স্টেশনেও থামবে। চলাচলের দিন/তারিখঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩৫ঃ ১২.১০, ১৯.১০, ২৬.১০, ০২.১১, ০৯.১১, ১৬.১১, ২৩.১১ ও ৩০.১১.২০২৬ তারিখ (সোমবার)=৮ ট্রিপ এবং আনন্দ বিহার (টি) থেকে ০৩৪৩৬ঃ ১৩.১০, ২০.১০, ২৭.১০, ০৩.১১, ১০.১১, ১৭.১১, ২৪.১১ ও ০১.১২.২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার)=৮ ট্রিপ। গঠনঃ এসি ২ টিয়ার-২, এসি ৩ টিয়ার-৬, স্লিপার শ্রেণী-৭, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস)-৪, এলএসএলআরডি-১, প্যান্ট্রি কার-১ (আন্ডার লক অ্যান্ড কী) এবং পাওয়ার কার-১=২২ কোচ। ক্যাটাগরিঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JOB **সত্বর নিয়োগ**

সাব-এডিটর
যোগ্যতা- স্নাতক। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন। বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ
যোগ্যতা- স্নাতক। ঝকঝকে, স্মার্ট, মিশুকে। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক
যোগ্যতা- বিকম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

ubs.torchbearer@gmail.com

আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ দিন : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬
উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Recruitment Notice

Memo no. 5406 Dated: 16/09/26
Online Applicants are invited from intending candidates for the post of Phlebotomist on purely temporary basis for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit www.coochbehar.nic.in & www.wbhealth.gov.in
Sd/-
CMOH and Secretary
District Health and Family Welfare Samiti, Cooch Behar

APPLICATIONS ARE INVITED FOR IMPARTING SELF DEFENSE TRAINING OF GIRLS UNDER SSM, UTTAR DINAJPUR

For more details, please visit the official website of Uttar Dinajpur District : https:// uttardinajpur.gov.in/
Memo no.: 538/PLG/SSM/UD dated : 16.09.2026

বিজ্ঞপ্তি

"৩২তম আদিবাসী একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, ২০২৬-২০২৭"

আগ্রহী আদিবাসী নাট্যদলগুলিকে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েবসাইট https://www.coochbehar.gov.in// জেলা কল্যাণ আধিকারিক / সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
স্বাঃ
জেলা কল্যাণ আধিকারিক
অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তর, কোচবিহার

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ১০১, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ১১.০৯.২০২৬ ও ১১১, ১১২-এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ১০.০৯.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : ক্র.নং ১, টেন্ডার নং ১০১-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধিকারক্ষেত্রে ভাগলপুর-কিউল শাখায় ব্রিজ নং ১১৫আপ, ১১৮আপ, ৭৬, ৮০ডাউন, ৮২ডাউন, ৮৩ডাউন, ১৬৩আপ-এর ব্যারেল দৈর্ঘ্য সম্প্রসারণ এবং মাইনর ব্রিজের শক্তিশালীকরণ কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৩,৪৯,৫৬,২৫৩.৮৫ টাকা। ক্র.নং ২, টেন্ডার নং ১০৩-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-৩/পূর্ব রেলওয়ে, মালদার অধীনে বিভিন্ন এলসি গেটে গেট লজ, শৌচাগার, জল সরবরাহ ও রাস্তার সার্ফেস উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৫৩,৭৯,৩৬৪.১৫ টাকা। ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং ১০৪-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/মালদার অধিকারক্ষেত্রে দিব্যাঙ্গজন যাত্রীদের জন্য ট্যাকটাইল টাইল ব্যবস্থা করার সিভিল কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৮,৬২,৬৫,৭৮৭.৭৫ টাকা। ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং ১০৫-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/সাহেবগঞ্জ ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/ভাগলপুর শাখায় সাহেবগঞ্জ ও ভাগলপুর স্টেশনে পার্সেল কার্যালয়ের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ১,১৬,৮৯,৮৩১.৯২ টাকা। ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং ১০৭-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে ট্রিম্বল গেডো ভারসিস ট্রলি অথবা সমরূপ প্রণালী ব্যবহার করে ট্র্যাক ট্যাম্পিং পূর্ব ও ট্র্যাক ট্যাম্পিং পরবর্তী পরিমাপ জরিপ করা এবং আপডেটেড স্কেল ভিত্তিক ম্যাপের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৭৮,৭৭,৮৩২.৫০ টাকা। ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং ১০৮-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/৩/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে ট্রিম্বল গেডো ভারসিস ট্রলি অথবা সমরূপ প্রণালী ব্যবহার করে ট্র্যাক ট্যাম্পিং পূর্ব ও ট্র্যাক ট্যাম্পিং পরবর্তী পরিমাপ জরিপ করা এবং আপডেটেড স্কেল ভিত্তিক ম্যাপের উন্নয়ন কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৫৩,৫৬,৯২৬.১০ টাকা। ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং ১১১-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধিকারক্ষেত্রে মালদা ডিভিশনের মালদা-নিউ ফরাক্কা শাখায় গৌড় মালদা জামিরঘাটা স্টেশনের মধ্যবর্তী কিমি ২৮১/২-২৩-তে ব্রিজ নং ১৯ ডাউন লাইন (স্প্যান ৩x১৮.৩ মি)-এর স্টিল গার্ডারের রি-গার্ডারিং কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ৩,২৮,৯৪,৮৭৫.৯০ টাকা। ক্র.নং ৮, টেন্ডার নং ১১২-এমএলডিটি-২৬-২৭। কাজের নাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বিআরএল/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার অধীনে মালদা ডিভিসনের মুরহারা-বাঁকা স্টেশনের মধ্যবর্তী কিলোমিটার ৪৭/৬-৪৮/৫-তে ব্রিজ নং ৩৮ (স্প্যান ৩৭x১৮.৩)-এর পরিদর্শন প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা করার কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যমান : ২,৯৩,৩৩,৭৬২.৮৫ টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ০৫.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ডিআরএম অফিস/ এমএলডিটি।
(MLD-195/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: KIR/Engg./45 of 2026, তারিখ: 11-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কাটিহার জংশন স্টেশনের গুডস ইয়ার্ড থেকে প্রধান প্রবেশপথ পর্যন্ত স্টেশন অ্যাপ্রোচ রোড-এর উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ৭,৫০,৯৮,৮৪৮.০৬ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ১৫,০২,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: 66/W-2/APDJ, তারিখ: 12-09-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: 24-AP-II-2026। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশন অধিক্ষেত্রে অধীনে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুবিধাদি প্রদান এবং এমইএ আইটেমের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ১,৭৪,৪৭,৯৪৭.১৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,৪৯,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে দিব্যাঙ্গজনের হেতু সুবিধার ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১২-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১৭-এপি-III-২০২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের এডিইএন/ওয়েষ্ট অধিক্ষেত্রের অধীনে এমইএ আইটেমের উন্নয়ন এবং দিব্যাঙ্গজনের হেতু সুবিধার ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৭৫,৫২,১৯২.৮৬/- টাকা। বায়না রাশি: ১,৫১,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৬৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১২-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ১৮-এপি-III-২০২৬; কাজের নাম : এডিইএন/মাল বাজারের একতিয়ারভুক্ত এলাকাতে দিব্যাঙ্গজন সুবিধায় ঘাটতি পূরণ এবং ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি। টেন্ডার মূল্য: ১,৫৭,৮৩,৮৫৮.৮৮/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩,১৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৫৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থা এবং এমইএ আইটেমের উন্নয়ন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ৬৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ১২-০৯-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নং : ২৩-এপি-II-২০২৬; কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এডিইএন/এইচকিউ-র একতিয়ারভুক্ত এলাকায় দিব্যাঙ্গজন সুবিধার ব্যবস্থা এবং এমইএ আইটেমের উন্নয়ন। টেন্ডার মূল্য: ২,৯৪,৯৬,১৬৬.৩৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ৫,৮৯,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৫-১০-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১০-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইলেক্ট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/২৯/৫৭_২০২৬/কে/৯৫৪/এ; তারিখ: ০৮-০৯-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; টেন্ডার নম্বর : ৫৭_২০২৬। কাজের নাম : (ক) কাটিহার ডিভিশনের "রায়গঞ্জ পার্সেল অফিসের উন্নয়ন" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। (খ) কাটিহার ডিভিশনের "পূর্ণিয়া পার্সেল অফিসের উন্নয়ন" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। (গ) কাটিহার ডিভিশনের "ফরবিসগঞ্জ পার্সেল অফিসের উন্নয়ন" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। (ঘ) কাটিহার ডিভিশনের "জোগবাণী পার্সেল অফিসের উন্নয়ন" ইঞ্জিনিয়ারিং কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। (ঙ) কাটিহার ডিভিশনের "অররিয়া কোর্ট-সালমারী-বারসই জং-লাভা-ঠাকুরগঞ্জ-কালিয়াগঞ্জ-ডালখোলা-আলুয়াবাড়ী রোড-কুমেদপুর-ভালুকা রোড-হরিশচন্দ্রপুর-সামসী-মালদা কোর্ট-বালুরঘাট-জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ী স্টেশনগুলিতে সাইনেজ বোর্ড বসানো" কমার্শিয়াল কাজের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ১,৪১,৫০,৯৯৩/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৮৩,০০০/- টাকা, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ৩০-০৯-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরে উল্লিখিত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ রয়েছে।
সিনিয়র ডিইই (জি অ্যান্ড সিএইচজি.), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

লামডিং ডিভিশনে ভিপি লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে

লামডিং ডিভিশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলিতে ০৩ বছরের জন্য ভিপি লিজিং চুক্তির ই-অকশন আহ্বান করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং: লিজ-এলএমজি-৩৪-২৬। একক দর: প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই মুখী)। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় (সমস্ত লট): ২৮-০৯-২০২৬ তারিখ ১২:০০ টায়। যাত্রা/দিন: ১৫৭।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	লট বন্ধের তারিখ ও সময়
এএ/১	১২৫১৮-১২৫১৭-ভিপি-১-জিএইচওয়াই-কেওএএ-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান)	২৮-০৯-২৬ তারিখ ১২:৩০ টায়

প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ঃ ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।
সিনিয়র ডিসিএম, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিতমতো ই-অকশন আহ্বান করছেন : অকশন ক্যাটালগ নং : এসডিএএইচ-পার্সেল-৬৮। অকশন কর্তৃপক্ষ: সিনিয়র ডিসিএম/এসডিএএইচ। অকশন শুরু (সকল লট) : ০১.১০.২০২৬, দুপুর ১২টা। অকশন বন্ধের তারিখ/সময় : ০১.১০.২০২৬, দুপুর ১.৫০ মিনিট। অটো এক্সটেনশন জোন : ১২০ সেকেন্ড। অটো এক্সটেনশনের সীমা : ১২০ সেকেন্ড। প্রাথমিক কুলিং অফ সময়সীমা : ৩০ মিনিট। ক্রমানুযায়ী লট বন্ধের ব্যবধান : ১০ মিনিট। সর্বাধিক অটো এক্সটেনশন : ১০ বার। বিবরণ : এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস। সিকোয়েন্স নং, লট নং/ক্যাটাগরি, ট্রিপ/দিন, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ : এএ/১, ১২৩৬৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৬১, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১২.৩০। এএ/২, ১২৩১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১২.৪০। এএ/৩, ১৩১৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এমএফপি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১২.৫০। এএ/৪, ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিএনআরএম-২৬-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৪৭০, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১টা। এএ/৫, ১২৩৫৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএসআর-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১.১০। এএ/৬, ১২৫১৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-জিএইচওয়াই-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৬, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১.২০। এএ/৭, ২২৩১৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১৫৭, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১.৩০। এএ/৮, ১২২৫৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-বিকেএন-২৬-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৬২৬, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১.৪০। এবি/১, ১৩১৮১-১৩১৮২-ভিপি-১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৬-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ১৫৭, ০১.১০.২০২৬/দুপুর ১.৫০। রেট ইউনিট : প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি (সিকো নং এএ/১ থেকে এএ/৮-এর জন্য) এবং প্রতিটি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় অভিমুখে) (সিকো নং এবি/১-এর জন্য)। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%): প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডি : ১০টি ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ৫ লাখ) (সিকো নং এএ/১ থেকে এএ/৮-এর জন্য) এবং ৫টি রাউন্ড ট্রিপের বিড মূল্য (ন্যূনতম ১০ লাখ) (সিকো নং এবি/১-এর জন্য)। প্রয়োজনীয় টার্নওভার : শূন্য প্রতিটির জন্য। লটের অবস্থা : আরপি অনিষ্পাদিত প্রতিটির জন্য।
(SDAH-221/2026-27)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অ্যাফিডেভিট

আমি Parimal Das পিতা- Chandra Kanta Das আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB6320030978948-এ আমার পিতার নাম C.K Das থাকায় গত 16-09-26 কোচবিহার সদর নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা - Chandra Kanta Das এবং C K Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার পিতার নাম Chandra Kanta Das সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রা:+পো: ডাউয়াগুড়ি থানা- কোতোয়ালি, জেলা - কোচবিহার। (C/122686)

•

আমি Md Mehebub Jahedi, C/o- Mohibar Sk, আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No. B/2024/0619024, DE- 02/05/2024 আমার ছেলের নাম Rahin Jahedi থাকার গত 28/08/26 এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Rayan Jahedi করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114110)

•

আমি Hopna Hemram, S/o-Late Dinesh Hemram আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No-2112 Dt- 02/09/2003, আমার নাম ভুল থাকায় গত 7/9/26 এ E.M মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Ilis Hemram থেকে Hopna Hemram করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (M-114111)

•

আমি, Subaj Abuli, পিতা হরেকৃষ্ণ বাউলি, J.M. কোর্ট, জল :, Affidavit, তাং ১৪.০৭.২৬ বলে, Subaj Abuli ও Sabuj Bauli একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/123157)

প্রো ব্রিজ চ্যানেল স্লিপারের নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৬২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ১১-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১৬-এপি-III-২০২৬। কাজের নাম: শিলিগুড়ি জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল) এবং নিউ মাল জংশন-চ্যাংরাবান্ধা (এসএল)-টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)-৫১৯ টি নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)-টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)- ৮২৫ টি এবং চালসা-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)-(টিবিসিএসআর (এইচ-বীম)-৮৩০ টি। টেন্ডার রাশি: ৭,৯৮,০১,৪৪৭.৭৫/- টাকা। বায়না রাশি: ১৫,৯৬,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৫-১০-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কর্মখালি

Urgent Vacancy in Siliguri, Post : Male PT Teacher for Play School. Requirement : Good Communication Skill Age : 22 to 30 Years (Male) Salary : 10000/Month (Annual Increment facility available) Interested Candidates can Contact : 7001224016. (C/123553)

•

Gangtok Mall, hotel, Co. বিভিন্ন পদের :- পরিশ্রমী লোক চাই। S:- 30,000/- পর্যন্ত :- 7602846779. (C/123552)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20010981446 প্রদত্ত তারিখ 26.07.2001 যেখানে আমার নামের বানান Ramesh Ch. Roy এবং আমার বাবার নামের বানান Lt. Jogendra Ch. Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 14.9.26, C.J. (Jr. Divn.) Addl Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Ramesh Chandra Ray এবং Ramesh Ch. Roy, বাবা Jogendra Chandra Ray এবং Jogendra Ch Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক নাম এবং এর বানান Ramesh Chandra Ray এবং আমার বাবার নামের বানান Lt. Jogendra Chandra Ray উল্লেখিত ড্রাইভিং লাইসেন্সে প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। শিলিগুড়ি রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের নিকটে, গ্রাম ও পো: খাগড়াবাড়ি, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প: ব:। (C/122685)

•

I, Smt. Karuna Mandal, W/o Sri Jagannath Mandal, R/o Patiram Jote, P.O. & P.S. Matigara, Dist. Darjeeling, W.B., do hereby declare by an Affidavit sworn before the Ld. J.M, 1st Class Court, Siliguri on 14.08.2026 that "Joy Mondal" & "Joy Mandal" also "Karuna Biswas Mondal" & "Karuna Mandal" are the same and one identical person i.e my son & me. (C/123856)

•

আমি স্মৃতি সরকার, স্বামী সনাতন সরকার, ঠিকানা :- পিলখানা কলোনী, পো:+জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৫১০১, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট District কোর্ট-এর Affidavit দ্বারা স্মৃতি রায় সরকার নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No - 25280 Dated- 11.08.26 স্মৃতি সরকার ও স্মৃতি রায় সরকার একই ব্যক্তি। (C/123156)

আজ টিভিতে

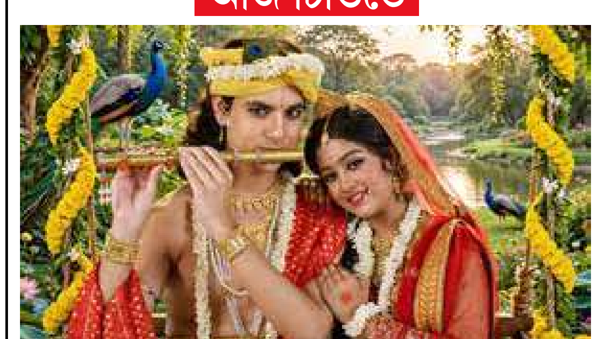

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৮.০০ দশম অবতার, ১০.৪৫ রাম লক্ষ্মণ, দুপুর ২.০০ লভ এক্সপ্রেস, বিকেল ৫.০০ জোর, রাত ৯.০০ অগ্নি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ ঘরজামাই, দুপুর ২.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৫.০০ আমাদের সংসার, রাত ৯.৩০ প্রতিবাদ

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ সাঁঝবাতি, বেলা ১১.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, দুপুর ২.০৫ শতরূপা, বিকেল ৫.০০ দান প্রতিদান, রাত ৮.০০ একাই একশো, ১০.৩৫ নিয়তি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ লেডি ডাক্তার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দেবদাস

জি বলিউড : বেলা ১১.০৭ জান সে পেয়ারা, দুপুর ২.১৭ সংসার, বিকেল ৫.০২ কসম সুহাগ কি, রাত ৮.০০ মুকাবলা, ১০.৫২ বনবাস

শতরূপা দুপুর ২.০৫
জি বাংলা সোনার

লভ এক্সপ্রেস
দুপুর ২.০০ জলসা মুভিজ

কঙ্গো প্যান : অ্যান আফ্রিকান হরর স্টোরি
রাত ১০.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়ে আনন্দ। বহুদিনের পুরোনো কোনও সমস্যা আজ মিটে যেতে পারে। বৃষ : পারিবারিক কারণে মানসিক চাপ বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ প্রাপ্তি। মিথুন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কারও সুপরামর্শ পেয়ে লাভবান হবেন। কর্কট : দাঁতের যন্ত্রণায় দুর্ভোগ বৃদ্ধি। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি পাবেন। সিংহ : ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের ঝামেলা কাটবে। কন্যা : অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। তুলা : নতুন কোনও কাজে যোগ দিতে পারেন। সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থ ব্যয়। বৃশ্চিক : পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ধনু : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। আজ নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা মাথায় আসতে পারে। মকর : ব্যবসায়িক কারণে আজ অতিরিক্ত ঋণ না নেওয়াই ভালো। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য তৃপ্তি দেবে। কুম্ভ : দূরের কোনও বন্ধুর জন্যে গর্ববোধ। কোনও বিপন্ন পরিবারকে সাহায্য করতে পেরে মানসিক শান্তি পাবেন। মীন : বিদেশে চাকরিরত সন্তানের জন্যে চিন্তা কাটবে। সারাদিন পরিশ্রমে কাটলেও সাফল্য মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ২৬ ভাদ্র, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ৩০ ভাদ্, সংবৎ ৬ ভাদ্রপদ সুদি, ৫ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৮। বৃহস্পতিবার, ষষ্ঠী দিবা ১০।৩৪। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ৮।৪৯। বিষ্কুম্ভযোগ দিবা ২।৫৫। তৈতিলকরণ দিবা ১০।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।২৮ গতে বণিজকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ৮।৪৯ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-দোষ নাই, দিবা ১০।৩৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, দিবা ১০।৩৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ২।৩৫ গতে ৫।৩৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩২ গতে ১।১ মধ্যে। যাত্রা-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৬।৫৮ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, দিবা ১০।৩৪ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১১।৪৮ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম-দিবা ১০।৩৪ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)-সপ্তমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০।৩৪ মধ্যে মন্থানষষ্ঠী। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপুজো (তিথিদোষ)। সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ আবির্ভাব দিবস। মাহেন্দ্রযোগ-দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। অমৃতযোগ-রাত্রি ১২।৪২ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় গ্রাসমোড় চা বাগানে শুভজিৎ দত্তের ক্যামেরায়।

আজ রাস্তার সংস্কারের শিলান্যাস

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে এবার ফুলবাড়ি বাইপাস চেনা ছন্দে ফিরতে চলেছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। এসজেডিএ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ওই রাস্তার কাজের শিলান্যাস হবে। তবে শুধু এই একটি কাজ নয়, শহর শিলিগুড়িতে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা গ্রাউন্ড চত্বরে গড়ে তোলা পার্কিং জোনের সৌন্দর্যায়নের কাজের শিলান্যাসও একইদিনে হওয়ার কথা রয়েছে। পৃথক দুটি কাজের ক্ষেত্রেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে ওয়ার্ক অর্ডার ইস্যু করা হয়ে গিয়েছে। এই দুটি কাজের শিলান্যাস রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের হাত ধরে হতে পারে।

এসজেডিএ-র সিইও তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীর বিক্রম রাই বলেন, 'ফুলবাড়ি বাইপাস বেহাল হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে কাজ শুরু করা হচ্ছে। দু'মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে শহরের নয়া পার্কিং জোনে পেভার্স ব্লক বসানোর পাশাপাশি আলোর কাজও শুরু হয়ে যাবে।'

ফুলবাড়িতে বন্ধ হয়ে যাওয়া টোল গেট থেকে মহানন্দা ব্যারেজ অবধি প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তা চরম বেহাল। একাধিক বড় বড় গর্তে হামেশাই মালবোঝাই ট্রাক, লরি বিকল হয়ে পড়ছে। ঘটনার জেরে মাঝেমধ্যেই ব্যাপক যানজটও হচ্ছে। দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছে। তাই রাস্তা সংস্কারের দাবি উঠেছিল। আমজনতার দাবি মেনে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ রাস্তা সংস্কারের জন্য চলতি বছরের জুন মাসে প্রথম টেন্ডার ডেকেছিল। সূত্রের খবর, ওই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। যদিও প্রথম টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে জুলাই মাসের ৭ তারিখ নতুন করে টেন্ডার ডাকা হয়। কিন্তু সেই টেন্ডারেও ঠিকাদারি সংস্থাগুলি সেভাবে অংশ

উদ্যোগী এসজেডিএ

নেয়নি। ঠিকাদার মহলের বক্তব্য, ২০১৭ সালের পর রাজ্য সরকার কাজের শিডিউল রেট বাড়ায়নি। তাছাড়া বিটুমিনাসের দাম বেড়ে গিয়েছে। নতুন সরকার শিডিউল রেট বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা শুরু করে। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় দফায় ফের টেন্ডার ডাকা হয়। ফুলবাড়ি বাইপাস রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রায় ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। অন্যদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের চত্বরে গড়ে তোলা পার্কিং জোনে পেভার্স ব্লক বসানো সহ আলোর বন্দোবস্ত করতে প্রায় ২ কোটি টাকা খরচ করছে এসজেডিএ। কাজ শেষে ওই পার্কিং জোনের রক্ষণাবেক্ষণ সহ সেখান থেকে পার্কিং ফি আদায়ের দায়িত্ব এসজেডিএ-র কাঁধে বর্তাবে।

কম্পোজিট গ্র্যান্ট নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা আটকে রাখা, শিক্ষকদের সঙ্গে খারাপ ব্যাবহার এবং ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ তুলে বুধবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার সমগ্র শিক্ষা মিশনের প্রকল্প আধিকারিককে স্মারকলিপি দিল অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম)। এদিন সংগঠনের তরফে স্কুল পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। অভিযোগ, শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পশ্চিম সার্কেলের ৫টি স্কুলের কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা আটকে রাখা হয়েছে। টাকা দেওয়ার জন্য কাটমানি চাওয়ার অভিযোগও করা হয়েছে। এই অনিয়মের সঙ্গে সার্কেলের অফিসার থেকে স্কুল পরিদর্শকের অফিসের কর্মীদের একাংশ জড়িত বলে অভিযোগ।

সংগঠনের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলা কমিটির সম্পাদক দীপঙ্কর সাহার বক্তব্য, 'কম্পোজিট গ্র্যান্টের টাকা বণ্টন নিয়ে অনিয়ম হয়েছে। এর পিছনে কার হাত রয়েছে তা জানতে তদন্ত প্রয়োজন। বাকি স্কুলগুলি যাতে নিয়ম অনুযায়ী টাকা পায় সেই দাবি করা হয়েছে।'

পশ্চিম সার্কেলের অফিসার সৌমেন সরকারের দাবি, ২০২৫-'২৬ অর্থ বছরের খরচের প্রমাণপত্র (ইউসি) কয়েকটি স্কুল দেয়নি। অনেকবার বলার পরেও তারা ওই নথি দিতে না পারায় স্কুলগুলির টাকা আটকে রাখা হয়েছিল। আধিকারিকদের নির্দেশে কয়েকদিন আগে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সৌমেন। তিনি বলেছেন, 'কেন টাকা দেওয়া হয়নি বলা হচ্ছে জানি না। অনিয়ম হয়নি।' তাঁকে ইসলামপুরে বদলি করার নির্দেশ আসা সত্ত্বেও তাঁকে ছাড়া হচ্ছে না বলে সৌমেন অভিযোগ করেছেন।

দীপঙ্করের দাবি, টাকা দেওয়ার কোনও প্রমাণ স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরে নেই। টাকা দেওয়ার জন্য কাটমানি চাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দীপঙ্কর। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার শিক্ষা অফিসার তারাশংকর প্রামাণিক বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।'

অভিযোগ, তৃণমূল আমলে স্কুল পরিদর্শকের দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল। অনেকক্ষেত্রে এখনও সেই অনিয়ম চলছে বলে অভিযোগ এবিআরএসএমের।

পলিটেকনিকের জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে বন্ধ ক্লাস

এখনও রয়েছে আধাসেনা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা নির্বাচনের আগে আধাসেনাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় সাত মাস। ওই ক্যাম্পাসে এখনও আধাসেনা রয়েছে। ফলে পড়াশোনা পুরোপুরিভাবে বন্ধ। এই কারণে গত মার্চ মাস থেকে ক্যাম্পাসে নিয়মিত ক্লাস ও বিশেষ করে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো সম্ভব হচ্ছে না। সেখানে সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের পড়াশোনা চলে। বাধ্য হয়ে দুই বিভাগের পড়ুয়ারা পলিটেকনিকের ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে সিভিল ও আর্কিটেকচারের কোনও ল্যাবরেটরি নেই। তাই পড়ুয়ারা কেবল থিওরি ক্লাস করছেন, প্র্যাকটিকাল করার সুযোগ হচ্ছে না।

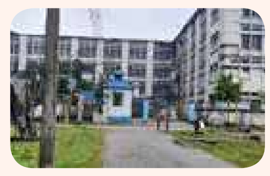

- গত মার্চ মাস থেকে ক্যাম্পাসে নিয়মিত ক্লাস, বিশেষ করে প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানো সম্ভব হচ্ছে না
- সেখানে সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের পড়াশোনা চলে
- বাধ্য হয়ে দুই বিভাগের পড়ুয়ারা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছেন।

> **পুজোর পর স্পেশাল ড্রাইভ দিয়ে সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাহিনীকে অন্যত্র রাখার বিকল্প জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না বলে পুলিশ জানিয়েছে।**
>
> **শুভাশিস মুখোপাধ্যায়**
> অধ্যক্ষ

এদিকে, দুর্গাপুজোর পর আধাসেনা জাবরাভিটা ক্যাম্পাস ছাড়বে বলে প্রশাসনের তরফে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস শুরু হতে আরও এক মাস লাগতে পারে। এত দীর্ঘ সময় পড়ুয়াদের পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেই মনে করছে বিভিন্ন মহল। যদিও সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিল কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষ শুভাশিস মুখোপাধ্যায় শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন এবং জাবরাভিটা ক্যাম্পাস থেকে আধাসেনা অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার আবেদনও জানান। তবে পুলিশের পক্ষ থেকে আপাতত অন্য কোনও উপযুক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি বলে জানানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল ক্লাসের ঘাটতি মেটাতে পুজোর পর পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শুভাশিস এ প্রসঙ্গে বলেন, 'পুজোর পর স্পেশাল ড্রাইভ দিয়ে সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের পড়ুয়াদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস শেষ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বাহিনীকে অন্যত্র কোথাও রাখা যায় কিনা, সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিকল্প জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানানো হয়। তাছাড়া, বাহিনী থাকার জন্য ক্যাম্পাসে আলাদা পরিকাঠামো বানিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাই প্রশাসন যখন ক্যাম্পাসটি চেয়েছে, তখন কিছু করার নেই।'

এদিকে, সিভিল ও আর্কিটেকচার বিভাগের মতো কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্র্যাকটিকাল ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘদিন তা বন্ধ থাকায় পড়ুয়ারা হাতে-কলমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করছেন। আর্কিটেকচার বিভাগের এক পড়ুয়ার কথায়, 'নির্বাচন শেষ হলে বাহিনী চলে যায়। কিন্তু এবার রয়ে গিয়েছে। আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস করানোর জন্য ল্যাবরেটরি খুলে দেওয়া হলে ভালো হত।' প্রায় ৪০০ জন ছাত্রছাত্রী জাবরাভিটা ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করেন। সিভিল বিভাগের আরেক পড়ুয়া জানালেন, ল্যাবরেটরিতে যে যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলি ডাবগ্রাম ক্যাম্পাসে নিয়ে আসার উপায় নেই। ওই ল্যাব অনেকটা বড়। এরপর অন্য কোথাও বাহিনীকে রাখার ব্যবস্থা করলে এভাবে ক্লাস বাদ যাবে না।

ভোটে প্রধান, লটারিতে উপপ্রধান

চোপড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : অনাস্থার টানাপোড়েন কাটিয়ে অবশেষে ভোটাভুটি ও লটারির মাধ্যমে চোপড়ার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন বোর্ড গঠিত হল। প্রধান নির্বাচিত হন রঞ্জনা সিংহ। অন্যদিকে, ভোটে সমতা থাকায় লটারির মাধ্যমে উপপ্রধান হন মহম্মদ রশিদ আলম। ২৯ সদস্যের তৃণমূল পরিচালিত এই পঞ্চায়েতে প্রাক্তন প্রধান রুবি খাতুন ও উপপ্রধান চন্দ্রশেখর সিংহের বিরুদ্ধে ২৩ জনের সমর্থনে অনাস্থা পাশ হয়েছিল। এদিন ২৬ জন ভোট দেন। বিদায়ি প্রধান, উপপ্রধান সহ এক সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধান পদে রূপা সরকারকে ভোটাভুটিতে হারিয়ে জয়ী হন রঞ্জনা। উপপ্রধান পদে কমলাকান্ত রায়, নরেশ লাড্ডা ও মহম্মদ রশিদ আলম দাবিদার ছিলেন। নরেশ ও রশিদ দুজনেই ১১টি করে ভোট পাওয়ায় শেষমেশ লটারিতে জয়ী হন রশিদ।

চোপড়ার জয়েন্ট বিডিও ডোমিট লেপচা বলেন, 'ভোটে রঞ্জনা সিংহ প্রধান এবং লটারির মাধ্যমে মহম্মদ রশিদ আলম উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন।' জয়ের পর রঞ্জনা বলেন, 'একদিন আগেও ভাবতে পারিনি প্রধান হব।' বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদের দাবি, তৃণমূলের কোন্দলের জেরেই ভোটাভুটির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, অনাস্থা বা বোর্ড গঠনে দল কোনও হস্তক্ষেপ করেনি।

মিড-ডে মিলের অডিট পুজোর আগেই

নকশালবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগেই মিড-ডে মিলের সোশ্যাল অডিটের নির্দেশ। দার্জিলিং জেলার সমতলের ৬৫টি স্কুলে চলবে এই অডিট। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের চারটি ব্লক ও শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশন এলাকা এর আওতায় থাকছে। রাজ্যের সোশ্যাল অডিট বিভাগের নির্দেশিকায় জানান হয়েছে, আগামী ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অডিট প্রক্রিয়া চলবে।

তবে অডিট ঘিরে ইতিমধ্যেই বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। খারাপ রিপোর্ট এড়াতে ব্লকের 'ভালো' স্কুলগুলিকে বারবার অডিটের জন্য বেছে নেওয়া হচ্ছে। শিলিগুড়ি মহকুমার ৪টি ব্লকের ৪০টি স্কুল এই তালিকায় রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের গাফিলতিতেই এমনটা হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও শিলিগুড়ি মহকুমার সোশ্যাল অডিট বিভাগের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর

আওতায় সমতলের ৬৫টি স্কুল

বলেন, 'ব্লক প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তর তালিকা পাঠায়। একই স্কুলের নাম কেন বারবার দেওয়া হচ্ছে, তা আমরা বলতে পারব না।'

নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি স্কুলে একজন করে গ্রামীণ সম্পদ কর্মী অডিট করবেন। ২২ সেপ্টেম্বর থেকে তাঁদের নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে প্রশিক্ষণ দেবেন জেলার আধিকারিকরা। শহর এলাকায় ওয়ার্ড সভা এবং গ্রামে গ্রামসভার মাধ্যমে রিপোর্ট সর্বজনীন করে পুজোর আগেই জেলায় জমা দিতে হবে।

অডিটের শর্ত অত্যন্ত কড়া। প্রধান শিক্ষক, পরিচালন সমিতি, অভিভাবক, রাঁধুনি এবং পড়ুয়াদের বয়ান নির্দিষ্ট ফর্ম্যাটে তুলে ধরতে হবে। সরবরাহকারী সংস্থার হিসাব এবং গত এক বছরে পচা ডিম, চাল বা ভেজাল ডাল কতবার এসেছে, তার হিসেব দিয়ে প্রধান শিক্ষককে স্বাক্ষর করতে হবে। পাশাপাশি পড়ুয়াদের ওজন ও অপুষ্টির বিবরণও অডিটে থাকা বাধ্যতামূলক। বয়স অনুযায়ী ওজন কম হলেই শিশুটিকে অপুষ্টির তালিকায় রাখা হবে, যার জবাবদিহি করতে হবে স্কুলকেই।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনযুদ্ধ।। বারাসতের বর্তির বিলে ছবিটি তুলেছেন জয়াশিস বণিক।

মন্ত্রীরা হস্তক্ষেপ করুন, দাবি নীচুতলার

তোলা-কাঁটায় জর্জরিত বিজেপি

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : শাসকদলের মুকুটে থাকা ফুলে যেমন সুগন্ধ আছে, তেমন ফুলের আড়ালে থাকা কাঁটায় বিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ঠিক যেমন হচ্ছেন রাজ্য মন্ত্রীসভার দুই সদস্য।

শিলিগুড়ি মহকুমার তিনজন বিধায়কের মধ্যে একজন পূর্ণ এবং একজন প্রতিমন্ত্রী। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার একাধিক নেতৃত্ব, সহযোগী বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে।

মন্ত্রীরা এর আগে বিভিন্ন কর্মসূচিতে গিয়ে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। দলের কেউ অনৈতিক কাজে জড়িত থাকলে রেয়াত করা হবে না, সে কথাও বলেছেন বারবার। কিন্তু, তাতে যে লাগাম পরানো যাচ্ছে না এবং অস্বস্তিতে পড়তে হচ্ছে মন্ত্রীমশাইদের, সেটা দুজনের 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' মন্তব্যে স্পষ্ট।

সম্প্রতি তোলাবাজির অভিযোগে শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সদস্য নিরঞ্জন মণ্ডল গ্রেপ্তার হয়েছেন। অভিযোগ, তিনি ঘোষপুকুরের আমবাড়িতে কয়লা ডিপোর এক ম্যানেজারের কাছে মাসে ৫০ হাজার টাকা চেয়েছিলেন। এর আগে সেবক রোডের একটি হোটেল থেকে ৫০ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল হিন্দু জাগরণ মঞ্চের এক নেতা ও তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গদের বিরুদ্ধে। ইস্টার্ন বাইপাসে বালি পাচারের গাড়ি থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল পদ্ম শিবিরের এক যুব নেতার বিরুদ্ধে। ঠিকাদারদের নিয়ে বৈঠকে কাজের ভাগাভাগি করা থেকে শতাংশের হিসাবে কাটমানি চাওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগের কালি গায়ে লেগেছে শাসকদলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার কয়েকজন নেতার গায়ে।

এই নির্দিষ্ট কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মনের দাবি, 'আমাকে বলে কেউ অনিয়ম করেননি। কারা কোথায় কী করছেন, সঠিক জানি না। তবে কাটমানি চাওয়া, তোলাবাজি দলে বরদাস্ত নয়। সেরকম কেউ করলে, কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলব। প্রশাসনও যাতে আইন মেনে তাঁদের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্ত করে সেটাও জানাব।'

> **কারা কোথায় কী করছেন, সঠিক জানি না। তবে কাটমানি চাওয়া, তোলাবাজি দলে বরদাস্ত নয়। সেরকম কেউ করলে, কঠোর ব্যবস্থা নিতে বলব।**
>
> **আনন্দময় বর্মন**
> *অর্থ প্রতিমন্ত্রী*

শিলিগুড়ির দুই মন্ত্রী বিষয়গুলি জানেন না, সেটা বিশ্বাস করতে নারাজ নীচুতলার কর্মীরা। দলের পুরোনো সদস্যরা বলছেন, সাংগঠনিক নেতৃত্ব কড়া পদক্ষেপ না করলে অন্তত মন্ত্রীরা হস্তক্ষেপ করুন। ক্ষমতায় আসার চার মাসের মধ্যে এমন হাল হলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে শংকরের ছোট্ট প্রতিক্রিয়া, 'এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলব না। যা বলার দলের তরফে বলবে।'

দিনদুয়েক আগে শিলিগুড়িতে গণেশপুজোর উদ্বোধনে এসে তোলাবাজির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবস্তিতে অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে 'কেউ যেন কাউকে এক টাকা না দেয়', সেই বার্তা দেন তিনি। বলেন, 'কেউ কারও কাছে টাকা নিলে, তাঁকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

কয়লা ডিপোর ম্যানেজারের এফআইআর-এর ভিত্তিতে নিরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। দলের মাথাদের কেউই অবশ্য তাঁকে নিয়ে মুখ খোলেননি এখনও পর্যন্ত। অভিযুক্ত জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। অফিসিয়ালি তাঁকে পদ থেকে সরানো হয়নি। এতে বাকিদের কাছে কী বার্তা যাবে? যতদিন তদন্ত চলবে ততদিন অবধি কি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া যেত না? প্রশ্ন তুলছে নীচুতলা।

অভিযোগ, বালি-পাথরের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ থেকে বার-পাব মালিকদের একাংশের সঙ্গে গোপনে বৈঠক করে শতাংশের হিসেব-তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে তোলাবাজি ও দাদাগিরির ট্র্যাডিশন বজায় রয়েছে পদ্ম শিবিরের একাধিক নেতার। বিষয়টি কানে গিয়েছে দলের ওপরমহলেও। অথচ, স্থানীয় স্তরে প্রশ্ন করা হলে প্রমাণ নেই, অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে এড়িয়ে যান নেতারা। জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের যুক্তি, 'অভিযোগের সত্যতা কতটা বিবেচনার বিষয়। আইন আইনের পথে চলবে। আমরা দলীয়ভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেব।'

প্রতারণায় গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : লক্ষাধিক টাকার আর্থিক প্রতারণার সূত্র ধরে শিলিগুড়িতে পৌঁছাল মহারাষ্ট্র পুলিশ। শিলিগুড়ি থানার পুলিশের সহায়তায় দুই প্রতারককে গ্রেপ্তার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ৯ এপ্রিল লক্ষাধিক টাকার আর্থিক প্রতারণার শিকার হন মহারাষ্ট্রের থানে জেলার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী বিলাস ঠাকরে। অভিযোগ, অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মীর মোবাইলে ফোন করে সুকৌশলে তাঁর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ২১ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা। জমিয়ে রাখা পেনশনের টাকা এক নিমেষে হারিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন বিলাস। জুন মাসের ২৬ তারিখে থানের সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিলাস।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে থানে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ জানতে পারে, প্রতারিত অর্থ অভিযোগকারীর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি ভিনজেলার তিনটি ভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে। ২১ লক্ষ টাকার বেশ খানিকটা অর্থ মালদা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দুটি অ্যাকাউন্টে পাঠানোর পাশাপাশি ৫ লক্ষ টাকা শিলিগুড়ির একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছিল। সেই অ্যাকাউন্টের সূত্র ধরে শিলিগুড়ি এসে পৌঁছায় থানে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। শিলিগুড়িতে এসে পুলিশ বুঝতে পারে, এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি প্রতারকের নিজস্ব নয়। শহরের এক অভাবী ব্যক্তির থেকে সুকৌশলে তাঁর নথিপত্র হাতিয়ে নিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে সেই অ্যাকাউন্টেই প্রতারণার টাকা নিয়েছিল প্রতারকরা। তদন্তে উঠে আসে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত প্রধান দুই প্রতারকের নাম। তাঁরা শিলিগুড়ির খালপাড়ার বাসিন্দা শীতল কান্তি ও রামঘাট নিবাসী হেমন্তকুমার চৌধুরী। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থানার পুলিশের সহযোগিতায় শিলিগুড়ির এসএফ রোড থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ। অভিযুক্তদের শিলিগুড়ি আদালতে তুলে চারদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ।

চার লেনের টেন্ডার

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি মহকুমার ঘোষপুকুর থেকে খড়িবাড়ি পর্যন্ত চার লেনের প্রস্তাবিত সড়কের টেন্ডার করা হল। শিলিগুড়ি করিডরের মধ্যে থাকা এই রাস্তাটির জন্য কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রক ২৩২.৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সাংসদ রাজু বিস্ট বুধবার জানিয়েছেন, আগামী ৩ নভেম্বর কাজের দরপত্র খোলা হবে। নথিপত্র ডাউনলোড এবং বিড সাবমিশন ২ নভেম্বরের মধ্যে করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। রাস্তাটি আপাতত দুই লেনের। এই রাস্তাটি তৈরি হলে ঘোষপুকুর মোড় থেকে এই রাস্তা ধরে ছোট, বড় ও ভারী গাড়িগুলি সহজে নেপাল সীমান্তে পৌঁছাতে পারবে।

ইস্তফা দিতে না চাওয়ার জের

প্রধানকে সরাতে তৎপরতা পদ্মে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ঘাসফুল 'ভাইরাসে' সংক্রামিত পদ্ম। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর একাধিক জায়গায় 'বিজেপির মদতে' দলীয় প্রধানকে সরাতে তৎপর হয়ে উঠেছে তৃণমূলেরই একাংশ। সেই পথ ধরেই এবার দলীয় প্রধানকে সরাতে তৎপর বিজেপিরই একাংশ। বিজেপির মণ্ডল কমিটি আবার এক্ষেত্রে সাহায্য নিচ্ছে প্রধান বিরোধী তৃণমূলের। এমন ঘটনা শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রধানের পাশে উপপ্রধান দাঁড়ালেও, বিজেপি বিধায়ক প্রধানকে সরানোর পক্ষে।

তৃণমূল জমানায় '২৩-এ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল বিজেপি। যা বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের জয় হিসেবে দেখেছিল রাজনৈতিক মহল। কিন্তু তিন বছরের মাথায় বিজেপির কোন্দল চরমভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যে কারণে দলীয় প্রধান মিতালি মালাকারকে সরাতে অনাস্থা আনতে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বিজেপিরই মণ্ডল কমিটির সদস্যরা। প্রধানকে সরাতে ইতিমধ্যে তাঁরা কয়েকজন দলীয় সদস্যর কাছ থেকে অনাস্থা প্রস্তাবে সই সংগ্রহ করেছেন বলে খবর। একইভাবে সই নেওয়া হয়েছে তৃণমূল সদস্যদের কাছ থেকেও। বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য জানান, তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করে অনাস্থা আনার কাগজে সই করিয়ে নেওয়া হয়েছে। আরও এক পঞ্চায়েত সদস্যও স্বীকার করে নেন সই করার কথা। তাঁরাও যে সই করেছেন, তা স্বীকার করে নিয়েছেন তৃণমূলের দুই সদস্য।

বিষয়টি অজানা নয় প্রধান মিতালির। তিনি বলছেন, 'মণ্ডল

- ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বিজেপির কোন্দল, প্রধানকে সরাতে সক্রিয় মণ্ডল কমিটি
- অনাস্থা প্রস্তাবে চাপ সৃষ্টি করে দলীয় সদস্যদের সই নেওয়ার অভিযোগ, সই নেওয়া হয়েছে তৃণমূলেরও
- মিতালির পাশে থেকে সই করেননি সুপেন, প্রধানের সঙ্গে উপপ্রধানকে সরানোর ছক কষছেন অনেকে

থেকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল। কারণ জানতে চাইলে দলের নির্দেশ বলা হয়। তবে সরাসরি দল থেকে তো কিছু জানানো হয়নি। তাহলে আমি কেন ইস্তফা দেব? তাই এখন হয়তো অনাস্থা এনে আমাকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে কেন আমাকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে, বিষয়টা স্পষ্ট নয়।' অনাস্থা প্রস্তাবে সই না করা উপপ্রধান সুপেন রায় বলছেন, 'যদি দলের নির্দেশ হত, তবে অবশ্যই ভেবে দেখতাম। তবে দলের ওপরমহল থেকে এমন কোনও নির্দেশ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। শুধুমাত্র মণ্ডল কমিটির কথায় বিশ্বাস করে এত বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।' উপপ্রধান সই না করায় প্রধানের সঙ্গে তাঁকেও পদ থেকে সরানোর ছক কষছেন অনেকে। যদিও অনাস্থার বিষয়টি গুজব বলে দাবি করেছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি বাবলু বর্মন। বিধায়ক শিখা বলছেন, 'প্রধান মিতালি মালাকার কাজ করতে পারছেন না। ওনার তো পদত্যাগ করা উচিত। তবে দলীয়ভাবে কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি।'

অনাস্থা তৎপরতার ক্ষেত্রে অনেকেই শিখা-মিতালি বিরোধ দেখছেন এবং টেনে আনা হচ্ছে একটি ঘটনা। সম্প্রতি অবৈধ নির্মাণের একটি অভিযোগ পেয়ে সংশ্লিষ্ট বাড়িতে গিয়েছিলেন মিতালি। সমস্ত নথি নিয়ে মালিক যাতে তাঁর কার্যালয়ে উপস্থিত হন, সেদিন সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রধান মিতালি। কিন্তু মালিকের পরিবর্তে কয়েকজনকে নিয়ে প্রধানের কার্যালয়ে পৌঁছান শিখা-ঘনিষ্ঠ দলের এক মহিলা কর্মী। তিনি রীতিমতো প্রধানের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে হয় আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশকে। বিধায়ক-ঘনিষ্ঠ ওই মহিলার সঙ্গে আগেও নানা বিষয়ে মিতালির বচসা বেধেছিল বলে অনেকেই জানাচ্ছেন। যদিও ঘটনাগুলি অস্বীকার করেছেন শিখা।

বিক্ষোভ ছাত্রীদের

ইসলামপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় একাদশ শ্রেণির এক পড়ুয়া। ৩ সেপ্টেম্বর সে নিখোঁজ হলেও আজ পর্যন্ত তার হদিস পায়নি পুলিশ। ওই পড়ুয়াকে উদ্ধারের দাবিতে বুধবার রামগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ সেপ্টেম্বর রামগঞ্জের সিঙারাগছ এলাকার বাসিন্দা তথা রামগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী বাড়ি থেকে টিউশন পড়তে বেরিয়েছিল। তবে রামগঞ্জে আসার পথে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। তার পরিবারের অভিযোগ, পূর্বপরিচিত কেউ তাকে অপহরণ করেছে। ওইদিন সন্ধ্যাতেই রামগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়িতে অপহরণের অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেলেও এখনও ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরিবারের সদস্য ও সহপাঠীরা। বিক্ষোভে শামিল পড়ুয়াদের বক্তব্য, 'আজ আমাদের বান্ধবী অপহৃত হয়েছে, কাল আমাদেরও কেউ অপহরণ করতে পারে। আমাদের নিরাপত্তা কোথায়? অবিলম্বে বান্ধবীকে উদ্ধার করতে হবে।' ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের জালে

বাগডোগরা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ১৬ বছরের নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগে ১৯ বছরের এক তরুণ এবং তার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে চাইল্ড ম্যারেজ অ্যাক্ট এবং পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃত তরুণ ও তার বাবাকে বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক দুজনের জামিন নামঞ্জুর করে জেল হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। নাবালিকাকে হোমে রাখা হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা এলে তাঁদের হাতে নাবালিকাকে তুলে দেওয়া হবে।

কাজ করতে রওনা। রাজাভাতখাওয়ায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

নেপালে হাতির মৃত্যুতে উদ্বেগ ভারতে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বুধবার নেপালের ঝাপা জেলার মেচিনগর এলাকায় ধানখেতে একটি হাতির শাবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, মৃত ওই শাবকের পিঠে ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে, যেখানে রক্তের দাগ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। শাবকটির বয়স ৫ বছরের আশপাশে হতে পারে। বন দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশ মনে করছে, হয় শাবকটিকে গুলি করে মারা হয়েছে অথবা ইলেক্ট্রিক শকে তার মৃত্যু হয়েছে। ওই জমিটিকে ঘিরে রাখা লোহার তারে বিদ্যুৎ সংযোগ থাকায় শাবকটি তড়িদাহত হতে পারে। ফসল বাঁচাতে কৃষকরা এভাবেই তারে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে রাখেন। এতেই চিন্তায় পড়েছেন কার্সিয়াং ডিভিশনের বনকর্তারা। কারণ যেখানে হাতির শাবকের দেহ পাওয়া গিয়েছে, তার কাছেই ভারতের দিকে রয়েছে বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশন। সেখানকার আধিকারিকরা এ নিয়ে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

কার্সিয়াং ডিভিশনের বনাধিকারিকদের উদ্বেগের কারণ অনেক। প্রথমত, ভারত-নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত। মেচি নদী সেখানে দুই দেশের সীমান্ত হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন কলাবাড়ি, বামনপোখরি, টুকরিয়াঝাড় জঙ্গল হয়ে মেচি নদী পেরিয়ে নেপালে ঢুকে যায় হাতির দল। প্রতিদিন কমবেশি ৫০টি হাতি ভারত থেকে নেপালে যাতায়াত করে। বর্তমানে ধানের মরশুম। খাবারের লোভে হাতির পালের যাতায়াত বেড়েছে। খাবারের সন্ধানে যাওয়া তেমনই একটি হাতির শাবকের দেহ পাওয়া গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এভাবে হাতির শাবকের মৃত্যু মানা যায় না বলে জানাচ্ছে ভারত-নেপালে কাজ করা অনেক পশুপ্রেমী সংস্থা। ভারতের দিকে হাতি সুরক্ষায় নানা ব্যবস্থা থাকলেও নেপালের দিকে সেভাবে নেই বলে দাবি। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলছেন, 'নেপালে একটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা নেই। তবে ভারত-নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত থাকায় নিয়মিত হাতির পালের যাতায়াত রয়েছে। নেপালে মৃত হাতিটি ভারতের কি না, সঠিক বলা যাচ্ছে না।'

> **ভারত-নেপাল সীমান্ত উন্মুক্ত থাকায় নিয়মিত হাতির পালের যাতায়াত রয়েছে। তবে নেপালে মৃত হাতিটি ভারতের কি না, সঠিক বলা যাচ্ছে না।**
>
> **দেবেশ পান্ডে**
> ডিএফও, কার্সিয়াং

সূত্রের খবর, গত প্রায় দেড়-দুই বছরে সীমান্তের কাছে নেপালের দিকে দশটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এবারেরটা নিয়ে ১১টি হল। বিগত দিনে কোনওটিকে ইলেক্ট্রিক শক তো কোনওটিকে গুলি করে কিংবা গর্তে ফেলে মারা হয়েছে বলে দাবি।

স্কুলে হাতাহাতি

চোপড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : ইউনিফর্মে কলম দিয়ে লেখাকে কেন্দ্র করে দুই সহপাঠীর বচসা গড়াল হাতাহাতিতে। অভিযোগ, এক পড়ুয়ার ঘুষিতে নবম শ্রেণির অপর পড়ুয়ার কপালে আঘাত লাগে। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার কোটগছ হাইস্কুলে। জখম পড়ুয়ার পরিবারের তরফে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। পড়ুয়াদের কাছ থেকে খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন স্কুলে গিয়ে তাকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সামিউল হোসেন বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। তবে স্কুল ছুটির পরে স্কুল চত্বরের বাইরে এই ঘটনা ঘটেছে। এ ব্যাপারে অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও আমাদেরকে কিছুই জানানো হয়নি।'

পুড়ল টাকা

নকশালবাড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : তালাবন্ধ টিনের বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে গেল মেয়ের বিয়ের জন্য জমানো লক্ষাধিক টাকা, গয়না ও বইপত্র। বুধবার নকশালবাড়ির রায়পাড়ায় খেমচি শ্মশান কালীবাড়ির পাশে ঘটনাটি ঘটে। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশের অনুমান, শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগে। তখন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। জাহানারা খাতুন ছোট ছেলে জুনেদ রহমানকে স্কুলে দিয়ে বড় মেয়ে সুহানা খাতুনকে নিয়ে রথখোলায় সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। আর জাহানারার স্বামী মুকেশ্বর রহমান রাজমিস্ত্রির কাজে বেরিয়েছিলেন। জাহানারা বলেন, 'মেয়ের উচ্চশিক্ষার জন্য জমানো টাকা এবং সোনার গয়না পুড়ে গিয়েছে।'

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভক্তিনগর থানার অন্তর্গত শালুগাড়া মহানন্দা নদীর ঘাটে বুধবার ভোররাতে অভিযান চালায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোরবেলা গোপন সূত্রে খবর আসে যে, কয়েকটি ট্র্যাক্টর অবৈধভাবে বালি খননের উদ্দেশ্যে শালুগাড়া ঘাটে প্রবেশ করেছে। খবর পাওয়ার পর ভক্তিনগর থানার একটি বিশেষ পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিষয়টি টের পেয়ে ট্র্যাক্টরচালক এবং বালি খননের সঙ্গে যুক্তরা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যান। তবে পুলিশের তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে তিনটি ট্র্যাক্টর আটক করা হয়।

বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর বৈঠক হল শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে। এই প্রকল্পে তদারকির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাসকে দার্জিলিং জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বুধবার তিনি ওই বৈঠক করেন। বৈঠকে ছিলেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক, ফাঁসিদেওয়ার বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এবং প্রশাসনের অন্য আধিকারিকরা। বিরাজের বক্তব্য, 'বৃহস্পতিবার থেকে সেবা সংকল্প অভিযান শুরু হবে। নানা কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেগুলির তদারকি করেছি।'

প্রস্তুতি

চোপড়া, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে আইনশৃঙ্খলা, যানবাহন ও ভিড় নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ সংযোগ এবং অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করল পুলিশ প্রশাসন। বুধবার চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির হলঘরে আয়োজিত বৈঠকে চোপড়া থানার আইসি কেশব বড়াল সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জন্মমহোৎসব

বাগডোগরা, ১৬ সেপ্টেম্বর : শিবমন্দিরের সৎসঙ্গ বিহার মন্দিরে শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের ১৩৯তম জন্মমহোৎসব মহাসমারোহে পালিত হল। বুধবার বহু ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রার্থনার মাধ্যমে।

আশায় সমরের পরিবার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : নেপালে ভয়াবহ হড়পার পর থেকেই নিখোঁজ শিলিগুড়ির শান্তিনগর বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা সমর মণ্ডল। গত ২৬ অগাস্ট থেকে তাঁর কোনও খোঁজ নেই। নেপালের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে দাদাকে খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত ভাই রমেশ মণ্ডল। তবে এখনও সমরের খবর পাওয়ার আশায় দিন গুনে চলেছে তাঁর পরিবার। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে সমর মণ্ডলের পরিবার। তারপরই সমরের ভাই বলেন, 'আশা করছি, সমর সম্পর্কে তথ্য রাজ্য সরকার জানাতে পারবে।'

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করতে মঙ্গলবারই কলকাতায় পৌঁছান সমরের ভাই রমেশ মণ্ডল ও স্ত্রী দীপিকা

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা

সরকার মণ্ডল। নেপালে নিখোঁজ পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এদিন দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে উপস্থিত হয় সমরের পরিবারও। ফোনে রমেশ মণ্ডল বলেছেন, 'নেপাল সরকার এখনও এখানে ডিএনএ স্যাম্পল পাঠায়নি বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আরও দুই-তিন মাস সময় লাগবে খোঁজখবর পেতে। ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। এজন্য একটি ফোন নম্বর নেওয়া হয়েছে নবান্ন থেকে। কোনও খোঁজখবর পাওয়া গেলে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেই তথ্য দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।'

রমেশ বলেন, 'দুইবার নেপালে গিয়েছি। চিতওয়ান, কাঠমান্ডু, ত্রিশূলী সহ বিভিন্ন জায়গায় খুঁজতে গিয়েছি। ছোট-বড় হাসপাতালে খোঁজ নিয়েছি। বিভিন্ন জায়গায় যে মৃতদেহগুলি উদ্ধার হয়েছিল, সেখানে গিয়ে মৃতদেহের মধ্যেও দাদাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি। মৃত ও নিখোঁজদের নামের যে তালিকা যেখানে টাঙানো হয়েছিল, সেখানে গিয়ে তালিকায় নাম খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও কোনও খোঁজ পাইনি। প্রতিবারই খালি হাতে বাড়ি ফিরে আসতে হয়েছে। এখন সরকারই আমাদের ভরসা। ওরাই হয়তো কোনও খোঁজ এনে দিতে পারবে, সেই আশায় রয়েছি।'

ত্রাণের জন্য হাহাকার ভাঙন বিধ্বস্ত ভূতনিতে

অরিন্দম বাগ ও কল্লোল মজুমদার

ভূতনি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বৃহস্পতিবার সারা দেশজুড়ে 'আশির্বাদ কা দিয়া' কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী মোদির জন্মদিনে প্রদীপের আলোয় সেজে উঠবে গোটা দেশ। সেই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার জন্য মালদার প্লাবিত এলাকায় ত্রাণ শিবিরে গিয়ে গিয়ে প্রদীপ দিয়েও এসেছেন বিজেপির নেতারা। কিন্তু বানভাসি ভূতনিবাসীর জীবনে না আছে আলো, না আছে কোনওরকম আশীর্বাদের ছোঁয়া।

আলো নেই একেবারে আক্ষরিক অর্থেই। গঙ্গার জল ঢোকার পর থেকেই বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ নেই। প্রশাসন জেনারেটরের ব্যবস্থা করেছিল যাতে অন্তত লোকজন নিজের মোবাইলে চার্জটুকু দিতে পারেন। স্থানীয়রা বলছেন, ঠিকাদাররা অধিকাংশ জায়গা থেকেই সেসব জেনারেটর সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তার আগে অবশ্য সাড়ম্বরে ছবি তুলে নিয়েছেন জেনারেটর বসানোর। প্লাবন ও ভাঙনের জোড়া বিপদের মধ্যেই ভূতনিতে এখন চলছে ত্রাণ লুটের প্রতিযোগিতা। সরকারি নৌকা দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন দুর্গতরা। হাতের নাগালে যা পাওয়া যাচ্ছে, তা নিয়ে যে যেমনভাবে পারছেন নিয়ে নিচ্ছেন। এমন প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অনেকেই পাচ্ছেন না প্রয়োজনীয় ত্রাণ। ত্রাণ সংগ্রহের হুড়োহুড়ির মাঝে কী করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না সরকারি কর্মী-আধিকারিকরা। খুশবুটোলার উমেজান খাতুনের অভিযোগ, 'আর কতদিন এভাবে চলবে জানি না। নতুন সরকার এসেছে। তাই ভেবেছিলাম এবার হয়তো ত্রাণের অসুবিধা হবে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা পলিথিনও পাইনি।'

বুধবার ত্রাণসামগ্রী পৌঁছাতেই তা সংগ্রহের জন্য কার্যত হাহাকার পড়ে যায়। মালদা মার্চেন্টস চেম্বারের উদ্যোগে পাঠানো ত্রাণসামগ্রী ভূতনী সেতুর কাছে পৌঁছেছে— এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিভিন্ন এলাকা থেকে টিনের ডোঙায় চেপে সেখানে পৌঁছাতে শুরু করেন বানভাসিরা। মহিলা, পুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও দেখা যায় ত্রাণ সংগ্রহের জন্য বানের জল ঠেলে সেতুর কাছে আসতে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, ত্রাণ নেওয়ার জন্য দুর্গতদের মধ্যে ব্যাপক ভিড় ও উৎকণ্ঠা তৈরি হয়। প্রত্যেকেই শুকনো খাবার সংগ্রহের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মানিকচকের বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডল, ইংরেজবাজারের বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাঁদের তৎপরতায় দুর্গত মানুষের হাতে শুকনো খাবার সহ বিভিন্ন ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

টিনের তৈরি নৌকা নিয়ে খাবারের খোঁজে। ভূতনিতে বুধবার। -সংবাদচিত্র

এদিনের ঘটনা কিন্তু ব্যতিক্রম নয়। দিন দুয়েক আগেই ত্রাণের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে ভূতনি ব্রিজ থেকে রওনা গিয়েছিল প্রশাসনিক নৌকো। ভূতনির শেষ সীমানায় পৌঁছানোর কথা ছিল ওই নৌকার। কিন্তু মাঝপথেই নৌকায় 'হামলা' চালায় ডিঙিবাহিনী। ত্রাণের নৌকা দেখতে পেয়েই তার পিছু নিয়েছিল ডিঙিনৌকাগুলি। চারদিকের ডিঙিনৌকার 'ঘেরাও'য়ে বেশিদূর যেতে পারেনি ত্রাণের নৌকা। মাঝপথেই ত্রাণসামগ্রী শেষ। একটু দূরে যাঁদের বসবাস, তাঁরা প্রশাসনিক নৌকার কাছে এলেও ফিরতে হয়েছে খালি হাতে।

গত রবিবার বিকেলে আলাদিয়া এলাকায় ত্রাণের খাদ্যসামগ্রী নিয়ে পৌঁছেছিল সরকারি নৌকো। বাঁধ সংলগ্ন এলাকায় নৌকা পৌঁছাতেই দুর্গতদের ভিড় উপচে পড়ে সেখানে। নিমেষের মধ্যেই উধাও ত্রাণসামগ্রী। কার হাতে কত প্যাকেট গেল, কে প্যাকেট নিল— কিছুই বুঝতে পারলেন না প্রশাসনিক লোকজন। ত্রাণ না পাওয়া মানুষজনের বক্তব্য, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ না থাকায় যাঁরা প্রথমে এসেছিলেন, তাঁরা নিজেদের মতো ত্রাণসামগ্রী নিয়েছেন। ফলে অনেক মানুষকে ত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়েছে। কেন সকলে ত্রাণ পাবে না, সেই প্রশ্ন উঠছে। এমনই প্রশ্ন তুলে দুলাল চৌধুরী বললেন, 'বিকেলে নৌকোয় করে ত্রাণ এসেছিল। নৌকো এসে পৌঁছানোর প্রায় মিনিট দশেক পর আমরা তা জানতে পারি। তড়িঘড়ি ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করতে ছুটে গিয়ে দেখি সব শেষ।'

অভিষেকের পোস্ট

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ক্যামাকস্ট্রিটের অফিস খালি করা নিয়ে স্বস্তিতে কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই ভবনের ৬ এবং ৭ তলায় অভিষেকের অফিস খালি করতে বলে দমকলের তরফে দেওয়া নোটিশ খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাও রায় ঘোষণা করে জানিয়েছেন, আবেদনকারীর বক্তব্য না শুনে এবং পুনরায় পরিদর্শন না করে এই নির্দেশ দেওয়া ঠিক হয়নি। আদালতের নির্দেশে স্বস্তির মধ্যেই আমেরিকা থেকে সমাজমাধ্যমে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়ে অভিষেক লিখেছেন, 'এই দাগ বলে দিচ্ছে আমি কোন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। এই চোখ বলে দিচ্ছে আমি এখনও শেষ হয়ে যাইনি।'

মহুয়ার নিশানা

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে নিরাপত্তায় থেকেও ফের নিজের নির্বাচনী কেন্দ্রে ডিম হামলার মুখে কালীঘাটপন্থী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। বুধবার তেহট্টের ১ নম্বর ব্লকে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, সেখানেই তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। তাঁকে দেখে 'চোর, চোর' স্লোগানও ওঠে। এদিনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির মন্তব্যকে হাতিয়ার করেছেন মহুয়া।। সমাজমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় সংশ্লিষ্ট মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তিনি লিখেছেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যেমন গুলির মোকাবিলা করেছিলেন, আমিও তেমনই আপনাদের পরামর্শ মেনে ডিমের মোকাবিলা করেছি।'

রাজ্যপালকে চিঠি

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিল প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষক সংগঠনের। বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতি আলোচনা করতে চেয়েও আবেদন জানান অধ্যাপকরা।

ফলপ্রকাশ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনের চাপে ২০২৩ সালের পুলিশ নিয়োগের ফল প্রকাশ করল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এসআই ও সার্জেন্ট পদের জন্য উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পার্সোনালিটি টেস্ট শুরু হবে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে।

মউ স্বাক্ষর পর্যটন দপ্তর ও এএসআই-এর

সাজবে ১৩৫টি স্থাপত্য

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দির, মালদার ঐতিহাসিক আদিনা মসজিদ কিংবা কোচবিহার রাজবাড়ির মতো রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে কেন্দ্র করে হেরিটেজ পর্যটনে বড়সড় সংস্কারের উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বসম্পন্ন স্মৃতিসৌধগুলিকে দর্শনার্থীবান্ধব করে তুলতে এবং সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে বুধবার রাজ্য পর্যটন দপ্তর এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার (এএসআই) মধ্যে এক ঐতিহাসিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির আওতায় রাজ্যের ২৩টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা মোট ১৩৫টি পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য ও স্মৃতিসৌধকে নতুন রূপ দিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটকদের সামনে তুলে ধরা হবে।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং এএসআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল যাদুবীর সিং রাওয়াত সহ প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রকল্পটির সমন্বিত রূপায়ণে এএসআই এবং পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের সমন্বয়ে একটি যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী জানান, রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বাংলার ইতিহাসকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে যেমন রাজ্য সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে, তেমনই স্থানীয় স্তরে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রাথমিকভাবে অধিক জনসমাগম হয় এমন ঐতিহাসিক

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সহ অন্যরা। বুধবার কলকাতায়।

কেন্দ্রগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংস্কার কাজ শুরু করা হচ্ছে। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'বাংলার রাজরাজাদের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার এই প্রয়াস থেকে রাজস্ব বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। প্রাথমিকভাবে যে সব স্থানে পর্যটকদের ভিড় বেশি, সেগুলিকে চিহ্নিত করে কাজ শুরু করা হচ্ছে।'

এএসআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল জানান, 'ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলির মূল কাঠামোর কোনও পরিবর্তন না করে পর্যটকদের সুবিধার জন্য অভ্যন্তরীণ অংশে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া ও স্যুভেনির শপ তৈরি করা হবে। কাজের গতি বাড়াতে প্রশাসনিক নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করার পাশাপাশি অব্যবহৃত জমি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, ইতিহাস তুলে ধরতে নিয়মিত লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো এবং বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকবে। ইতিমধ্যেই চন্দননগরের বিখ্যাত ফরাসি স্থাপত্য 'রেজিস্ট্রি বিল্ডিং'-এর সংস্কার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

হেরিটেজ সংরক্ষণের পাশাপাশি রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামোকে নতুন স্তরে নিয়ে যেতে আরও একাধিক মেগা প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছে। বীরভূম ও পূর্ব বর্ধমান জেলাকে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ 'শক্তিপীঠ সার্কিট', যার বিশদ প্রকল্প রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। আগামী দিনে 'প্যালেস অন হুইলস'-এর আদলে বিশেষ পর্যটন পরিষেবা চালু করা হবে। শহরের ঐতিহ্য দর্শনে চালু হচ্ছে 'কলকাতা কি' ডিজিটাল মাধ্যম এবং ওয়েবসাইটে রাজ্যের ২৩টি জেলার সব ঐতিহ্যবাহী স্থানের জন্য ডিজিটাল ম্যাপিং ব্যবস্থা। একইসঙ্গে রাজ্যজুড়ে পর্যটকদের সুবিধার্থে ১,০০০টি 'ট্র্যাভেল অ্যামেনিটি সেন্টার' তৈরি করছে নবান্ন প্রশাসন, যা পশ্চিমবঙ্গকে আন্তর্জাতিক ভ্রমণ মানচিত্রে নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে।

> **বাংলার রাজরাজড়াদের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরার এই প্রয়াস থেকে রাজস্ব বাড়বে এবং নতুন কর্মসংস্থান তৈরি হবে। প্রাথমিকভাবে যেসব স্থানে পর্যটকদের ভিড় বেশি, সেগুলিকে চিহ্নিত করে কাজ শুরু করা হচ্ছে।**
>
> **শংকর ঘোষ** পর্যটনমন্ত্রী

সেজে উঠছেন বিশ্বকর্মা। বুধবার কলকাতার কুমোরটুলিতে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

রাজনাথের মুখে শুভেন্দুর প্রশংসা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে এক মাসব্যাপী প্রধানমন্ত্রী সেবা সংকল্প অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৪টি রাজ্যের যুব সম্মেলন (জেন জেড) অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কলকাতায়। বুধবার রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সেবা সংকল্প অভিযান উপলক্ষ্যে সল্টলেকে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। সেখানেই কলকাতায় এই যুব সম্মেলনের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কলকাতায় যুব সম্মেলন

পাশাপাশি রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা এদিন আলাদা করে প্রশংসা করেছেন রাজনাথ। রাজনাথ বলেন, 'বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দারুণ কাজ করছেন। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে শুভেন্দুর কাজের প্রশংসা হচ্ছে। দেশজুড়ে শুভেন্দুর কাজের চর্চা হচ্ছে। বিকশিত ভারত গঠনের লক্ষ্যে শুভেন্দুর নেতৃত্বে বাংলা অংশগ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।'

বৃহস্পতিবার থেকে দেশব্যাপী প্রধানমন্ত্রীর সেবা সংকল্প অভিযানের প্রচারে এদিন রাজ্যে আসেন রাজনাথ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক দায়িত্বে থাকা ২৫ বছরের সাফল্যের কাহিনী তুলে ধরতেই রাজ্যে রাজ্যে এই প্রচার পরিকল্পনার আয়োজন।

যদিও সরকারি পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও বিজেপির দলগত সাফল্যকে তুলে ধরতে এই প্রচার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। এক মাসব্যাপী এই কর্মসূচিতে দলের পাশাপাশি রাজ্যের বিজেপি সরকার ১২ দফা কর্মসূচি নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম এই যুব সম্মেলনের পরিকল্পনা। যদিও এই কর্মসূচি কেন্দ্রীয় কর্মসূচিরই অংশ।

এদিন রাজনাথের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের যুব সম্মেলন কলকাতায় আয়োজন করা হবে। এব্যাপারে দিনক্ষণ ও বিস্তারিত সূচি সরকার পরে ঘোষণা করবে। এর আগে দেশের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে এই সম্মেলনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে রাজনাথ বলেন, 'নতুন প্রজন্মই দেশের ভবিষ্যৎ। বিজেপি সবসময়ই তরুণ এবং নতুন প্রজন্মের মতামত ও ভাবনাচিন্তাকে গুরুত্ব দেয়।'

উত্তরের পরিবারকে এক মাসের বেতন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : নেপালের বিধ্বংসী হড়পায় নিখোঁজ রাজ্যবাসীদের পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিল নবান্ন। বুধবার নবান্ন সভাঘরে নিখোঁজদের স্বজনদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসে সরকার সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে। স্বজনহারাদের কষ্টের কথা শুনতে শুনতে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপের

নিখোঁজদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের আর্থিক সংকটে পড়া এক পরিবারের হাতে নিজের এক মাসের বেতন অর্থ সাহায্য হিসেবে তুলে দেন তিনি।

রাজ্যের ৩৭ জন নিখোঁজের মধ্যে রয়েছেন মুকুল রায়ের পুত্রবধূ শর্মিষ্ঠা ভৌমিক রায়ও। নানা বিভ্রান্তিকর খবরের অবসান ঘটিয়ে সঠিক তথ্য পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ চেয়েছেন তাঁরা। সেই আর্জি মেনে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে নিরন্তর যোগাযোগ রেখে উদ্ধারকাজ এবং নিখোঁজদের সঠিক তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। প্রয়োজনে নিখোঁজদের শনাক্ত করতে সরকারি উদ্যোগে ডিএনএ টেস্টের ব্যবস্থাও করা হবে।

শমীকেরও সংখ্যালঘু বার্তা

পরাগ মজুমদার

রেজিনগর, ১৬ সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর পর রেজিনগরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সুরেই সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বুধবার রেজিনগরে দলীয় প্রার্থী শাখারভ সরকারের মনোনয়ন পেশে গিয়ে শমীকও জানিয়ে দিলেন, ভালো লাগুক বা না লাগুক বিজেপির সঙ্গেই থাকতে হবে সংখ্যালঘুদের। শমীক বলেন, 'আগামী ২০ বছর কেন্দ্র বা রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই সংখ্যালঘু ভাইদের আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে। ভালো না লাগলেও আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে। মিলেজুলে থাকতে হবে।' শমীকের এই মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু বার্তার ছায়া দেখতে পাচ্ছেন বিরোধীরা।

দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি, বর্তমানে রাজ্য নেতা, দীর্ঘদিনের বিজেপি-আরএসএস কর্মী শাখারভ সরকারকে এবার রেজিনগরে প্রার্থী করেছে দল। বুধবার তাঁরই মনোনয়ন পেশে উপস্থিত ছিলেন শমীক। সংখ্যালঘুদের উদ্দেশে সরকারের পাশে (পড়তে হবে বিজেপির পাশে) থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে ঘুর পথে সমর্থন আদায়ের চেষ্টার পাশাপাশি রেজিনগরের পরিযায়ী শ্রমিকদের শিল্পতালুক সম্ভাবনারও স্বপ্ন দেখিয়েছেন শমীক। প্রধান প্রতিপক্ষ হুমায়ুনের দলকে জেতালে সেই সম্ভাবনায় যে ছাই পড়বে তার ইঙ্গিত দিয়ে শমীক বলেন, 'রেজিনগরে শিল্পতালুক হবে। তার দায়িত্ব বিজেপির। কিন্তু রেজিনগরের মানুষকে ঠিক করতে হবে, তাঁরা মন্দির-মসজিদের লড়াই করবেন, ৭০-৩০ শতাংশের কথা বলে এই হুমকির রাজনীতিকে সমর্থন করবেন? রেজিনগরে শিল্পতালুক হলে ঘরের ছেলে ঘরেই থাকবে। পরিযায়ী শ্রমিক হতে হবে না।'

মামলা খারিজ

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। চলতি বছরের জুন মাসে ধর্মতলার সভা থেকে বাংলাদেশ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের অভিযোগ ওঠে মমতার বিরুদ্ধে। বুধবার রাজ্য আদালতে রিপোর্ট পেশ করে জানায়, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের ফলে কোনও আদালত গ্রাহ্য অপরাধ সংগঠিত হয়নি। তারপর প্রধান বিচাপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলা খারিজ করেছে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২১ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৩০ ভাদ্র ১৪৩৩

মহাকাশে রণডঙ্কা

স্থল, জল ও আকাশের পর মহাকাশে রণডঙ্কা বাজাতে উদ্যত যুদ্ধবাজরা। একবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদী ও সামরিক শক্তির লালসা ছিটকে পড়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। স্টার ওয়ারস বা নক্ষত্র যুদ্ধের কথা অতীতে বহুবার শোনা গিয়েছে। এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণা সেই আশঙ্কাকে সত্যি করে তুলেছে। তারা পৃথিবীর কক্ষপথে অস্ত্র মোতায়েন করেছে বলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেশ প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে।

মার্কিন বিমানবাহিনীর সচিব ট্রয় মেইঙ্ক সম্প্রতি 'এয়ার, স্পেস অ্যান্ড সাইবার কনফারেন্স'-এ ভাষণে একথা বলায় মার্কিন সামরিক শক্তি এই প্রথম নিজের আক্রমণাত্মক মহাকাশ সক্ষমতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিল। বিমানবাহিনীর সচিবের ঘোষণা অনুযায়ী, চিন ও রাশিয়ার মতো প্রতিপক্ষ দেশের ক্রমবর্ধমান হুমকি ও বৈরীমূলক কর্মকাণ্ড থেকে মার্কিন সামরিক সম্পত্তি এবং বাহিনীকে রক্ষা করতে এই পদক্ষেপ।

তবে সেই অস্ত্রের সক্ষমতা, প্রকৃতি কেমন এবং কখন সেটাকে কক্ষপথে পাঠানো হয়েছিল, তা গোপন রেখেছে মার্কিন প্রশাসন। ফলে উদ্দেশ্য প্রতিরক্ষামূলক বলে দাবি করা হলেও, পৃথিবীর কক্ষপথে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মোতায়েন বাস্তবে মহাকাশে রণডঙ্কা বাজানোর নামান্তর। বহু বছর ধরে আন্তর্জাতিক মহল আশঙ্কায় ছিল, মহাকাশ শেষপর্যন্ত বিশ্বের সুপার পাওয়ারগুলির ছায়াযুদ্ধের নতুন রণাঙ্গনে পরিণত হবে।

১৯৬৭ সালের ঐতিহাসিক 'আউটার স্পেস ট্রিটি'-এর মূল লক্ষ্য ছিল মহাকাশকে শান্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য উন্মুক্ত রাখা এবং সেখানে পারমাণবিক বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র মোতায়েন নিষিদ্ধ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুক্তি দেখাতে পারে যে, তাদের অস্ত্রটি প্রথাগত বা প্রতিরক্ষামূলক। কিন্তু মহাকাশে এই ধরনের আক্রমণাত্মক বা ধ্বংসাত্মক প্রযুক্তির উপস্থিতি বৈশ্বিক ভারসাম্যকে টালমাটাল করে দিতে পারে।

এই পদক্ষেপকে চিন এবং রাশিয়ার মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং উপগ্রহবিরোধী পরীক্ষার জবাব হিসেবে যুক্তি হাজির করছে আমেরিকা। বেজিং ও মস্কো সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এমন কিছু প্রযুক্তি তৈরি করেছে, যা মার্কিন স্যাটেলাইট যোগাযোগ ও নজরদারি ব্যবস্থাকে অকেজো করে দিতে পারে বলে নানা মহলের অভিযোগ। যুক্তরাষ্ট্রের আধুনিক সামরিক ব্যবস্থা পুরোপুরি মহাকাশভিত্তিক জিপিএস, যোগাযোগ এবং নজরদারি উপগ্রহের ওপর নির্ভরশীল।

ফলে, সেই পরিকাঠামো রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু শান্তিরক্ষার অজুহাতে অস্ত্র মোতায়েন করার কৌশল চরম বিপজ্জনক মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতার জন্ম তো দেবেই। মানবতার পক্ষে নিঃসন্দেহে অশনিসংকেত বয়ে আনবে। মহাকাশকে নয়া যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার ফলাফল হতে পারে অত্যন্ত ভয়াবহ। কক্ষপথে অস্ত্রের ব্যবহার বা বিস্ফোরণ বিপুল পরিমাণ 'মহাকাশ বর্জ্য' তৈরি করবে।

এই বর্জ্য প্রচণ্ড গতিতে ঘুরতে ঘুরতে কেবল সামরিক উপগ্রহ নয়, আবহাওয়া, বিজ্ঞান গবেষণা, মোবাইল ও ইন্টারনেট যোগাযোগের প্রচুর অসামরিক স্যাটেলাইটকে ধ্বংস করে দিতে পারে। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন এবং সেখানে অবস্থানকারী মহাকাশচারীদের জীবন এর ফলে ঝুঁকিতে পড়তে পারে। যাকে বিজ্ঞানীরা 'কেসলার সিনড্রোম' বলেন অর্থাৎ একটি সংঘর্ষ থেকে একাধিক সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তীব্র হয়ে উঠবে।

যা মানবজাতিকে এক লহমায় প্রাক-উপগ্রহ যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রকাশ্য স্বীকারোক্তি নিশ্চিতভাবে চিন ও রাশিয়াকে চুপ করে বসে থাকতে দেবে না। চিনা বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যে জানিয়েছে, আমেরিকা যেন তাদের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি এবং মহাকাশে যুদ্ধের প্রস্তুতি বন্ধ করে। এর বিপদ নিয়ে বেজিং সতর্ক করেছে ওয়াশিংটনকে। জল মাপছে রাশিয়াও। এতে আদতে মহাকাশ অস্ত্র প্রতিযোগিতার দরজা খুলে গেল।

বিশ্ব যখন জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক সংকটের মতো গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তখন পরাক্রমী দেশগুলির মহাকাশে অস্ত্র পাঠানো গভীর উদ্বেগের বিষয়। মহাকাশে অস্ত্রের মোতায়েন অনিশ্চয়তা ও ধ্বংসের পথকে আরও চওড়া করে। এখনই রাষ্ট্রসংঘ এবং আন্তর্জাতিক শক্তিগুলি এর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না করলে তার মাশুল গুনতে হবে গোটা বিশ্বকে।

অমৃতধারা

মনের শক্তি সূর্যের কিরণের মতো, যখন এটি এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হয় তখনই এটি চকচক করে ওঠে। যেই রকম আপনি ভাববেন ঠিক সেইরকমই আপনি হয়ে যাবেন। যদি আপনি নিজেকে দুর্বল হিসাবে বিবেচনা করেন তাহলে আপনি দুর্বল হয়ে যাবেন, আর আপনি যদি নিজেকে শক্তিশালী মনে করেন, তাহলে আপনি শক্তিশালী হয়ে উঠবেন। শক্তিই জীবন, দুর্বলতা মৃত্যু, বিস্তার জীবন, সংকোচন মৃত্যু, প্রেম জীবন, ঘৃণা মৃত্যু। প্রত্যেকটি ধারণা যা আপনাকে দৃঢ় করে সেটাকে আপন করে নেওয়া উচিত এবং যে ধারণা আপনাকে দুর্বল করে তা প্রত্যাখান করা উচিত। সব শক্তিই আপনার মধ্যে আছে সেটার উপর বিশ্বাস রাখুন, এটা বিশ্বাস করবেন না যে আপনি দুর্বল।

-স্বামী বিবেকানন্দ

যেখানে ভাঙনও হয়ে ওঠে সৌন্দর্য

কাপের ফাটল থেকে সম্পর্কের ক্ষত, সবকিছুর মধ্যেই নতুন অর্থ খোঁজে ওয়াবি-সাবি।

সঞ্জিত সাহা

আপনি কি কখনও একটি পুরোনো চিনামাটির কাপ হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকেছেন? কাপটির রং হয়তো আগের মতো উজ্জ্বল নেই। গায়ে সরু একটি ফাটল, কিনারায় সামান্য ক্ষয়, তলাটাও পুরোপুরি সমান নয়। বাজারের নতুন কাপের পাশে রাখলে তাকে হয়তো সাধারণই দেখাবে। অথচ প্রতিদিন চা খেতে হাতটা অজান্তেই তার দিকেই এগিয়ে যায়। কেন যায়?

হয়তো কাপটির সঙ্গে কোনও এক শীতের সকাল জড়িয়ে আছে। হয়তো প্রিয় কেউ সেটি কিনে দিয়েছিলেন। হয়তো জীবনের কোনও কঠিন বা সোনালি সময়ে ওই কাপের চা পাশে ছিল। জিনিসটি আর শুধু একটি কাপ নেই; সময় তাকে স্মৃতির পাত্র করে তুলেছে। তার দাগগুলো ত্রুটি নয়, জীবনের অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য।

এই অনুভূতিরও একটি নাম আছে। জাপানিরা একে বলেন 'ওয়াবি-সাবি'। এর সরাসরি বাংলায় কোনও প্রতিশব্দ নেই। 'ওয়াবি'র মধ্যে এক ধরনের নিঃসঙ্গতা আছে, তবে তা হতাশার একাকিত্ব নয়। কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে সরে নিজের সঙ্গে বসার যে শান্তি, তারই নাম ওয়াবি। আর 'সাবি' কেবল পুরোনো হয়ে যাওয়া নয়; সময়ের স্পর্শে যে গভীরতা জন্মায়, ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যে সৌন্দর্য ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, সেটাই সাবি। দুটি শব্দ বলে, জীবনের সৌন্দর্য সবসময় নিখুঁত, নতুন কিংবা চিরস্থায়ী জিনিসে থাকে না।

ওয়াবি-সাবির শিকড় জেন বৌদ্ধদর্শনের গভীরে। জাপানের মুরোমাচি যুগে চা অনুষ্ঠানের সংস্কৃতিতে ঝকঝকে পাত্রের চেয়ে সাধারণ মাটির বাটি বেশি মূল্য পেতে শুরু করেছিল। অমসৃণ, হাতে গড়া, কোথাও একটু বাঁকা, কোথাও গ্লেজের রং অসমান। কারণ সেই পাত্রে কারিগরের হাতের ছাপ, আগুনের অনিশ্চয়তা এবং মাটি, জল, মানুষ ও সময়ের ইতিহাস ছিল।

আধুনিক জীবনে আমরা প্রায় সবকিছু থেকেই এই সত্যটুকু মুছে ফেলতে চাইছি। ছবিতে দাগ থাকলে ফিল্টার দিই, মুখে বয়সের রেখা এলে ঢেকে ফেলি, ঘরের আসবাবে আঁচড় পড়লে বদলে ফেলি। এমনকি নিজের দুঃখ, ব্যর্থতা কিংবা দুর্বলতাকেও গোপন করি। ওয়াবি-সাবি ঠিক বিপরীত দিকে তাকাতে শেখায়। সে বলে, দাগ মানেই নষ্ট হয়ে যাওয়া নয়; দাগ অনেক সময় বেঁচে থাকার প্রমাণ।

এই দর্শনের সবচেয়ে পরিচিত শিল্পরূপগুলির একটি হল কিন্তসুগি। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী, পঞ্চদশ শতকে জাপানের অষ্টম শোগুন আশিকাগা ইয়োশিমাসার প্রিয় একটি চা পাত্র ভেঙে যায়। সেটি সারানোর জন্য চিনে পাঠানো হয়েছিল। ফিরে এসে দেখা গেল, ধাতব শিক দিয়ে পাত্রটিকে জোড়া লাগানো হয়েছে। তখন জাপানি কারিগরদের এমনভাবে সারাতে বলা হয়, যাতে মেরামতটিও শিল্প হয়ে ওঠে। তাঁরা উরুশি লাক্ষার সঙ্গে সোনার গুঁড়ো ব্যবহার করলেন। যেখানে ফাটল ছিল, সেখানে সোনালি রেখা ফুটে উঠল। যেন পাত্রটির শরীরে ছুটে যাওয়া চঞ্চল এক সোনার নদী।

কিন্তসুগির আসল সৌন্দর্য সোনায় নয়, তার সততায়। সে ভাঙাকে অস্বীকার করে না। আমি একদিন ভেঙেছিলাম, কিন্তু সেটাই আমার শেষ পরিচয় নয়। প্রকৃত নিরাময়ও তাড়াহুড়ো করে হয় না। কিছু আঘাত ও শোককে পাশে নিয়ে চলতে সময় লাগে।

আমরা প্রায়ই এমন একজন মানুষ খুঁজি, যে সবসময় আমাদের বুঝবে, কখনও বিরক্ত হবে না, ভুল সময়ে ভুল কথা বলবে না। অথচ এমন মানুষ কোনওদিনই ছিল না। তার দ্বিধা, রাগ, অপ্রস্তুত নীরবতা বা অদ্ভুত অভ্যাসের পেছনেও হয়তো কঠিন শৈশব, অপূর্ণ স্বপ্ন, বিশ্বাসভঙ্গ কিংবা কোনও অজানা ভয় আছে।

ভালোবাসার অর্থ কাউকে নিখুঁত মনে করা নয়; তার অসম্পূর্ণতার মধ্যেও মানুষটিকে সম্পূর্ণভাবে দেখতে শেখা। দীর্ঘদিনের সম্পর্কে মনোমালিন্য, ভুল বোঝাবুঝি ও দূরত্ব থাকে। আবার কথা হয়, ক্ষমা চাওয়া হয়, পাশাপাশি থাকা শেখা হয়। বছরের পর বছর পরে কথার পরিমাণ কমলেও নীরবতার অর্থ আরও গভীর হয়।

বন্ধুত্বেও একই সত্য। বহু দূরে থাকা পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে একটি সম্বোধনেই সময়ের ব্যবধান ভেঙে পড়ে। বন্ধুত্ব বদলেছে, কিন্তু মুছে যায়নি। আমাদের চারপাশের মেজাজি সহকর্মী, অগোছাল বস, জেদি সন্তান কিংবা বৃদ্ধ বাবা-মায়েরও অদৃশ্য ভাঙনের ইতিহাস আছে। এই উপলব্ধি অন্যায়কে বৈধতা দেয় না; বিচার করার আগে মানুষটিকে বোঝার জন্য একটু জায়গা তৈরি করে। সেখান থেকেই সহানুভূতির জন্ম হয়।

ওয়াবি-সাবি আমাদের ব্যবহার করা জিনিসগুলোর সঙ্গেও সম্পর্ক বদলে দেয়। পুরোনো কাপ, কাজের টেবিলের আঁচড়, বাবার স্পর্শ লেগে থাকা আলমারি, মায়ের শাড়ির বিবর্ণ পাড়, ব্যবহৃত বইয়ের পেন্সিলের দাগ, এসবের এমন এক আত্মীয়তা আছে, যা সদ্য কেনা জিনিসে পাওয়া যায় না। সব পুরোনো জিনিস মূল্যবান নয়, সব ভাঙা জিনিস রাখারও প্রয়োজন নেই। ওয়াবি-সাবি অগোছাল জীবন বা অবহেলার অজুহাত নয়। এটি শেখায়, কোনটি শেষ হয়ে গিয়েছে আর কোনটির মধ্যে এখনও সম্ভাবনা, গল্প ও মমতা বেঁচে আছে।

পুরোনো কাপের ফাটল, সম্পর্কের ক্ষত, বয়সের রেখা কিংবা ব্যর্থতার দাগকে আমরা অনেকসময় লুকিয়ে রাখতে চাই। অথচ জাপানি ওয়াবি-সাবি শেখায়, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষয়ের মধ্যেও সৌন্দর্য থাকে। কিন্তসুগির সোনালি রেখার মতো ভাঙনও জীবনের ইতিহাস হয়ে উঠতে পারে। সম্পর্ক, বন্ধুত্ব, কাজ এবং ব্যবহৃত জিনিসের মধ্যেও সেই বোধকে খুঁজে পাওয়া যায়। নিখুঁত হওয়ার ক্লান্ত প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে যা আছে, তার মূল্য বুঝতে শেখাই এই দর্শনের মূল কথা। কারণ সব আলো নিখুঁত জানলা দিয়ে আসে না, কখনও দেওয়ালের ফাটল দিয়েও সোনালি আলো আসে।

কাজের জগতেও ওয়াবি-সাবি পথ দেখায়। সেন নো রিকিউয়ের দর্শনের সঙ্গে যুক্ত 'ইচি-গো ইচি-এ' বলে, এই মিলন একবারের; এই মুহূর্ত ঠিক এইভাবে আর কোনওদিন ফিরবে না। তাই আয়োজন নির্ভুল হল কি না, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমরা সত্যিই উপস্থিত আছি কি না। সব প্রকল্প সফল হবে না, সব সিদ্ধান্তও নির্ভুল হবে না। কিন্তু সৎ মনোযোগ, ভুল স্বীকার এবং শেখার প্রস্তুতিই বাস্তব উৎকর্ষ।

আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যও এই সত্য বহু আগে চিনেছিল। বৌদ্ধদর্শনের 'অনিত্য' বলে, সবকিছু পরিবর্তনশীল। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ফলের উপর অধিকার দাবি না করে কর্মে মন দিতে বলেছেন। উপনিষদের 'নেতি নেতি' মনে করায়, কোনও সংজ্ঞাই শেষ কথা নয়। মধুবনী চিত্র, পটচিত্র, পোড়ামাটির পুতুল, কাঁথা কিংবা তাঁতের শাড়িতেও এই বোধ দেখা যায়। রেখার বেঁকে যাওয়া, রঙের হেরফের কিংবা বুননের ছোট অনিয়মেই শিল্পীর পরিচয়।

দুঃখের বিষয়, আমরা এমন এক পৃথিবী বানাচ্ছি, যেখানে মুখ, ঘর, জীবন ও সম্পর্ককেও নিখুঁত করে তুলতে চাই। সামাজিক মাধ্যমে অন্যের সাজানো জীবনের সঙ্গে নিজের বাস্তব জীবনের তুলনা করি। তারপর মনে হয়, আমাদের ঘর, চেহারা, কাজ, পরিবার বা সাফল্য যথেষ্ট নয়। ওয়াবি-সাবি সেই ক্লান্ত প্রতিযোগিতা থেকে একটু সরে দাঁড়াতে বলে। যা আমার নেই, তার জন্য চেষ্টা থাকবে; কিন্তু যা আছে, তাকেও যেন অবজ্ঞা না করি।

এটি কোনও পরাজয়ের দর্শন নয়, হতাশার দর্শনও নয়। বরং গভীর সাহসের দর্শন। নিখুঁত হওয়ার অভিনয় করা সহজ; নিজের অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করা কঠিন। বলিরেখা, ভুল সিদ্ধান্ত, ব্যর্থতা, হারানো সুযোগ বা ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক মেনেও নিজের প্রতি সম্মান ধরে রাখা আত্মজ্ঞান। ওয়াবি-সাবি ভাঙাকে মহিমান্বিত করে না; ভাঙার পরেও সৌন্দর্যের সম্ভাবনা থাকে, সেই সত্যটুকু মনে করায়।

আপনার বা আমার জীবন কোনওদিনই নিখুঁত ছিল না, নেই, কোনওদিন থাকবেও না। তবু জীবন সুন্দর হতেই পারে, বরং অনেক সময় অসম্পূর্ণ বলেই আরও আপন হতে পারে। ভাঙাচোরা মানুষ, পুরোনো সম্পর্ক, ব্যবহৃত জিনিস, অসমাপ্ত স্বপ্ন ও ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের মধ্যে এমন সোনা লুকিয়ে থাকে, যার কাছে নতুনের ঔজ্জ্বল্যও ম্লান হয়ে যায়। তাই মনের ফাটলগুলোকেও সবসময় লুকিয়ে রাখবেন না। যত্ন দিয়ে সারান, সময় দিন, প্রয়োজনে ক্ষমা চান, নতুন করে শুরু করুন। একদিন দেখবেন, যে দাগগুলোকে দুর্বলতা ভেবেছিলেন, সেগুলোই জীবনের মূল্যবান সোনালি রেখা হয়ে উঠেছে।

সব আলো শুধু নিখুঁত জানলা দিয়েই আসে না। কখনও দেওয়ালের ফাটল বা টিনের চালের ফুটো দিয়েও সোনালি আলো আসে।

(লেখক শিল্পপতি।)

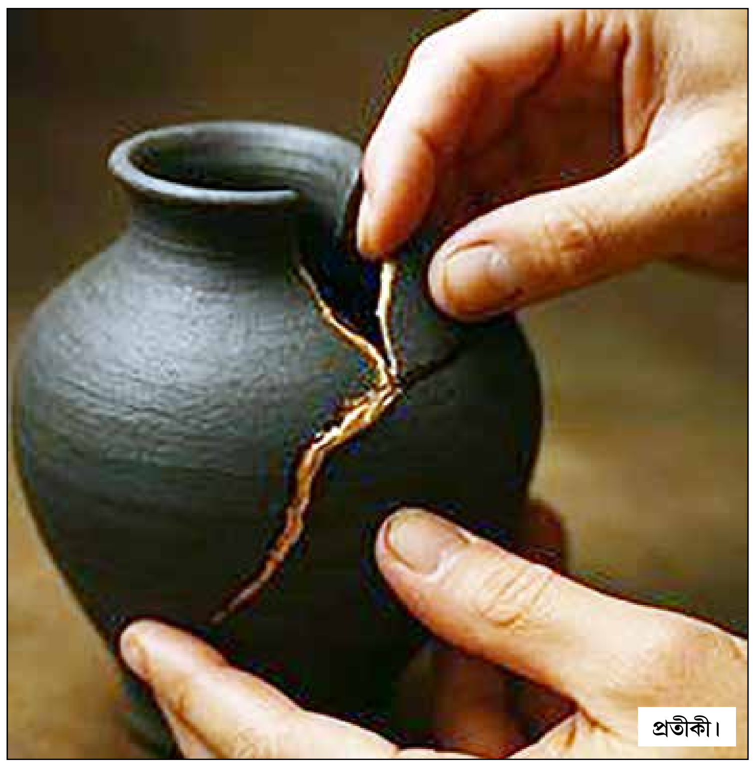

প্রতীকী।

আজ

১৯৫০

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

১৯৮৬

প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বীনের জন্ম আজকের দিনে

আলোচিত

হ্যালো, মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত, দেখুন আপনার কথা অনুযায়ী আমি গুলির মতো ডিম-বর্ষণের মুখে দাঁড়িয়েছি। মহামান্য, পুলিশের সহায়তায় বিজেপি কর্মীরা আমাকে ডিম ছুড়েছেন। আপনার পরামর্শমতো আমি সেসবের মোকাবিলা করে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

- মহুয়া মৈ

ভাইরাল/১

লখনউয়ের জনেশ্বর মিশ্র পার্কের কাছে গাড়িতে পুরুষ সঙ্গীকে অন মহিলার সঙ্গে দেখতে পেয়ে তরু গাড়িটি থামানোর চেষ্টা করেন। চালক তরুণীকে ধাক্কা মারলে বনেটের ওপর পড়ে যান তিনি। গাড়িটি তাঁকে নিয়েই চলতে থাক

ভাইরাল/২

মুম্বইয়ের বিখ্যাত 'লালবাগচা রাজা'র ভক্তদের দেওয়া দানবা সম্প্রতি খোলা হয়েছে। শুধু টাকার পাহাড় নয়, সোনা-রুপো হীরের গয়না থেকে শুরু করে মার্কিন ডলারে হাতে বোনা অভিনব মালা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল বিপুল ধনসম্পদের ছবি!

জনমত

রামঅবতারের শূন্যস্থান অপূরণীয়

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট লেখক, জনমত পত্রিকার সম্পাদক, চা গবেষক এবং চা-রত্ন উপাধিতে ভূষিত রামঅবতার শর্মা ১৪ সেপ্টেম্বর পরলোকের উদ্দেশে যাত্রা করেছেন। তাঁর প্রয়াণে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জগতে শূন্যতা তৈরি হল।

ইসলামপুরের লেখক নিশিকান্ত সিনহার মাধ্যমে মোবাইল ফোনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। অল্প সময়ের সেই পরিচয়ই ধীরে ধীরে আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছিল। ভীষণ উদার মনের মানুষ ছিলেন তিনি। আমার মতো বহু নবীন লেখক ও সাংবাদিককে উৎসাহ দিতেন। নতুনদের লেখালেখির পথে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগাতেন।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে প্রকাশিত 'জনমত' পত্রিকার শেষ কয়েকটি সংস্করণে আমার কয়েকটি ছবি সহ প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর সেই আন্তরিকতা ও উৎসাহ স্মৃতিতে থেকে যাবে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, পরিজন, সহকর্মী এবং পাঠকদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা রইল।

ধনঞ্জয় পাল, শিলিগুড়ি।

সকাল আটটাতেও জ্বলে পথবাতি

ইসলামপুর পুরসভার ১ ও ২ নম্বর ওয়ার্ডের পথবাতিগুলো দীর্ঘদিন ধরে সকাল আটটার পরও জ্বলতে দেখা যায়। সাধারণত ভোর পাঁচটায় সেগুলো নিভিয়ে দেওয়ার কথা। পুরসভার যে কর্মীদের এই দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে, তাঁদের বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। পুরপ্রধানকে জানানোর পরও একই রকম উদাসীনতা চোখে পড়ছে।

যে কর্মীদের আলো জ্বালানো ও নেভানোর কাজের দায়িত্বে রাখা হয়েছে, তাঁরা নিয়মিত মাসিক বেতন পান। তা সত্ত্বেও তাঁরা কেন এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ করছেন, তা বোধগম্য নয়। প্রতিদিন এভাবে বিদ্যুতের অপচয় হতে থাকলে পুরসভাকে অকারণে বাড়তি বিল মেটাতে হবে। এতে পুরসভার খরচ বাড়বে, যার দায় শেষ পর্যন্ত পুরসভা তথা রাজ্যের কোষাগারের উপরেই বর্তাবে। এমন উদাসীন কর্মীদের বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, সেটাই প্রশ্ন।

সঞ্জীব বাগচী
আশ্রমপাড়া, ইসলামপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দের বৈচিত্র্যেই ভাষার ঐতিহ্য

জল-পানি, আকাশ-আসমান, মা-আম্মার সহাবস্থানেই বাংলা ভাষার বহুত্বের প্রকৃত পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হাবিব মণ্ডল

কোনও ভাষা স্থির বা স্থবির নয়, তা বরং বহমান নদীর মতো। সময়ের সঙ্গে তার গতিপথ বদলায়, নতুন শব্দ এসে তার সঙ্গে মেশে, পুরোনো শব্দ নতুন অর্থ পায়, আবার কোনও কোনও শব্দ অব্যবহৃত থাকতে থাকতে হারিয়েও যায়। বাংলা ভাষাও প্রায় এক হাজার বছর ধরে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হয়েছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের উত্তরাধিকারের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, তুর্কি, পর্তুগিজ ও ইংরেজি থেকে বহু শব্দ বাংলায় এসেছে। দীর্ঘ ব্যবহারে তাদের অনেকেই বাংলার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। তাই 'জল' না 'পানি', 'আকাশ' না 'আসমান', 'মা' না 'আম্মা'কে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিভাজনের মাপকাঠিতে বিচার করা ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনকে অস্বীকার করা। কোনও নির্দিষ্ট শব্দের ওপর কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র অধিকার থাকতে পারে না।

শব্দের উৎসের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ভাষাভাষী সমাজ তাকে কীভাবে গ্রহণ করেছে এবং ব্যবহার করেছে। 'স্কুল', 'চেয়ার', 'টেবিল', 'রেল', 'বোতল', 'সাবান' যেমন দৈনন্দিন বাংলার অংশ, তেমনই আরবি ও ফারসি উৎসের বহু শব্দও দীর্ঘ ব্যবহারে বাংলার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়েছে। 'পানি'কে নিছক বিদেশি বা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের শব্দ হিসেবে দেখারও ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। ভারতের বহু অঞ্চলে ধর্ম নির্বিশেষে 'পানি' বহুল ব্যবহৃত, বাংলার বহু এলাকাতেও 'জল' ও 'পানি' পাশাপাশি চলে। 'আসমান' ফারসি উৎসের হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দীর্ঘদিনের পরিচিত শব্দ। ফলে 'এক গ্লাস জল দাও' এবং 'এক গ্লাস পানি দাও' একই প্রয়োজনের দুই স্বাভাবিক প্রকাশ।

বাংলা সাহিত্যও শব্দের এই সহাবস্থানকে স্বীকৃতি দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে বাংলা ভাষার স্বভাব ও ব্যবহারে দেশি ও বিদেশি শব্দের উপস্থিতি নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাঁর লেখা এবং কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্দীনদের সাহিত্যে আরবি ও ফারসি উৎসের বহু শব্দ স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আসমান', 'তুফান', 'পেয়ালা', 'রাস্তা', 'আরাম', 'লাগাম' প্রভৃতি শব্দ বাংলা সাহিত্য ও কথ্যভাষায় পরিচিত। জসীমউদ্দীনের 'আসমানী' তার একটি স্মরণীয় উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও প্রয়োজন অনুযায়ী ইংরেজি, ফারসি, আরবি, সংস্কৃত ও গ্রাম্য ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। 'আয়না', 'দোকান', 'আতর', 'আদায়', 'আন্দাজ', 'আমদানি', 'রফতানি' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও দেখায়, বাংলা ভাষার শক্তি তার গ্রহণক্ষমতায়।

'মা', 'আম্মা', 'আব্বা', 'বাবা' বিভিন্ন অঞ্চলে, পরিবারে ও সামাজিক পরিসরে ব্যবহৃত হয়। একটি শিশুর মুখে 'মা' যেমন স্বাভাবিক, অন্য শিশুর মুখে 'আম্মা'ও তেমনই স্বাভাবিক। অবশ্য পাঠ্যপুস্তকের ভাষা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। কোন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য কোন শব্দ সহজবোধ্য, কোথায় প্রমি রূপ প্রয়োজন, কোথায় আঞ্চলিক শব্দ গ্রহণযোগ্য, তা নি শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিদদের যুক্তিসংগত মতবিনিময় জরুরি। কোন শব্দকে শুধুমাত্র তার উৎস বা কোনও সম্প্রদায়ের ব্যবহারে সঙ্গে যুক্ত করে অশুদ্ধ বা বিকৃত বলে দাগিয়ে দেওয়া ভাষাশিক্ষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। উত্তরবঙ্গ থেকে সুন্দরবন, র থেকে বরেন্দ্র, নদিয়া থেকে মেদিনীপুর, বাংলার কথ্যভাষ শব্দ, উচ্চারণ ও বাক্য গঠনের বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈচি লোকসাহিত্য, লোকসংগীত, প্রবাদ-প্রবচন ও মানুষের মুখে ভাষায় সামাজিক ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান ধরে রেখেছে।

শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত সংকট নিয়েও তাই মনোযোগী হও দরকার। স্কুলে পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন কি না, শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনী পরিকাঠামো পাচ্ছে কি না, গবেষণার মান কতটা উন্নত হচ্ছে স্কুলছুট রোধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যোগ্য চাকরিপ্রার্থীদে সমস্যার সমাধান কী- এসব প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। সেই জায়গায় 'জল পানি' বা 'আকাশ-আসমান'-এর মতো শব্দগত পার্থক্যকে শি ব্যবস্থার মূল সংকট হিসেবে তুলে ধরলে প্রকৃত সমস্যাগু আড়াল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতে পারে, মতাদর্শগত বিরোধও স্বাভাবিক। কিন্তু ভাষা ও সংস্কৃতি 'আমাদের' এবং 'ওদের' ভাগে দেখলে সমাজে বিভাজন বাড়ে বাংলা বহু মানুষের জীবন, শ্রম, ভালোবাসা, দুঃখ ও সংগ্রামে মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। তার সৌন্দর্য তার বৈচিত্র্যে।

(লেখক সাংবাদিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা)

প্রতীকী।

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫২

পাশাপাশি : ১। ক্ষণস্থায়ী আলোকচ্ছটা ৩। কাদ মতো নরম ৪। প্রত্যাশার বিবৃতরূপ ৫। খুব তাড়াতা ৭। গাছের ডাল, পাতলা কাঠ ইত্যাদি হঠাৎ ভাঙ শব্দ ১০। মরুভূমির আরেক নাম ১২। নাকে পরব গয়না ১৪। পূর্ব এশিয়ার একটি উন্নত দেশ ১৫। বনে অধিষ্ঠাত্রী দেবী বা বনদেবীর আরেক নাম ১৬। সরল চিরজাতীয় গাছের নির্যাসে তৈরি তেল।

উপর-নীচ : ১। অবশতার ভাব ২। কয়েতবেল তার গাছ ৩। বহুজনের ষড়যন্ত্র বা কুমন্ত্রণা ৬। চার মূলদিকের একটি ৮। চাঁদামাছ ৯। আজেবাজে ব ১১। খেলার তাসের রংবিশেষ ১৩। ভিড়, সাধার মানুষ, বহু জনের সমাবেশ।

সমাধান ■ ৪৫৫১

পাশাপাশি : ২। গন্ধমৃগ ৫। জোগাড় ৬। হালহদি ৮। ধামা ৯। নর ১১। তারকনাথ ১৩। সাজ ১৪। নাকসাট।

উপর-নীচ : ১। মিজোরাম ২। গড় ৩। মৃণা ৪। পলাশ ৬। জামা ৭। হন্দর ৮। ধার্মিক ৯। ন ১০। উপশম ১১। তালিকা ১২। নাজুক ১৩। সাট

ইপিএফে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ২৫০০০

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : উৎসবের মরশুম শুরুর আগে বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের জন্য বড় সুখবর শোনাল কেন্দ্রীয় সরকার। এবার ইপিএফে মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বেড়ে হল ২৫ হাজার টাকা। আগে এই অঙ্ক ছিল ১৫ হাজার টাকা। দীর্ঘ ১২ বছর পর মাসিক আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার।

বেসরকারি কর্মী এবং শ্রমিকদের জন্য চালু করা এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ইপিএফ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনস্থ এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও) নিয়ন্ত্রণ করে। বুধবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানোর প্রস্তাবকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে আরও ৫১ লক্ষ কর্মী ইপিএফের আওতায় আসবেন। ফলে তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হবে। বর্তমানে ইপিএফ গ্রাহকের সংখ্যা ৭.৯৮ কোটি এবং পেনশন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন প্রায় ৮২ লক্ষ কর্মী ও শ্রমিক।

কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে গত কয়েক বছর বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। তাই সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ইপিএফ খাতে সরকারের খরচ হচ্ছে প্রায় ১০২৫০ কোটি টাকা। আয়ের সীমা বাড়ায় খরচ বেড়ে দাঁড়াবে ১১৩৩৯ কোটি টাকা।

মোদির সৌজন্যে জমি পেলেন বন্ধু

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর : স্কুলজীবনের পুরোনো বন্ধুর হস্তক্ষেপে কাটল ১৫ বছরের জমি বিবাদ! মুম্বইয়ের ভাইন্দরে বৃদ্ধ আসগর আলি বোহরার জমি ২০১১ সালে জবরদখল করেন স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক নরেন্দ্র মেহতা। প্রশাসনের দরজায় ঘুরে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হয়েছিলেন ৮১ বছরের আসগর। বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে আশ্বাস মিলতেই নড়েচড়ে বসে মহারাষ্ট্র প্রশাসন। বৈঠক ডেকে পুরসভা ও নগরোন্নয়ন দপ্তরকে চিঠি দিয়ে বিধায়ক নিজের দাবি প্রত্যাহার করেন। মোদির হস্তক্ষেপে আইনি লড়াই শেষে নিজের জমি ফিরে পেলেন তাঁর পুরোনো বন্ধু।

যুদ্ধ থামান, ট্রাম্পকে বার্তা

ওয়াশিংটন, ১৬ সেপ্টেম্বর : হয় ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবিলম্বে থামান, আর নয়তো যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সুস্পষ্ট অনুমতি নিন! মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবার সরাসরি এমনই চরম বার্তা দিল হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভস। দেশে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনের ঠিক আগে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত হাউসে এই প্রস্তাব পাশ হওয়াটা ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে রীতিমতো বড়সড় রাজনৈতিক ধাক্কা। মঙ্গলবার ২২০-২০৪ ভোটে এই প্রস্তাব পাশ হয়। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ডেমোক্র্যাটদের আনা এই প্রস্তাবে সায় দিয়ে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন তাঁর নিজের দলেরই সাত জন রিপাবলিকান সদস্য।

না খেটেও ৭০ হাজার বেতন!

বেঙ্গালুরু, ১৬ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালে ডিউটি না দিয়েও মাসে মাসে ৭০ হাজার টাকা বেতন! কর্নাটকের নাম্মা ক্লিনিক-এর সরকারি চিকিৎসক অঙ্কিতা ইয়ারাগালের এই কীর্তিতে শোরগোল পড়েছে। তদন্তে জানা যায়, গত মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব এড়িয়ে একটি বেসরকারি কলেজে স্নাতকোত্তর করছিলেন স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়কের ভাইঝি অঙ্কিতা। এই অভিযোগে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। কাজে ফাঁকি দেওয়া সময়ের পুরো বেতন তাঁর কাছ থেকে ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর।

লন্ডনে বিজয়ের অনুষ্ঠান বাতিল!

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বর্তমানে লন্ডনে রয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় থালাপতি। দ্য শার্ড-এ একটি অনুষ্ঠানে তাঁর আসার খবর ছড়াতেই বিপুল সংখ্যক অনুগামী সেখানে ভিড় জমান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খায় লন্ডন পুলিশ। হুড়োহুড়ি ও নিরাপত্তার ঝুঁকির আশঙ্কায় শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানটি বাতিল করা হয়।

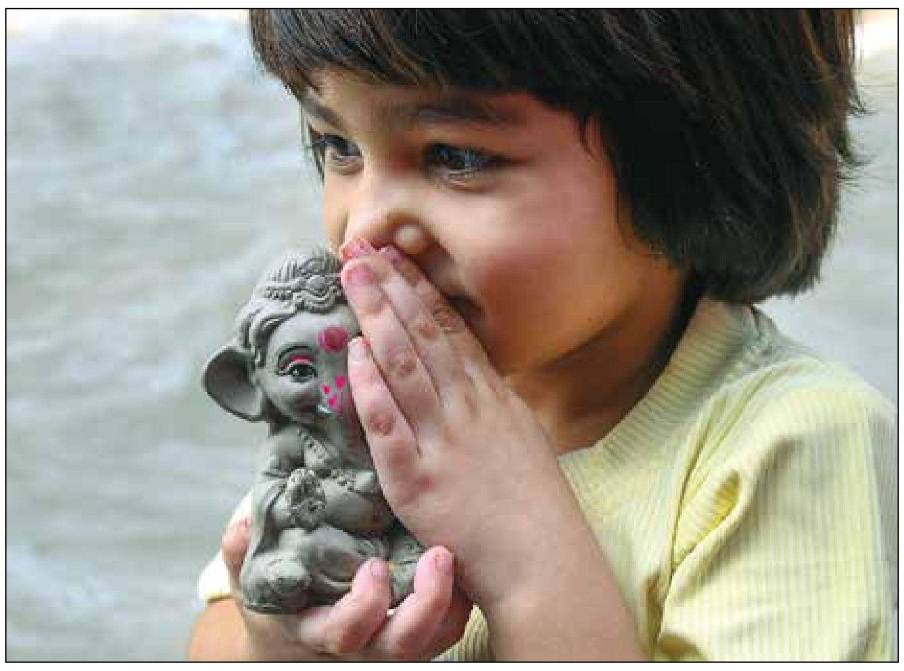

আদরের ভগবান... বুধবার দেরাদুনে।

রুশ তেল ক্রয়ে ১০০ শতাংশ শুল্ক-কাঁটা

ওয়াশিংটন, ১৬ সেপ্টেম্বর : রাশিয়া থেকে তেল কেনার মাশুল হিসাবে ভারতের ওপর সর্বোচ্চ ১০০ শতাংশ শুল্ক বসাতে পারে আমেরিকা। এই সংক্রান্ত একটি কড়া নিষেধাজ্ঞা বিল মার্কিন কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ 'হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস'-এ পেশ হওয়ার পর আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। রুশ তেলের গ্রাহকদের শিক্ষা দিতে নয়া বিল এনেছে আমেরিকা। মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সেনেটে পাস হয়েছিল আগেই। এ বার নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভসে বিলটি পাশ করানোর তোড়জোড় শুরু করল ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। এই বিল আইনে পরিণত হলে ভারত, চিন সহ পাঁচ দেশের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে পারবেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রতিনিধি সভায় 'লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ ২০২৬' নামের প্রস্তাবিত বিলটি ২১৪-২১১ ভোটে প্রাথমিক সায় পেয়েছে। এর আগে গত অগাস্টে মার্কিন সেনেটে ৮৬-১১ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পাশ হয়। প্রতিনিধি সভায় চূড়ান্ত ভোটাভুটির মাধ্যমে বিলটি পাশ হলে তা অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের টেবিলে যাবে। বিলটি আইনে রূপান্তরিত হলে রাশিয়া থেকে তেল ও গ্যাস কেনা দেশগুলির রপ্তানি পণ্যে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক বসানোর ক্ষমতা মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে চলে আসবে। এর ফলে ভারত ছাড়াও চিন, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশগুলি শুল্কের ঝুঁকিতে পড়তে চলেছে।

> মোদিজি, আপনার প্রিয় বন্ধু 'আবকি বার ট্রাম্প সরকার' নির্দেশ দিচ্ছে, আপনি আত্মসমর্পণ করছেন আর তার ফল ভুগছে ১৪০ কোটি ভারতীয়!
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

আমেরিকার এই কর্মকাণ্ড সামনে আসতেই নরেন্দ্র মোদি সরকারকে বাক্যবাণে বিঁধেছে কংগ্রেস। দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সুর চড়িয়ে বলেছেন, 'মোদিজি, আপনার প্রিয় বন্ধু 'আবকি বার ট্রাম্প সরকার' নির্দেশ দিচ্ছে, আপনি আত্মসমর্পণ করছেন আর তার ফল ভুগছে ১৪০ কোটি ভারতীয়! পণ্যে ১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্কের হুমকি প্রমাণ করে সরকারের বিদেশ ও বাণিজ্য নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ।' খাড়গে জানান, শুল্ক বাড়লে দেশের ওষুধ, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী, রাসায়নিক ও অটো যন্ত্রাংশ রপ্তানি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একই সুর শোনা গিয়েছে কংগ্রেসের মিডিয়া প্রধান পবন খেরার গলাতেও। সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'আমরা আমেরিকা ও চিনের সঙ্গে খেলছি না। আমরা নিজেরাই বল হয়ে গিয়েছি।'

মার্কিন বিলে মূলত রাশিয়ার বৃহত্তম তেল আমদানিকারক দেশগুলিকে নিশানা করা হয়েছে। তবে প্রতিনিধি সভায় পেশ করা সংশোধনীতে ভারতের নাম বিশেষভাবে জুড়ে দেওয়া হয়। অবশ্য বিলের এই অতিরিক্ত শুল্কের বিষয়ে খোদ মার্কিন আইনপ্রণেতাদের মধ্যেই চরম দ্বিমত রয়েছে। ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান গ্রেগরি মিক্সের অভিযোগ, এই বিল প্রেসিডেন্টকে অবাধ শুল্ক বসানোর অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা দেবে। অন্যদিকে নয়াদিল্লির স্পষ্ট বক্তব্য, দেশের শক্তি নিরাপত্তা বজায় রাখতে এবং নিজস্ব প্রয়োজনেই বাজার দর মেনে রাশিয়া থেকে তেল কেনা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতেও হবে।

জঙ্গলে মাও-দমনে দায়িত্বে 'লেডি বস'

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা দুর্ধর্ষ মাওবাদী বা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ছক কষতে এবার কোমর বাঁধছেন এক 'লেডি বস'! দেশের সবচেয়ে এলিট ও ঘাতক জঙ্গল-ওয়ারফেয়ার ফোর্স, সিআরপিএফ-এর 'কোবরা' ইউনিটের প্রথম মহিলা ইনস্পেকটর জেনারেল (আইজি) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন প্রবীণ আইপিএস অফিসার সংযুক্তা পরাশর।

২০০৬ ব্যাচের অসম-মেঘালয় ক্যাডারের এই দুঁদে আইপিএস অফিসার উত্তর-পূর্বে জঙ্গি দমনে তাঁর সাহসিকতার জন্য 'অসমের আয়রন লেডি' নামেই বেশি পরিচিত। গত সপ্তাহেই সিআরপিএফ সদর দপ্তর থেকে তাঁর নিয়োগের নির্দেশিকা জারি করা হয়। এর আগে এই পদে ছিলেন দানেশ রানা। সম্প্রতি মণিপুরের হিংসা ঠেকাতেও কোবরা বাহিনীর দুটি ইউনিটকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

কোবরা বা 'কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন' তৈরিই হয়েছিল গভীর জঙ্গলে হাই-রিস্ক মিশন, অতর্কিত হামলা (অ্যামবুশ) এবং গেরিলা যুদ্ধের জন্য। ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওড়িশার মতো মাওবাদী উপদ্রুত এলাকায় এই কমান্ডোরাই মাও-দমনের আসল কারিগর। ২০০৮ সালে প্রথম পোস্টিংয়ের সময় থেকেই সংযুক্তা অসমের দুর্গম এলাকায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সরাসরি মাঠে নেমে কাজ করেছেন। সেই সময় কাঁধে একে-

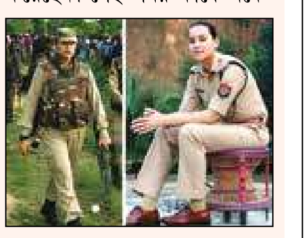

৪৭ নিয়ে তাঁর জঙ্গল অভিযানের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। শুধু মাঠের লড়াইয়েই নয়, পড়াশোনাতেও তিনি সমান তুখোড়। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) থেকে আমেরিকার বিদেশনীতি নিয়ে এমফিল এবং পিএইচডি করেছেন তিনি। এনআইএ-র ডিআইজি হিসেবেও কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

সেন্সর বোর্ডে মনোনীত প্রসেনজিৎ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সর্বভারতীয় স্তরে বড় দায়িত্ব পেলেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পুনর্গঠিত 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন' -এর সদস্য হিসেবে মনোনীত হয়েছেন তিনি। সেন্সর বোর্ডের নতুন কমিটিতে থেকে এবার দেশজুড়ে চলচ্চিত্র ছাড়পত্রের দায়িত্ব সামলাবেন বাংলা ইন্ডাস্ট্রির 'বুম্বাদা'। চার দশকের দীর্ঘ কেরিয়ারে সাড়ে তিনশোরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বাংলা সিনেমাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। নবগঠিত ১৮ সদস্যের বিশেষ কমিটি আগামী তিন বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। প্রসেনজিৎ ছাড়াও কমিটিতে স্থান পেয়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠী, প্রীতি জিন্টা, সুনীল শেট্টি, রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়, পল্লবী যোশী, পরিচালক প্রিয়দর্শন ও সঙ্গীতশিল্পী রিকি কেজের মতো জাতীয় তারকা ও গুণীজনেরা।

হুথিদের ড্রোন হামলার কড়া নিন্দা ভারতের

মক্কার নিরাপত্তায় উদ্বেগ

রিয়াধ ও নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ইয়েমেনের হুথি জঙ্গিদের আগ্রাসনের জেরে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা নতুন মোড় নিয়েছে। ইসলাম ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র শহর মক্কা লক্ষ্য করে হুথিদের ড্রোন হামলার পর সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে সৌদি আরব। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সৌদি সেনার আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মক্কার কাছে একটি ড্রোন ধ্বংস করলেও, এই ঘটনা গোটা মুসলিম বিশ্বে তীব্র ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। হামলার কড়া নিন্দা করেছে ভারত। বুধবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক বিবৃতিতে বলেন, 'মক্কার কাছে এধরনের ড্রোন হামলায় আমরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মুসলিমের কাছে এই পবিত্র শহরের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। ঘটনাটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর।' সম্প্রতি হুথিরা লোহিত সাগর উপকূলের বড় অংশ এবং বাব এল-মানদেব প্রণালী দখল করে নেওয়ায় রিয়াধের জ্বালানি ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হয়েছে।

সৌদি আরব, পাকিস্তান ও তুরস্কের মধ্যে সদ্য স্বাক্ষরিত 'মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি'-ও পরীক্ষার মুখে পড়েছে। এই চুক্তিতে যৌথ নিরাপত্তার কথা বলা হলেও, ইসলামাবাদ এখনও সরাসরি হুথি বিরোধী সামরিক অভিযানে অংশ নিতে রাজি হয়নি। পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক সৌদির ওপর হুথিদের হামলাকে 'কাল্পনিক পরিস্থিতি' হিসেবে উল্লেখ করেছে। পাক অর্থনীতি ও জ্বালানি পথ রক্ষার স্বার্থে ইরান সমর্থিত হুথিদের সঙ্গে এখনই বিরোধে যেতে চাইছে না ইসলামাবাদ।

- ড্রোন হামলা ব্যর্থ হলেও মক্কায় জারি সর্বোচ্চ সতর্কতা
- হামলা ঠেকাতে ইজরায়েলি সহায়তা নেওয়ার চেষ্টায় সৌদি আরব
- সৌদি সামরিক জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি জানিয়েছেন, দুই পবিত্র মসজিদ ও হজযাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও আপস করা হবে না
- চুক্তি সত্ত্বেও সেনা পাঠাতে অনীহা পাকিস্তানের
- মক্কায় হামলার দাবি অস্বীকার হুথিদের

তবে তীব্র সমালোচনার মুখে পাক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খাজা আসিফ বলেছেন, 'সৌদি আরবে কোনও হামলা হলে চুক্তি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া জানাতে আমরা বাধ্য।' অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ মক্কায় সম্ভাব্য হামলার কঠোর নিন্দা করে বলেন, 'সৌদি আরবের সার্বভৌমত্ব ও মক্কার পবিত্রতা রক্ষায় পাকিস্তান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।' একধাপ এগিয়ে সৌদি জোটের মুখপাত্র তুর্কি আল-মালিকি বলেন, 'মক্কা আর মদিনায় অবস্থিত দুই পবিত্র মসজিদ এবং হজযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষা করা সৌদি আরবের কাছে একটি 'রেড লাইন', এ নিয়ে কোনও আপস করা হবে না।'

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, হুথি হামলা ঠেকাতে রিয়াধ মুসলিম বন্ধু দেশগুলির সাহায্য না পেয়ে আমেরিকার মধ্যস্থতায় ইজরায়েলের গোয়েন্দা সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছে। হুথিদের সামরিক মুখপাত্র ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইয়াহিয়া সারি দাবি করেছেন, 'মক্কা লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অপপ্রচার, আমাদের লক্ষ্য সৌদির সামরিক ও তেল পরিকাঠামো।' পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওই এলাকায় আমেরিকাও তাদের সামরিক প্রস্তুতি জোরদার করেছে।

ডিজিটাল যুগেও নগদ

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক প্রসারের মধ্যেও দেশে নগদের ব্যবহার একটুও কমেনি। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে বাজারে প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ কোটি বা ১৭৬ বিলিয়ন ব্যাঙ্কনোট ঘুরছে। প্রতি বছর নতুন করে ২৮ থেকে ৩০ বিলিয়ন নোট ছাপা হয়। পাশাপাশি, প্রায় ২১ বিলিয়ন পুরনো বা ছেঁড়া নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়।

যাতায়াতে কড়া চিন

বেজিং, ১৬ সেপ্টেম্বর : দেশ ছাড়া বা দেশে প্রবেশের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরও কড়া করল চিন প্রশাসন। নতুন কার্যকর হওয়া নিয়ম অনুযায়ী, জাতীয় নিরাপত্তা, দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া বা অন্য কোনও ঝুঁকির কারণ দর্শিয়ে নাগরিকদের যাতায়াতের ওপর এবার থেকে কড়া বিধিনিষেধ চাপাতে পারবে বেজিং। জাতীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই সরকারের এই বিশেষ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে।

হিমালয়ের জলের দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভারতের মোট জিডিপি বা জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশেরও বেশি নির্ভর করে হিমালয়ের জলের ওপর। অথচ এই পার্বত্য অঞ্চলটি তার মাত্র ৫ শতাংশ লাভ পায়। সিস্টেমিক-এর নতুন রিপোর্টে এই তথ্য মিলেছে। রিপোর্টে দাবি, সমতলের ইটভাটা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ার জেরেই হিমালয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হিমবাহ দ্রুত গলে যাচ্ছে, যা যথেষ্ট উদ্বেগের।

এআই নিয়ে জট

ওয়াশিংটন, ১৬ সেপ্টেম্বর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ন্ত্রণের আইন নিয়ে আমেরিকায় রাজনৈতিক জট আরও তীব্র হয়েছে। এআই-এর বিপদ রুখতে দেশজুড়ে কড়া সরকারি সুরক্ষাকবচের দাবি উঠলেও, তা মানতে নারাজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এআই-এর ঝুঁকি সংক্রান্ত সমস্ত সতর্কবার্তাকে স্রেফ 'ধাপ্পাবাজি' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। ফলে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশাসন ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ছে।

চিলিমে টানেল থেকে আরও একটি দেহ উদ্ধার নেপাল সেনাদের। বুধবার রসুওয়াতে।

ভারতীয় তরীতে পাক জাহাজের জোর ধাক্কা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : উত্তর আরব সাগরের আন্তর্জাতিক জলসীমায় নিয়মিত টহলদারির সময়ে ভারতীয় নৌসেনার রণতরিকে দ্রুতগতিতে এসে বিপজ্জনকভাবে ধাক্কা মারল পাকিস্তানের একটি যুদ্ধজাহাজ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঘটে যাওয়া এই সামুদ্রিক সংঘাতের ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করে দিল্লিতে নিযুক্ত পাকিস্তানের শীর্ষ কূটনীতিককে তলব করে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক।

নৌসেনা সূত্রে খবর, এই ধাক্কার ফলে ভারতীয় রণতরির বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হলেও পাকিস্তানি জাহাজটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সেটি করাচি বন্দরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ঘটনার পরদিন, বুধবার দিল্লির সাউথ ব্লকে পাকিস্তানের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স সাদ আহমদ ওয়ারিচকে তলব করে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। একইসঙ্গে ইসলামাবাদে নিযুক্ত ভারতীয় প্রতিনিধির মারফত পাক বিদেশমন্ত্রকের কাছে একটি লিখিত প্রতিবাদপত্র হস্তান্তর করা হয়েছে।

পাক নৌবাহিনীর এই কর্মকাণ্ডকে 'অগ্রহণযোগ্য ও অপেশাদার আচরণ' বলে কড়া ভাষায় নিন্দা জানিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, 'উত্তর আরব সাগরে পাক যুদ্ধজাহাজের এমন ভূমিকা ১৯৯১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সামরিক মহড়া ও নৌ-চলাচল সংক্রান্ত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ১০ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রত্যক্ষ লঙ্ঘন।' আন্তর্জাতিক জলসীমায় সমুদ্র সুরক্ষার সর্বজনীন নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলার জন্য পাক সামরিক বিভাগকে কড়া বার্তা দিয়েছে দিল্লি। এর আগে ২০১১ সালেও উত্তর আরব সাগরে পাক যুদ্ধজাহাজ 'বাবর' এবং ভারতীয় রণতরি 'গোদাবরী'র মধ্যে প্রায় একই ধরনের সংঘাতের ঘটনা ঘটেছিল।

১৩ বছর পর ১০ মাওবাদীকে মৃত্যুদণ্ড

জগদলপুর, ১৬ সেপ্টেম্বর : ২০১৩ সালের ছত্তিশগড়ের ঝিরম ঘাঁটিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর প্রাণঘাতী মাওবাদী হামলার মামলায় ১০ জন আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) বিশেষ আদালত। দীর্ঘ ১৩ বছরের বিচারপ্রক্রিয়া শেষে বুধবার এই ঐতিহাসিক সাজা শোনান বিচারক।

২০১৩ সালের ২৫ মে বস্তার জেলায় পরিবর্তন যাত্রা সেরে ফেরার পথে কংগ্রেসের কনভয়ে হামলা চালায় দেড় শতাধিক সশস্ত্র মাওবাদী। ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পথ আটকে প্রায় দু'ঘণ্টা পাহাড় থেকে গ্রেনেড ও এলোপাতাড়ি গুলি বর্ষণ করা

হয়। এই হামলায় তৎকালীন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নন্দকুমার প্যাটেল, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্ল, সলওয়া জুডুমের প্রতিষ্ঠাতা মহেন্দ্র কর্মা এবং প্রাক্তন বিধায়ক উদয় মুদলিয়ার সহ অন্তত ২৭ জন প্রাণ হারান। ওই হামলায় রাজ্যের শীর্ষ কংগ্রেস নেতৃত্ব কার্যত

২৭ কং নেতা খুন

মুছে গিয়েছিল।

মামলায় ১০১ জন সাক্ষীর বয়ান পরীক্ষার পর বিচারক অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র ও খুনের ধারায় দোষীদের সর্বোচ্চ সাজা দেন। মৃত্যুদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ৮০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। দণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্যে দু'জন মহিলাও রয়েছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে ২৮ জন এখনও পলাতক এবং একজনের বিচার চলাকালীন মৃত্যু হয়েছে।

রায় প্রকাশের পরেই রাজনৈতিক বিতর্ক তীব্র হয়েছে। তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেন, 'রাজ্য সরকারের বিশেষ তদন্তকারী দলকে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে দিলে এই ষড়যন্ত্রের পিছনের মুখগুলিকে চিহ্নিত করা যেত।' পালটা সোচ্চার হয়ে বিজেপির প্রাক্তন সহ-সভাপতি রমন সিং বলেন, 'তিনি কেবল এই ইস্যু নিয়ে রাজনীতি করতে চান।'

ভারত ফেরত আমলাদের ওপর নজরদারি ঢাকার

ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর : আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর থেকেই ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কে যে একটা অদৃশ্য ফাটল ধরেছে, তা এবার আরও স্পষ্ট হতে শুরু করল। ভারতের সঙ্গে আগে হওয়া অন্তত ১০১টি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নতুন করে খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকার বর্তমান বিএনপি সরকার। শুধু তাই-ই নয়, গত এক দশকে যে সমস্ত বাংলাদেশি আমলা ভারতে এসে প্রশিক্ষণ নিয়ে গিয়েছেন, তাঁদের ওপরও কড়া নজরদারি চালানোর খবর মিলছে।

ঢাকায় বাংলাদেশের শাসকদল বিএনপি-র চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি জানিয়েছেন, পূর্বতন হাসিনা সরকারের আমলে ভারতের সঙ্গে হওয়া পরিকাঠামো সহ ১০১টি সমঝোতাপত্র (মউ) 'রিভিউ' করা হচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠকে সরাসরি ভারতের নাম না করেই তিনি অভিযোগ করেন, হাসিনা সরকার একটি নির্দিষ্ট 'বন্ধু রাষ্ট্রের' স্বার্থ দেখতে গিয়ে দেশের জাতীয় সুরক্ষার সঙ্গে আপস করেছে। তিনি দাবি করেন, চট্টগ্রাম বন্দরে বাংলাদেশের জাহাজের আগে সেই 'বন্ধু রাষ্ট্রের' জাহাজকে ঢোকার অগ্রাধিকার দেওয়া হত। এমনকি ২০১৫ সালের চুক্তির ফলে ভারতীয় পণ্যবাহী গাড়িগুলি বাংলাদেশের রাস্তা ব্যবহার করলেও তাদের কোনও মাশুল দিতে হত না।

এর আগে বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরও বলেছিলেন, ভারতের প্রতি বাংলাদেশের যে অন্ধ মোহ ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

হাসিনার ফেরা ঠেকাতেই স্থানীয় ভোট বলে চর্চা

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশের বিজয় দিবসের ঠিক আগে, ১৪ ডিসেম্বর দেশে ফিরতে মরিয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ক্ষমতা হারালেও এখনও আওয়ামী লিগের সভাপতি পদে রয়েছেন তিনি। দলীয় সূত্রে খবর, ১৯৭১-এ পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনার ঐতিহাসিক জয়কে সামনে রেখে তাঁর 'তৃতীয় প্রত্যাবর্তন'-এর পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে কৌশল ঠিক করতে আগামী শুক্রবার দিল্লিতে দলীয় নেতৃত্বের বৈঠক ডেকেছেন তিনি। অন্যদিকে, ডিসেম্বরেই বাংলাদেশে সাত দফায় ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচন আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারেক রহমানের সরকার। নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত এই ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে, যার মধ্যে ১৩ ও ৩০ ডিসেম্বর দুটি দফায় ভোট অনুষ্ঠিত হবে।

আওয়ামী লিগ এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ১৪ ডিসেম্বর শেখ হাসিনার দেশে ফেরার সম্ভাব্য রাজনৈতিক চাপ ও জমায়েত সামাল দিতেই এই নির্বাচনকে পালটা চাল হিসাবে ব্যবহার করছে বিএনপি সরকার। নির্বাচনকে সামনে রেখে হাসিনার অনুগামীদের রাজপথে নামা আটকানোর ছক কষা হয়েছে। ইউপি নির্বাচন দলীয় প্রতীকে হয় না, তাই সমর্থক হিসেবে এতে অংশ নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিএনপি নেতারা স্থানীয় স্তরে আওয়ামী লিগ নেতাদের অংশগ্রহণ ঠেকানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

লক্ষ্যভেদ

'লক্ষ্যভেদ'-এর নতুন সংখ্যায় আপনাকে স্বাগত! শুধু বিনোদন নয়, গেম ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্টে কীভাবে লাভজনক কেরিয়ার গড়বেন, রইল তার সুলুকসন্ধান। পাশাপাশি থাকছে বিশ্বায়নের যুগে বিদেশি ভাষা শিখে নতুন পেশার সুযোগের খবর। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকার মূল মন্ত্র 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি' এবং আপনাদের কেরিয়ার জিজ্ঞাসা নিয়ে থাকছে এক্সপার্ট কর্নার।

স্কিল অফ দ্য উইক

কর্মক্ষেত্রে সঠিক লিডারশিপের গুরুত্ব

অনেকেরই ধারণা, লিডারশিপ বা নেতৃত্বদানের ক্ষমতা শুধু কোম্পানির সিইও, ম্যানেজার বা দলের অধিনায়কদেরই থাকতে হয়। সাধারণ কর্মীর জন্য এই স্কিলটি নাকি খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। আধুনিক কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টে এই ধারণাটি সম্পূর্ণ অচল। লিডারশিপ কোনো পদ বা টাইটেল নয়, এটি হলো এক ধরনের দায়িত্বশীল মানসিকতা। আপনি টিমের সবচেয়ে জুনিয়র সদস্য হয়েও নিজের কাজের ক্ষেত্রে অসামান্য লিডারশিপ দেখাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে অন্যের ওপর দোষ না চাপিয়ে বা বসের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা না করে, নিজে থেকে

এগিয়ে গিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করার মানসিকতাকেই লিডারশিপ বলা হয়। যাঁরা নিজের কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বা 'ওনারশিপ' নিতে পারেন, ম্যানেজমেন্ট সবসময় তাঁদেরই ওপর ভরসা করে।

একজন ভালো লিডারের সবচেয়ে বড় গুণ হলো 'এম্প্যাথি' বা সহমর্মিতা। নিজের টিমের সদস্যদের সুবিধা-অসুবিধা বোঝা, কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং সাফল্যের কৃতিত্ব সকলের মধ্যে ভাগ করে নেওয়াই প্রকৃত লিডারশিপের লক্ষণ। যখন কোনো প্রজেক্ট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার চাপ থাকে, তখন মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আপনার লিডারশিপ স্কিলকে প্রমাণ করে। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য নিজের কাজের প্রতি সৎ থাকা, অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। চাকরির ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে প্রমোশনের সময় পর্যন্ত, আপনার এই নেতৃত্বদানের ক্ষমতাই আপনাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।

গেম ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট: গেমিং দুনিয়ায় কেরিয়ারের হাতছানি

ভিডিও গেম খেলা বা মোবাইল গেমিং একসময় শুধুমাত্র ছাত্রছাত্রী বা তরুণ প্রজন্মের অবসর বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেই পরিচিত ছিল। অনেকেই মনে করতেন যে সারাদিন গেম খেলা মানেই সময় নষ্ট। কিন্তু প্রযুক্তির অবিশ্বাস্য অগ্রগতি এবং ইন্টারনেটের সহজলভ্যতার কারণে সেই বিনোদন আজ একটি মাল্টি-বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক কর্পোরেট শিল্পে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে ফিল্ম বা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সম্মিলিত আয়ের চেয়েও গেমিং ইন্ডাস্ট্রির আয় অনেক বেশি। ভারতেও ই-স্পোর্টস (E-sports) এবং মোবাইল গেমিংয়ের বাজার গত কয়েক বছরে রকেটের গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই বিশাল চাহিদা মেটানোর জন্যই প্রয়োজন হচ্ছে হাজার হাজার দক্ষ গেম ডিজাইনার, ডেভেলপার, অ্যানিমেটর এবং সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারের। যাঁরা ভিডিও গেম খেলতে ভালোবাসেন এবং প্রযুক্তির পাশাপাশি সৃজনশীল কাজে পারদর্শী, তাঁদের জন্য গেম ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট এক অত্যন্ত আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর এবং উচ্চ বেতনের কেরিয়ারের দরজা খুলে দিচ্ছে। একটি ভিডিও গেম তৈরি করা কোনো একজন মানুষের কাজ নয়, এটি একটি জটিল এবং সুশৃঙ্খল দলগত প্রচেষ্টা। গেমিং ইন্ডাস্ট্রিতে মূলত বেশ কয়েকটি ভিন্ন ধরনের কাজের ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমটি হলো গেম ডিজাইন। একজন গেম ডিজাইনার মূলত গেমের গল্প, নিয়মাবলি, লেভেল এবং চরিত্রগুলোর প্রাথমিক কাঠামো তৈরি করেন। এর জন্য খুব ভালো কল্পনাশক্তি এবং স্টোরিটেলিংয়ের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। দ্বিতীয়টি হলো গেম আর্ট ও অ্যানিমেশন, যেখানে শিল্পীরা গেমের চরিত্র, ব্যাকগ্রাউন্ড এবং থ্রিডি মডেলগুলো তৈরি করেন। তৃতীয় এবং সবচেয়ে প্রযুক্তিগত দিকটি হলো গেম প্রোগ্রামিং বা ডেভেলপমেন্ট। ডেভেলপাররা সি প্লাস প্লাস (C++), সি শার্প (C#) বা পাইথনের মতো কোডিং ভাষার সাহায্যে গেম ইঞ্জিন ব্যবহার করে গেমটিকে জীবন্ত করে তোলেন।

প্রয়োজনীয় কোর্স ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

গেম ডেভেলপমেন্টে কেরিয়ার গড়তে গেলে প্রথাগত শিক্ষাগত যোগ্যতার নির্দিষ্ট কিছু পথ রয়েছে। প্রোগ্রামিং বা ডেভেলপমেন্টের দিকে যেতে চাইলে উচ্চমাধ্যমিকের পর বিসিএ, বি.এসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অথবা বি.টেক করে গেমিংয়ের ওপর স্পেশালাইজেশন করাটা সবচেয়ে নিরাপদ। অন্যদিকে ডিজাইনিং বা অ্যানিমেশনের দিকে আগ্রহ থাকলে ব্যাচেলর অফ ফাইন আর্টস (BFA), বি.এসসি ইন অ্যানিমেশন অ্যান্ড মাল্টিমিডিয়া অথবা গেমিং ডিজাইনের ওপর তিন বা চার বছরের ডিগ্রি কোর্স করা যায়। আগামী দিনে ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি (VR) এবং অগমেন্টেড রিয়্যালিটি (AR) প্রযুক্তির সাহায্যে গেমিংয়ের অভিজ্ঞতা আরও বেশি বাস্তবসম্মত হতে চলেছে। মেটাভার্স (Metaverse)-এর মতো নতুন ধারণাগুলো গেমিং ইন্ডাস্ট্রির পরিধিকে কল্পনার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাঁরা নিজেদের স্কিল আপডেট রাখতে পারবেন, তাঁদের জন্য এই পেশায় উন্নতির কোনো সীমা নেই।

বিদেশি ভাষা: বিশ্বায়নের যুগে নতুন কেরিয়ার

বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব প্রায় মুছে গেছে। বহুজাতিক কর্পোরেট সংস্থাগুলো এখন আর কোনো নির্দিষ্ট দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই। প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের সাহায্যে তারা গোটা বিশ্বেই নিজেদের ব্যবসা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই গ্লোবাল বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভাষার পার্থক্য। আর এই সমস্যার সমাধান করেই আন্তর্জাতিক চাকরির বাজারে এক বিশাল জায়গা করে নিচ্ছেন বিদেশি ভাষা বা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ বিশেষজ্ঞরা। শুধুমাত্র ইংরেজি জানাই এখন আর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের জন্য যথেষ্ট নয়। জাপানি, জার্মান, ফরাসি, স্প্যানিশ বা ম্যান্ডারিন (চৈনিক)-এর মতো ভাষাগুলো শিখলে দেশ এবং বিদেশ—উভয় জায়গাতেই অত্যন্ত আকর্ষণীয় বেতনের চাকরির দরজা খুলে যায়। যাঁরা নতুন সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী এবং ভাষাতত্ত্ব ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ একটি চমৎকার এবং বিকল্প প্রথাগত কেরিয়ার।

চাহিদা রয়েছে অনুবাদকের

বিদেশি ভাষা জানা থাকলে কাজের পরিধি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় হয়। সবচেয়ে বেশি চাহিদা রয়েছে অনুবাদক বা ট্রান্সলেটর এবং ইন্টারপ্রেটারদের। বহুজাতিক আইটি কোম্পানিগুলো, বিশেষ করে যারা ইউরোপ বা জাপানের ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করে, তাদের প্রতিনিয়ত এমন কর্মী প্রয়োজন হয় যাঁরা টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট অনুবাদ করতে পারেন। এছাড়াও অ্যামাজন, গুগল বা নেটফ্লিক্সের মতো কোম্পানিগুলোতে 'লোকালাইজেশন এক্সপার্ট' হিসেবে কাজের সুযোগ রয়েছে, যেখানে গ্লোবাল কন্টেন্টকে স্থানীয় ভাষার দর্শকদের জন্য উপযোগী করে তোলা হয়। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক, বিভিন্ন দেশের দূতাবাস, আন্তর্জাতিক অলাভজনক সংস্থা এবং আমদানি-রপ্তানি সংস্থাগুলোতে ল্যাঙ্গুয়েজ অফিসারদের প্রচুর চাহিদা।

ভ্রমণ শিল্পে ভাষার গুরুত্ব

আমাদের উত্তরবঙ্গের মতো আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে থাকা অঞ্চলে ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিলের গুরুত্ব অপরিসীম। দার্জিলিং, ডুয়ার্স বা কালিম্পংয়ে প্রতি বছর ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান বা স্পেন থেকে প্রচুর পর্যটক আসেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরা যদি এই ভাষাগুলোর মধ্যে যেকোনো একটিতে দক্ষতা অর্জন করেন, তবে তাঁরা অনায়াসেই আন্তর্জাতিক মানের ট্যুর গাইড বা ট্রাভেল কনসালট্যান্ট হিসেবে স্বাধীন এবং লাভজনক পেশা বেছে নিতে পারেন। বিদেশি ভাষা শেখার জন্য জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (JNU), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বা ইংলিশ অ্যান্ড ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউনিভার্সিটির (EFLU) মতো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি কোর্স করা যায়। এ ছাড়া গ্যেটে ইনস্টিটিউট, আলিয়ঁস ফ্রঁসেস বা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে ভাষা শিক্ষার নির্দিষ্ট লেভেলের সার্টিফিকেশন কোর্স করেও সরাসরি এই ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশ করা সম্ভব।

এক্সপার্ট কর্নার

সায়ন তালুকদার, জলপাইগুড়ি : আমি কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফি এবং ফটো-জার্নালিজম নিয়ে কেরিয়ার গড়তে চাই। এর জন্য প্রথাগত কী কী কোর্স রয়েছে?

উত্তর : সায়ন, ফটোগ্রাফি এখন আর শুধু শখ নয়, এটি একটি অত্যন্ত সম্মানজনক ও লাভজনক পেশা। উচ্চমাধ্যমিকের পর ভিজ্যুয়াল আর্টস বা ফটোগ্রাফিতে বি.এফ.এ (BFA in Photography) কোর্স করা যায়। এছাড়া মাস কমিউনিকেশন এবং জার্নালিজমে স্নাতক হয়ে ফটো-জার্নালিজমের ওপর স্পেশালাইজেশন বা ডিপ্লোমা করতে পারো। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইন (NID) বা বিভিন্ন নামী প্রাইভেট আর্ট কলেজ থেকে প্রফেশনাল ডিপ্লোমা করেও অ্যাডভার্টাইজিং, ওয়াইল্ডলাইফ, ফ্যাশন বা সংবাদমাধ্যমের জন্য কমার্শিয়াল ফটোগ্রাফার হিসেবে দারুণ কেরিয়ার গড়া সম্ভব।

নীলাঞ্জনা সরকার, মালদহ : মেরিন বায়োলজি (Marine Biology) বিষয়টি কী এবং ভারতে এটি পড়ে কাজের সুযোগ কেমন?

উত্তর : নীলাঞ্জনা, মেরিন বায়োলজি হলো সমুদ্রবিদ্যা এবং সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাসের পর মেরিন বায়োলজি, জুলজি বা ওশানোগ্রাফিতে বি.এসসি এবং পরে এম.এসসি করা যায়। কোর্স শেষে জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, সেন্ট্রাল মেরিন ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (CMFRI), বিভিন্ন পরিবেশ রক্ষাকারী এনজিও এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সংস্থাগুলোতে মেরিন বায়োলজিস্ট বা রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজের সুযোগ থাকে। যারা সমুদ্র এবং পরিবেশ ভালোবাসে, তাদের জন্য এটি দারুণ বিকল্প।

রোহিত বিশ্বাস, ইসলামপুর : আমি এ বছর উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পাস করেছি। আমি লাইব্রেরি সায়েন্স নিয়ে পড়তে চাই। এটি কি সম্ভব?

উত্তর : রোহিত, বিজ্ঞান শাখার ছাত্র হয়ে লাইব্রেরি সায়েন্স নিয়ে পড়তে কোনো বাধা নেই। যেকোনো বিষয়ে সাধারণ স্নাতক (B.A, B.Sc বা B.Com) হওয়ার পর এক বছরের ব্যাচেলর অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স (B.Lib.I.Sc) কোর্স করা যায়। দেশের প্রায় সমস্ত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স করানো হয়। এটি করার পর স্কুল, কলেজ, সরকারি গ্রন্থাগার, মিউজিয়াম এবং বিভিন্ন কর্পোরেট আর্কাইভে লাইব্রেরিয়ান বা ইনফরমেশন অফিসার হিসেবে কাজের প্রচুর সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ডিজিটাল লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্টের জ্ঞান থাকলে কাজের পরিধি আরও বেড়ে যায়।

আপনার মনেও কি কেরিয়ার নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? লিখে পাঠান আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৯০৬৪৮৪৯০৯৬) বা ইমেল করুন:

ubscareeroption@gmail.com

ছোট্ট তারা

ডিএভি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী শ্রীয়া নিয়োগী পড়াশোনার সঙ্গে নৃত্যচর্চায় পারদর্শী। এই ছাত্রীর প্রতিভা সকলের নজর কেড়েছে।

সামান্য বৃষ্টিতেই শিলিগুড়ির চাঁদমণি সংলগ্ন জাতীয় সড়কে জমছে জল। ফোর লেনের কাজের জন্য তৈরি হওয়া খানাখন্দে পড়ে ঘটছে দুর্ঘটনা। নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটিতেই এই বিপত্তি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি পরিদর্শনে দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন।

জলমগ্ন জাতীয় সড়কে শঙ্কা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমছে শিলিগুড়ির চাঁদমণি সংলগ্ন জাতীয় সড়কে। এর জেরে ওই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল। ফোর লেনের কাজের কারণে রাস্তার ওই অংশে বেশ কিছু খানাখন্দ রয়েছে। জমা জলের কারণে গর্তের গভীরতা বুঝতে না পেরে বাইক ও স্কুটার আরোহীরা দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। এমনকি চোট-আঘাত পাওয়ার ঘটনাও ঘটছে। নিকাশি ব্যবস্থার ত্রুটির কারণেই এই দুর্ভোগ বলে স্থানীয়রা অভিযোগ তুলেছেন।

রাস্তার একপাশের অংশে ফোর লেনের কাজের আওতায় নিকাশিনালা তৈরি করা হলেও, সেখানে রাস্তা থেকে জল ঠিকমতো নামতে পারছে না। যার জেরে রাস্তাতেই দীর্ঘক্ষণ জল জমে থাকছে। নিকাশিনালায় জল যাওয়ার পথে কোনও ত্রুটি রয়েছে কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক তথা রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'ওই অংশের জল নিকাশিনালায় কেন ঠিকমতো যাচ্ছে না, সে ব্যাপারে আমি ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলব। এই সমস্যা যাতে দ্রুত সমাধান করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

জাতীয় সড়কের ওই অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর একপাশে পরপর দুটি শপিং মল রয়েছে, যার মধ্যে একটির কাজ এখনও অর্ধসমাপ্ত। সংলগ্ন উপনগরী থেকে বেরোনো মানুষজন এই রাস্তা দিয়েই দার্জিলিং মোড়ে যাতায়াত করেন। পাশাপাশি দিনভর বড় গাড়ির চাপ তো রয়েছেই। বুধবার দেখা গেল, একটানা বৃষ্টির জেরে রাস্তার ওই অংশে বাইক ও স্কুটারের সাইলেন্সার পর্যন্ত জল উঠে যাচ্ছে। জমা জলের অংশ পেরিয়ে কোনওভাবে বাইক স্টার্ট করার চেষ্টা করছিলেন অজয় মল্লিক। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'জাতীয় সড়কের ওপর এভাবে জল জমে থাকলে, এর চেয়ে আশঙ্কাজনক আর কিছু হতে পারে না।' অজয়ের এই কথার প্রমাণও মিলল হাতেনাতে। জল পেরোতে গিয়ে গর্ত বুঝতে না পেরে স্ত্রীর সঙ্গে স্কুটার থেকে পড়ে যান মানস বিশ্বাস। স্ত্রীকে কোনও রকমে তুলে ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'এভাবে চলতে থাকলে তো বড় বিপদ নেমে আসবে।'

ওই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত যাতায়াত করেন সংলগ্ন শপিং মলের কর্মী বরুণ থাপা। তিনি বলেন, 'বৃষ্টি হলেই এই জায়গাটা আমাদের কাছে খুব চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সবসময় এই রাস্তা দিয়ে বড় গাড়ি যাতায়াত করে। জমা জল পেরোতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, তখন তার দায় কে নেবে?' অন্যদিকে, দুর্ঘটনা এড়াতে তৎপর হয়েছে পুলিশও। ট্রাফিক পুলিশের এক পদস্থ কর্তা জানান, যান চলাচলে যাতে কোনও ধরনের সমস্যা না হয়, সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।

মাটিগাড়া উপনগরীর কাছে জল থইথই জাতীয় সড়ক। বুধবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

- জাতীয় সড়কে সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে ব্যাহত হচ্ছে যান চলাচল
- নিকাশিনালার ত্রুটির কারণেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে থাকছে বলে অভিযোগ
- মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন
- দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক পুলিশের তরফেও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : আয়কর বকেয়া থাকায় নরেশ ভার্মা নামে শিলিগুড়ির এক ব্যবসায়ীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল আয়কর বিভাগ। বুধবার আয়কর বিভাগের শিলিগুড়ি শাখার একটি দল চম্পাসারির কদমতলা এলাকায় তাঁর একটি চারতলা বাড়িতে নোটিশ লাগিয়ে দেয়। আয়কর বিভাগের তরফে জানানো হয়েছে, ২০১১ সাল থেকে নরেশ ভার্মার প্রায় চার কোটি টাকার আয়কর বকেয়া রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের পরেও তা পরিশোধ না করায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ-বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘন ঘন বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার প্রতিবাদে বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির সামনে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। বুধবার সিপিএমের ৪ নম্বর এরিয়া কমিটির তরফে মিলনপল্লির বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির অফিসের সামনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এদিন অফিসের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এ ব্যাপারে একটি স্মারকলিপিও জমা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী।

উদ্ধার কিশোর

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জ থেকে ট্রেনে চেপে শিলিগুড়িতে চলে আসা এক কিশোরকে উদ্ধার করল পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাল্মীকি এলাকায় ওই কিশোরকে ঘোরাঘুরি করতে দেখে এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর তাকে উদ্ধার করে চাইল্ড কর্নারে রাখা হয়। কিশোরটি নিজের নাম ও ঠিকানা পুলিশকে জানিয়েছে। তাকে বাড়ি ফেরাতে এনজেপি থানার তরফে কিশনগঞ্জের স্থানীয় থানায় যোগাযোগ করা হচ্ছে।

রহস্যমৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : রেগুলেটেড মার্কেটে ফল ও সবজি কমপ্লেক্সের একটি আড়তের পেছনের নালা থেকে এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃত তরুণের নাম বাপি প্রামাণিক (৩৫)। তিনি সমরনগর বটতলার বাসিন্দা। এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রহস্য তৈরি হয়েছে। তবে পুলিশের তরফে দাবি করা হয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে ওই তরুণের শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : এসএফ রোড গণেশপুজো কমিটির তরফে বুধবার রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবিরে ৩২ ইউনিট রক্ত সংগৃহীত হয়। শিবিরে প্রায় ৪০০ জনের বিনামূল্যে চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। পরে দুঃস্থদের মধ্যে নতুন পোশাক বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি জগন্নাথ মণ্ডল, সম্পাদক রাজদীপ সাহা, কোষাধ্যক্ষ চন্দন ঘোষ প্রমুখ।

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩৩

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, লাটাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
১৫,০০০/-	৭,৫০০/-	৫,০০০/-

প্রতি জেলা থেকে ১টি ক্লাবকে কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/– সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।
মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।
কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩৩'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে **৪ অক্টোবরের** মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৫x৩ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম .... ঠিকানা ....

....

যোগাযোগের প্রতিনিধি .... ফোন .... মোবাইল ....

পুজোর থিম (থাকলে) ....

মণ্ডপশিল্পী .... প্রতিমাশিল্পী .... আলোকশিল্পী ....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ....................................

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677

PLATINUM SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL
MULTI-SPECIALITY HOSPITAL
PKSH care & compassion
1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL
CBSE Affiliation No. 2430164
MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

নমোর জন্মদিনে ‘যাত্রী সেবা’ বাগডোগরায়

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৬ সেপ্টেম্বর : এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশিকা মেনে এবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের তরফে ২৪ দিনের বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করা হলো। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। সেই উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত নয়াদিল্লি, কলকাতা সহ দেশের সব বড় সরকারি বিমানবন্দরে একাধিক কর্মসূচি পালিত হবে। এদিকে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে ‘যাত্রী সেবা অভিযান’ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম। জানানো হয়েছে, যাত্রীদের উন্নত পরিষেবা দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই যাবতীয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

এর আগে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফেও এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই বিবৃতিতে জানানো হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ একগুচ্ছ পরিকল্পনা রয়েছে। বিমানবন্দরের ‘অ্যারাইভাল’ এবং ‘ডিপারচার’ টার্মিনালে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সংবলিত বড় বড় পোস্টার, কাটআউট লাগানো হবে। সেলফি জোনে তার সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন যাত্রীরা। কর্তৃপক্ষের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই ধরনের বড় মাপের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি এবছরই প্রথম। গত বছর ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একদিনের কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল। এ বছরও প্রথমে একদিনের কর্মসূচি পালন করার কথা ভাবা হয়েছিল। যদিও পরে এক মাস ধরে এই উদযাপন

■ ‘যাত্রী সেবা অভিযান’ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভিদ নাজিম

■ গত বছর ১৭ সেপ্টেম্বর মোদির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একদিনের কর্মসূচি পালন করা হয়েছিল

■ এবছর এক মাস ধরে এই উদযাপন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এয়ারপোর্ট অথরিটির দিল্লির সদর দপ্তর

কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এয়ারপোর্ট অথরিটির দিল্লির সদর দপ্তর। সেই অনুযায়ী তোড়জোড় শুরু হয়েছে দেশের প্রায় সবক’টি সরকারি বিমানবন্দরেই।

উত্তরবঙ্গ, সিকিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বাগডোগরা বিমানবন্দর। দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠীর একটা বড় সংখ্যার যাত্রীরা এই বিমানবন্দর ব্যবহার করেন। তাই এই বিশেষ কর্মসূচিতে তাঁদের কথা মাথায় রাখা হবে। পরিচ্ছন্নতা, পরিষেবার উন্নতি এবং যাত্রার অভিজ্ঞতা আরামদায়ক করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

পাশাপাশি যাত্রীদের অভিযোগ ও বিভিন্ন সমস্যায় দ্রুত সমাধানের জন্য এয়ারসেবা অ্যাপের সাহায্য নেওয়া হবে। এছাড়া বিমানবন্দর পরিসরে ডিজিযাত্রা, ওয়াই-ফাই এবং ডিজিটাল পেমেন্টে আরও উৎসাহ দিতে পদক্ষেপ করবে কর্তৃপক্ষ। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হবে এই অভিযানের অংশ হিসেবে। এই কর্মসূচিকে সফল করতে একইসঙ্গে সিআইএসএফ, জিএইচএস, গ্রাউন্ড স্টাফ এবং সাফাইকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

এদিকে কলকাতা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের ঘোষণায় জানানো হয়েছিল, ২৪ দিনের কর্মসূচির মধ্যে বিভিন্ন ভাগ থাকবে। ১৭ সেপ্টেম্বর পালিত হবে ‘সংকল্প ও সেবা দিবস’। ওইদিন বন্দে মাতরম গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে। এরপর অনুষ্ঠিত হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়া বিমানবন্দরে আসা প্রত্যেক যাত্রীকে চন্দনের টিকা পরিয়ে স্বাগত জানানো হবে।

বাকি ২৪ দিনের মধ্যেও একেক দিন একেক বিশেষ কর্মসূচি পালিত হবে। একদিন ‘সুগম যাত্রা’ দিবস উপলক্ষ্যে যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করা হবে, তাঁরা বিনা বাধায় সহজে ঢুকতে-বেরোতে পারছেন কি না। এছাড়া পরিকল্পনা রয়েছে, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিষেবা মন্ত্রী কে রামমোহন নাইডু নিজে একদিন কলকাতা বিমানবন্দরের কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসবেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ডিরেক্টর নাভিদ বলেন, ‘আমরা যাত্রীদের নিরাপদ, সুবিধাজনক, পরিচ্ছন্ন পরিষেবা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রীদের সুবিধার জন্য পর্যটনমন্ত্রী এবং ডিসিপি ট্রাফিকের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। বিমানবন্দরে আসা যাত্রীদের গাড়ি ধরা সংক্রান্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান হবে।’

পৃথিবীর পাঠশালা

সমুদ্র মাপার স্বয়ংক্রিয় রোবট

পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের জলের তাপমাত্রা এবং লবণাক্ততা মাপার জন্য বিজ্ঞানীরা আর্গো ফ্লোট নামের হাজার হাজার ছোট রোবটিক সিলিন্ডার সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই রোবটগুলো নিজে থেকেই সমুদ্রের প্রায় ছয় হাজার ফুট গভীরে ডুব দেয় এবং দশদিন পর পর ভেসে ওঠে। ভেসে ওঠার সময় সংগৃহীত সমস্ত তথ্য উপগ্রহের মাধ্যমে বিজ্ঞানীদের কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। মানুষের পা না রেখেই পুরো সমুদ্রের স্বাস্থ্য এখন এক ক্লিকেই জানা যায়।

বরফের নীচে লুকিয়ে থাকা বন

উত্তর মেরুর বরফে ঢাকা সাগরের নীচে যেখানে কোনও সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সেখানেও প্রাণের এক বিশাল মেলা বসে। বিজ্ঞানীরা বরফ খুঁড়ে সাবমেরিন ক্যামেরা নামিয়ে দেখেছেন যে বরফের নীচের পিঠে হাজার হাজার বিশেষ প্রজাতির সবুজ শৈবাল ঘন হয়ে জমে আছে। বরফের সূক্ষ্ম খাঁজ দিয়ে চুঁইয়ে আসা ম্লান আলোকে কাজে লাগিয়েই এরা বেঁচে থাকে এবং আর্কটিকের কোটি কোটি ছোট ক্রিল ও মাছের প্রধান খাদ্য হিসেবে কাজ করে।

বজ্রপাতে তৈরি কাচের শিকড়

মরুভূমির শুকনো বালির ওপর যখন তীব্র শক্তির আকাশ থেকে বজ্রপাত আছড়ে পড়ে, তখন সেখানকার তাপমাত্রা বালির গলনাঙ্ককেও ছাড়িয়ে যায়। চোখের পলকে সেই উত্তাপে বালি গলে গিয়ে কাচের টিউবে পরিণত হয়। একে ফুলগুরাইট বা পাথরিভূত বিদ্যুৎ বলা হয়। বালি খুঁড়লে গাছের শেকড়ের মতো নিখুঁত এবং ফাঁপা কাচের কাঠামো বেরিয়ে আসে। বজ্রপাতের ভয়ংকর শক্তিকে প্রকৃতি এভাবেই নিমেষে কাচে বন্দি করে ফেলে।

হৃৎপিণ্ড ছাড়া খুদে পতঙ্গ

ফেয়ারিফ্লাই নামের এক প্রজাতির পরজীবী পতঙ্গ এতই ক্ষুদ্র যে এদের খালি চোখে দেখলে ধূলিকণা বলে ভুল হতে পারে। এদের আকার একটি সাধারণ এককোষী অ্যামিবার চেয়েও ছোট। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, এত ক্ষুদ্র শরীরে কোনও রক্তনালি বা হৃৎপিণ্ড ছাড়াই এরা দিব্যি ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়ায় এবং বেঁচে থাকে। এদের গোটা শরীরে মাত্র কয়েক হাজার সচল কোষ থাকে। প্রাণীদেহের ক্ষুদ্রতম জটিল গঠনের এটি এক নিখুঁত উদাহরণ।

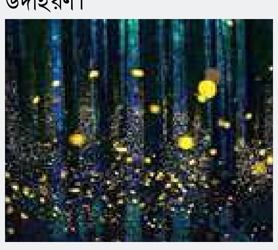

অভিজ্ঞদের সাহায্য নেবেন বক্সার কর্মীরা

বাঘিনী ধরতে সুন্দরবনের দল

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ সেপ্টেম্বর : জিনাতের কথা মনে আছে? ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে ওডিশার সিমিলিপাল ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে বেরিয়ে ২১ দিন তিন রাজ্য ঘুরেছিল ওই বাঘিনী। ওডিশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের তিন শতাধিক বনকর্মী ও বনকর্তাকে মাঠে নামতে হয়েছিল সেটিকে কাবু করতে। অবশেষে ২৯ ডিসেম্বর বাঁকুড়ার গোসাইডিহিতে জিনাতকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের একদল বনকর্মী। সেই দলের সদস্যদেরই পাঠানো হল বক্সা টাইগার রিজার্ভের জন্য বাঘিনীকে ধরতে। বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে পৌঁছেছে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের দল। অন্যদিকে, বক্সা থেকে ১৫ সদস্যের দল সেখানে পৌঁছেছে মঙ্গলবার রাতে। বাল্মীকির জঙ্গল থেকে এই দুই দল একযোগে বাঘিনীকে ধরে খাঁচাবন্দি করবে। সুন্দরবনের ওই অভিজ্ঞ দলের সদস্যদের সাহায্যে কাজ সহজ হবে বলে মনে করছে বন দপ্তর।

রাজ্য বন দপ্তরের এক শীর্ষকর্তা বলেন, ‘বক্সার যে দল বিহারে গিয়েছে, তাদের সহযোগিতা করবে সুন্দরবনের দল। ওই দলের সদস্যদের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। জিনাতকে কাবু করতে বড় ভূমিকা ছিল ওদের।’

বাঘিনী জিনাতের জন্ম মহারাষ্ট্রের তাডোবা-আন্ধারি ব্যাঘ্র-

■ ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে বেরিয়ে ২১ দিন তিন রাজ্য ঘুরেছিল জিনাত

■ বাঁকুড়ার গোঁসাইডিহিতে জিনাতকে ঘুমপাড়ানি গুলিতে কাবু করে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের একদল বনকর্মী

■ ওই দলের সদস্যদেরই পাঠানো হল বক্সা টাইগার রিজার্ভের জন্য বাঘিনীকে ধরতে

প্রকল্পে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে সেখান থেকেই তাকে পাঠানো হয়েছিল ওডিশার সিমলিপালে। ব্যাঘ্রকুলের জিনবৈচিত্র্য বৃদ্ধি করার জন্য। কিন্তু এক মাস পরেই ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে জঙ্গলমহলে চলে এসেছিল সে। জঙ্গলমহলে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া তিন জেলায় ঘুড়েছিল ওই বাঘিনী। বাঘিনী কাবু করা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সুরক্ষিত রাখা বড় কাজ ছিল। এই রাজ্যেই ৯ দিনের অপারেশন চলে বন দপ্তরের। তাতে বড় ভূমিকা ছিল সুন্দরবনের বনকর্মীদের। জিনাতকে ঘুম পাড়ানি গুলি (ট্র্যাঙ্কুলাইজার) করে কাবু করার দলে ছিল সুন্দরবনের ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস।

মৃত্যুঞ্জয় সহ আরেক ডেপুটি রেঞ্জ অফিসার রাজীব নস্কর, ফরেস্ট গার্ড পার্থ হালদার, অরণ্যসাথী কালীপদ গায়েন, পশু চিকিৎসক শংকর বিশ্বাসকে বিহারে পাঠানো হয়েছে। পার্থ বাদে বাকি সবাই ছিলেন জিনাতকে কাবু করা দলে। ঘুমপাড়ানি গুলি করার পর জিনাত কাবু হয়। আলিপুর চিড়িয়াখানায় স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর তাকে আবার ওডিশার সিমিলিপাল ব্যাঘ্র-প্রকল্পে পাঠানো হয়েছিল। দেড় বছরের বেশি সময় ধরে সেখানেই রয়েছে ওই বাঘিনী। এবছর জুনে চার শাবকের জন্ম দিয়েছে জিনাত। জিনাতকে জঙ্গলে ফেরানোর শিক্ষা থেকেই বক্সার বাঘ ধরতে সুবিধা হবে বলেই মনে করছেন বনকর্তারা।

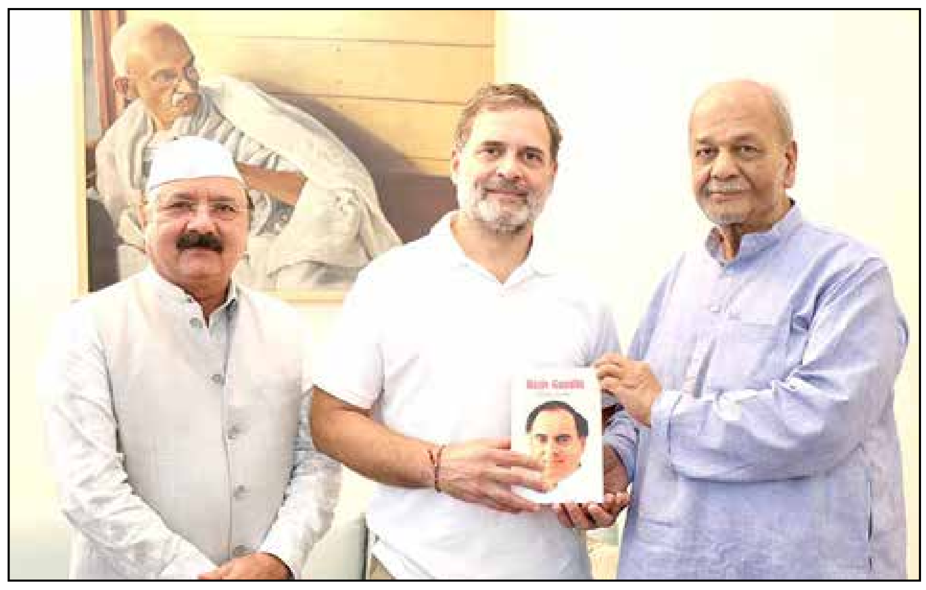

রাহুল গান্ধির হাতে রাজীব গান্ধিকে নিয়ে লেখা বই তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দেবপ্রসাদ রায়। বুধবার নয়াদিল্লিতে।

নিরাপত্তা

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক পদস্থ কর্তার কথায়, থানাগুলোয় থাকা টহলদারি ভ্যানের বাইরেও আমরা টহলদারি ভ্যান ও পেট্রলিং বাইক নামাতে চলেছি। তাঁর আরও বক্তব্য, কোন কোন এলাকায় এই ধরনের ঝামেলা হচ্ছে, সেগুলো চিহ্নিত করে কোনও থানা এলাকায় দুটো টহলদারি ভ্যান দেওয়া হতে পারে। কোথাও আবার প্রয়োজন না থাকলে টহলদারি ভ্যান না-ও দেওয়া হতে পারে। পেট্রলিং বাইকের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি দেখা হবে।

মাটিগাড়া থানা এলাকায় জুলাই মাসের শেষদিকে দ্রুতগতিতে পাড়ার ছোট ছেলেকে বাইক চালাতে দেখে প্রতিবাদ করে শাসন করতে গিয়েছিলেন বছর ষাটের এক প্রবীণ। সেই শাসনই কাল হয়ে দাঁড়ায়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে মারধরের জেরে ওই বৃদ্ধের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। ঘটনায় অভিযুক্ত তরুণের পরিবারের সদস্যরাও জড়িয়ে পড়েছিল বলে অভিযোগ। গত মাসে রাখির দিন সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্রী মেডিকেল মোড় সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি যাওয়ার সময় শ্লীলতাহানির মুখে পড়েছিলেন। চুপ না থেকে ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন ওই দুই তরুণী। অভিযুক্ত এরপর পালানোর জন্য ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে। এক তরুণী জখম হন। শেষপর্যন্ত অবশ্য ওই ব্যক্তি পালাতে সক্ষম হননি।

গত মাসের শেষেই দেবীডাঙ্গা এলাকায় গাড়ি ওভারটেক করার পাশাপাশি আর এক গাড়িতে বসা তরুণীকে দেখে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির অভিযোগ উঠেছিল চার তরুণের বিরুদ্ধে। প্রতিবাদ করায় ওই তরুণীর স্বামীকে বেধড়ক মারধর করে মাথার দুই জায়গা ফাটিয়ে দেওয়া হয়।

সামান্য কথা কাটাকাটিকে কেন্দ্র করে এখন ছুরির মতো ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের ঘটনাও সামনে আসছে। গত সপ্তাহেই শপিং মলে কয়েকজন তরুণের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ার মাশুল হিসেবে তিন তরুণ ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম হন।

ওই ঘটনায় পুলিশের নজরদারির পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছিল স্থানীয় মলের নিরাপত্তারক্ষীদের ভূমিকা নিয়েও। কিন্তু বর্তমান সময়ে রাতের শহরে নিরাপত্তারক্ষীরাও নিরাপত্তাহীন; গত রবিবার রাতের ঘটনাতেই সেটা স্পষ্ট। পার্কিং স্পট থেকে গাড়ি বের করার জন্য দুই তরুণকে সরে যাওয়ার বলার মাশুল হিসেবে বুকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে এক নিরাপত্তারক্ষীকে।

রাতের শহরে বাইক ট্যাক্সির কাজ করা ইন্দ্র দে বলছিলেন, ‘রাতে অনেকেই গন্তব্যে পৌঁছানোর পর টাকা নিয়ে ঝামেলা করে। আগে প্রতিবাদ করে টাকা নিয়ে নিতাম। এখন ভয়ই লাগে। বলা তো যায় না, কার কাছে কী জিনিস রয়েছে। প্রাণটাই তো সবচেয়ে বড়।’ একই বক্তব্য চিত্রা দে সরকারেরও। পেশায় শপিং মলের একটি বহুজাতিক জামাকাপড়ের আউটলেটে কর্মরত চিত্রা বলছিলেন, ‘পুজো চলে এসেছে। এখন তো প্রায়দিনই বাড়ির জন্য রওনা দিতে দিতে এগারোটা বাজবে। স্কুটারে করেই বাড়ি ফিরি। ঘটনাগুলো দেখে ইদানীং আর স্কুটার নিয়ে কাজে যাচ্ছি না। বাড়ি ফেরার জন্য স্বামী নিতে আসার অপেক্ষা করছি।’

সব মিলিয়ে, এই ধরনের ঘটনার প্রবণতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়, পরিষ্কার দিশা নেই কারও কাছেই। পেশায় হিলকার্ট রোডের এক সোনার দোকানের কর্মী দীপ্তি রায়ের কথায়, ‘অম্বিকানগরে আমার বাড়ি। দোকান বন্ধ হতে সাড়ে দশটা বেজে যাচ্ছে। অ্যাপে বাইক বুক করেই বাড়ি ফিরছি। কোনও সমস্যা হলে যে রাস্তায় পুলিশকে বলব, সেই পরিস্থিতি থাকে না। রাস্তায় টহলদারি ও পুলিশকর্মীর সংখ্যা না বাড়ানো হলে বর্তমান সময়ে ঘটতে থাকা এই ঘটনাগুলো বাড়তেই থাকবে।’

প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিপত্তি!

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে বিপত্তি! বুধবার সন্ধ্যায় মাটিগাড়ার এক শপিং মলে ওই কিশোরীকে রেখে উধাও হয়ে গেল সেই প্রেমিক। শেষপর্যন্ত ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের উদ্যোগে ইসলামপুর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এদিন সন্ধ্যায় ট্রাফিক সংক্রান্ত নজরদারি করার সময় শপিং মলের একপাশে ওই ষোলো বছরের কিশোরীকে বসে কাঁদতে দেখেন রূপম ঘোষ নামের এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী। তার কাছে যেতেই সে জানায়, প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে সে শহরে এসেছিল। এরপর ফেলে রেখে উধাও হয়েছে সেই তরুণ।

ঘটনা জেনে কিশোরীর বাড়ি সংলগ্ন থানার আইসিকে ফোন করেন ডিসিপি (ট্রাফিক)। মাটিগাড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই কিশোরীকে। রাতে পুলিশ এবং কিশোরীর পরিবার এসে তাকে নিয়ে যায়।

শিশু নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ভক্তিনগর থানা এলাকায় পাঁচ বছরের শিশুকে নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে অশালীন কার্যকলাপের অভিযোগ উঠল বছর পনেরোর এক কিশোরের বিরুদ্ধে। জানাজানির পর কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর মাশুল হিসেবে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ শিশুকন্যার পরিবারের।

অভিযোগ, রবিবার সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ওই শিশুকন্যাকে নিয়ে নদীর ধারে যায় ওই কিশোর। এরপর শিশুকন্যার পরিবারের নজরে পড়ে অশালীন কার্যকলাপ করছে সে। শিশুর পরিবারের তরফে কিশোরের বিরুদ্ধে অভিযোগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সোমবার অভিযুক্ত কিশোরকে সেফ কাস্টডিতে নেওয়া হয়। পরে জামিন মঞ্জুর করেন জুভেনাইল আদালতের বিচারক। এদিকে, অভিযোগের মাশুল হিসেবে কিশোরের পরিবার মঙ্গলবার শিশুকন্যাটির ওপর চড়াও হয়। ঘটনায় ওই শিশুর বাবার হাতে গুরুতর আঘাত লাগে। ফলে ওই পরিবারের তরফে মঙ্গলবার রাতে ফের থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : নিজের দিদির বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না ও ১১ হাজার টাকা চুরি করে চম্পট দিয়েছিলেন নেশাগ্রস্ত ভাই ও তাঁর বন্ধু। তবে চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ শিলিগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তাঁরা দুজনেই ধরা পড়েছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির অরবিন্দপল্লিতে কল্পনা সাহার বাড়ি থেকে সোনার গয়না ও নগদ ১১ হাজার টাকা চুরি করে চম্পট দেন তাঁরই ভাই আকাশ সাহা। এই কাজে আকাশকে সাহায্য করেন তাঁর বন্ধু বিজয়কুমার দাস। সোনা চুরি করার পরদিনই তা গলিয়ে ফেলা হয়। ১২ সেপ্টেম্বর চুরির বিষয়টি বুঝতে পেরে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন কল্পনা সাহা। বিজয়ের রবীন্দ্রনগরের ভাড়াবাড়ি থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে শিলিগুড়ি থানা। তাঁদের থেকে গলিয়ে ফেলা ১৫ গ্রাম সোনা ও চুরি যাওয়া নগদ ১১ হাজার টাকা উদ্ধার হয়েছে। বুধবার অভিযুক্তদের আদালতে তোলা হয়।

জলবন্দি শহর

প্রথম পাতার পর

কিন্তু জল বাড়তে থাকায় প্রতিমা নিয়ে আসা মৃৎশিল্পীরা চিন্তায় পড়ে যান। প্রতিমা রাস্তার পাশে রাখা হয়। বিক্রম পাল নামে এক মৃৎশিল্পী বলেন, ‘টানা কিছুক্ষণ বৃষ্টি হলেই এখানে জল জমে যায়। এবারও তাই হল। জলনিকাশি বেহাল হওয়ার কারণে জল জমে যাচ্ছে।’ জল জমে যায় শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনে এবং হায়দরপাড়া বাজার এলাকাতেও। ফলে সমস্যায় পড়েন ওই এলাকার ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ। বৃষ্টির জেরে টিকিয়াপাড়া মোড় এলাকাতেও জল জমে যায়। রাস্তার একাধিক অংশে জল থইথই করতে থাকায় যান চলাচল ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়। টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা রাজেশ চৌহানের বক্তব্য, ‘এভাবে টিকিয়াপাড়া মোড়ে জল জমতে আগে দেখিনি। ড্রেনগুলি ঠিক করে পরিষ্কার না হওয়ায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।’ গোটা শহরের নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই। তিনি বলেন, ‘বিগত ১৫ বছরে ড্রেনগুলির ওপর অবৈধ নির্মাণ তৈরি হয়েছে। সেই নির্মাণ সরিয়ে নালা কেউ পরিষ্কার করতে দেয়নি। একদিনে তো সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙা সম্ভব নয়। যেখানে আমরা পরিদর্শনের পর অবৈধ নির্মাণ পাচ্ছি, সেটা ভেঙে দিচ্ছি। যেই ড্রেনগুলি খোলা রয়েছে সেগুলি পরিষ্কার করছি।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের চেকপোস্ট এলাকাতেও এদিন জল জমে যায়। পাশাপাশি ১২ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়া এলাকার বিমল সিনহা সরণিতে বড় আকারের একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়ে। ডাল ভেঙে পড়ায় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়। ফলে ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান দমকলকর্মীরা। তাঁরা গাছের ভেঙে পড়া ডাল কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেন। পরে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ শুরু করেন।

বাড়ছে জয়রাইড

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : খেলনা গাড়িতে চেপে জানলার ধারে বসে মেঘ আর পাহাড়ের লুকোচুরি দেখতে কে না ভালোবাসেন? টয়ট্রেনের জনপ্রিয়তা এতটাই যে এখন সময়ের সঙ্গে বাড়ছে যাত্রীসংখ্যা। ফলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) কর্তৃপক্ষ নিত্যনতুন জয়রাইডের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, যেভাবে পর্যটকের রাশ বাড়ছে, তাতে আগামীতে আরও নতুন জয়রাইড পরিষেবা শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমেই লোকবলের প্রসঙ্গ উঠছে। বিষয়টি মাথায় রেখে ইতিমধ্যে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নজর দিয়েছে। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরী বলেন, ‘নতুন করে লোকো পাইলট নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।’

বর্তমানে ডিএইচআরের অধীনে ৭০ জন লোকো পাইলট রয়েছেন। তাঁদের তত্ত্বাবধানে সাতটি জয়রাইড সহ জঙ্গল সাফারি ও একাধিক টয়ট্রেন পরিষেবা চালু রয়েছে। পুজোর মরশুমে পর্যটকদের ভিড় সামাল দিতে অক্টোবরের প্রথম দিন থেকে আরও ছ’টি জয়রাইড পরিষেবা চালু হতে চলেছে। সেই জয়রাইডগুলির গুরুদায়িত্বও ওই লোকো পাইলটদের নিতে হবে। যদিও কর্তৃপক্ষের দাবি, অতিরিক্ত জয়রাইড পরিষেবার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। ডিএইচআর সূত্রে জানা গিয়েছে, ডিজেলচালিত ইঞ্জিন দিয়ে চলা জয়রাইডে দুজন লোকো পাইলট প্রয়োজন হয়। যদিও একটি স্টিম ইঞ্জিনের জয়রাইড চালাতে একযোগে চারজন লোকো পাইলট অপরিহার্য। এই পরিস্থিতিতে কর্মীদের একাংশ মনে করেন, ডিএইচআরে দ্রুত লোকো পাইলটের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন। অন্যথায় উত্তরোত্তর পর্যটকদের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে আগামীতে নতুন করে জয়রাইড পরিষেবা চালু করতে হলে কর্তৃপক্ষকে বিপাকে পড়তে হবে।

সব দিক বিচার করে ইতিমধ্যে ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ লোকবল বাড়ানোর পথে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে। একযোগে প্রায় ১৫ জন লোকো পাইলট (ইঞ্জিন ক্লিনার) নিয়োগ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এক্ষেত্রে ডিএইচআরের তরফে মাস দুয়েক আগে দেশজুড়ে অপশন কল করা হয়েছিল। তাতে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। এবার ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লোকো পাইলট (ইঞ্জিন ক্লিনার) নিয়োগ করা হবে।

জীবনের জয়গান

প্রথম পাতার পর

যারা বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচির আয়োজন করে। সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে সেদিন ‘দ্য লায়ন কিং’-এর স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন ছিল। যাতে শিশুরা খানিকক্ষণ হারানো শৈশবে ফিরে যেতে পারে।’’

‘দ্য লায়ন কিং’ সিনেমায় অনেকদিন পর সিম্বা (একটি সিংহ) তার পুরোনো আস্তানা ‘প্রাইড ল্যান্ড’- এ ফিরে আসে। বন্ধুরা সিম্বাকে জড়িয়ে ধরে। শেষপর্যন্ত সিম্বা রাজা হয়। ওই সিনেমা দেখে গাজার শিশুদের সুস্থ জীবনে ফেরার আশাটাই যেন ওমরের ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ওমরের কথায় বিষণ্ণতার ছোঁয়া। তাঁর তোলা ছবিতে জাদু-বাস্তবতা। যদিও বেশিরভাগটাই ট্র্যাজিক।

সিনেমার সিম্বা বাড়ি ফিরে চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন দেখতে পায়। গাজার শেখ রেদোয়ান এলাকার ধ্বংসস্তূপে বসে ডিজনির সিনেমা দেখার সময় যেন পর্দার বাঁধন ভেঙে সিম্বা আর গাজার শিশুদের একবিন্দুতে দাঁড় করায়। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি), রয়টার্স, ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের (ইউএনডিপি) মতো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ওমরের।

খ্যাতনামা এই চিত্রসাংবাদিকের ভাষায়, ‘গাজায় জীবনধারণ এখনও খুব কঠিন। একটা নড়বড়ে শান্তি চুক্তি আছে বটে। কিন্তু ...।’ এই ‘কিন্তু’-র পর ওমরের নীরবতা অনেক প্রশ্ন তোলে। একটু থেমে তিনি বলেন, ‘এত কিছুর পরেও এখানকার মানুষ আশা ছাড়েনি। বাঁচা ছাড়েনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে যখন শিশুরা সিনেমার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে হাসে, আমি বাঁচার রসদ পাই। ওদের আশা আমার মধ্যেও যেন সংক্রামিত হয়।’

সিম্বা বাড়ি ফিরে ধ্বংস দেখে। কিন্তু লায়ন কিং শেষে আশার কথাই বলে। লেখার শুরু হয়েছিল জাদু-বাস্তবতা দিয়ে। শেষেও তাই ফিরে আসে। ফিরে আসে আশা, তবে অন্য একটি সিনেমার ডায়ালগের মধ্যে দিয়ে। ‘দ্য শশাঙ্ক রিডেম্পশন’ ছবিতে ডায়ালগ আছে- ‘হোপ ইজ অ্যা গুড থিং, মে বি দ্য বেস্ট অফ থিংস। অ্যান্ড নো গুড থিংস এভার ডাইজ।’ ওমরের ছবি এবং ছবির শিশুরা সেই কথাই শেখায়।

ওটিটিতে নজর

প্রথম পাতার পর

অশ্লীল বিষয়বস্তুর অভিযোগে গত দু’বছরে প্রায় ৫০টি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

সংঘের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা ধরনের মন্তব্য আসতে শুরু করেছে। খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরে ‘তাসের দেশ’, ‘গান্ডু’ ইত্যাদি ছবির পরিচালক কিউ (কৌশিক মুখার্জি) ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলেন, ‘সরকার যদি মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি দিতে পারে, তাহলে তাদের অন্য নির্দেশও মেনে নেওয়া যেতে পারে।’

নগদে ফিরবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া!

প্রথম পাতার পর

যে ফি চাপানো হবে, তা ঘুরেফিরে সাধারণ গ্রাহকের পকেট থেকেই যাবে।’ অশনীর এখানেই থেমে থাকেননি। কেন্দ্রকে তাঁর আরও তোপ, ‘যদি আপনারা (সরকার) এই আর্থিক ব্যবস্থা চালানোর জন্য ৮০০০ কোটি টাকা ভরতুকি দিতে না পারেন, তাহলে বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে আমরা ইউপিআই বানিয়েছি, আমরা গ্লোবাল লিডার ইত্যাদি বলা বন্ধ করুন। যে দেশ সফল প্রযুক্তিকে টিকিয়ে রাখার খরচ বহন করতে পারে না, সে আবার কীসের গ্লোবাল লিডার!’

শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার মুদিখানা ব্যবসায়ী সোমশুভ্র মণ্ডল যেমন বলছেন, ইউপিআই এখন আর বিলাসিতা নয়, ক্রেতার অভ্যাস। মাসের বাজার করতে এসে অনেকেই দুই-তিন হাজার টাকা বা তার বেশি অনলাইনে মিটিয়ে দেন। ব্যবসায়ীর নিজেরও মহাজনকে টাকা পাঠাতে হয় ইউপিআইয়ের মাধ্যমে। তাঁর প্রশ্ন, ‘একদিকে সবাইকে ডিজিটাল লেনদেনে অভ্যস্ত করা হল, অন্যদিকে সেই লেনদেনেই বাড়তি খরচ চাপলে ব্যবসায়ীরা যাবেন কোথায়?’ তাঁর মতে, পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছালে নগদে বেচাকেনা করাই সহজ হয়ে উঠতে পারে।

কেন্দ্র অবশ্য বলছে, সাধারণ গ্রাহকের ইউপিআই লেনদেনে কোনও মাশুল বসানো হচ্ছে না। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির লেনদেনও এই ব্যবস্থার বাইরে। ২ হাজার টাকা পর্যন্ত ইউপিআই লেনদেনে ব্যাংক বা পেমেন্ট সংস্থা কোনও চার্জ নিতে পারবে না। নতুন ০.৪ শতাংশ এমডিআর প্রযোজ্য হবে নির্দিষ্ট ব্যবসায়ী-গ্রাহক লেনদেনে ২ হাজার টাকার বেশি অঙ্কের ক্ষেত্রে। ৭৫ হাজার টাকা বা তার বেশি লেনদেনে মাশুলের সর্বোচ্চ সীমা ৩০০ টাকা। নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার কথা ১৫ অক্টোবর থেকে।

কিন্তু এখানেই উত্তরবঙ্গের ব্যবসায়ীদের আপত্তি। হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিকের বক্তব্য, ‘বাজারে এমনিতেই নগদের জোগান কম। এটিএম থেকে নির্দিষ্ট সীমার বেশি টাকা তুললে বাড়তি খরচের বিষয় রয়েছে। তার উপর আজকের দিনে ২ হাজার টাকা এমন কোনও বড় অঙ্ক নয়। ফলে এই সীমার উপরে ইউপিআই লেনদেনে মাশুল বসলে তার প্রভাব বাজারে পড়বেই।’ বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির অন্যতম সদস্য অসিত দে’র কথাতেও একই উদ্বেগ। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কার পাশাপাশি ক্রেতাদের দুশ্চিন্তাও কম নয়। বেসরকারি চাকরিজীবী তনয় সরকারের বক্তব্য, ‘ব্যবসায়ী সরাসরি ক্রেতার কাছ থেকে এমডিআর চাইতে না পারলেও পণ্যের দাম বাড়িয়ে সেই টাকা তুলে নিতে পারেন। যেমন ২৫০০ টাকার কোনও পণ্য আগে হয়তো ২৩৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছিল। পরে সেই দাম ২৪০০ টাকা হয়ে গেলেও ক্রেতার পক্ষে বোঝা কঠিন বাড়তি ৫০ টাকা কেন নেওয়া হচ্ছে। ফলে কাগজে মাশুল ব্যবসায়ীর হলেও বাস্তবে তার একটা অংশ ক্রেতার ঘাড়ে চাপার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।’

মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী সাধন দাসের অভিজ্ঞতাও সেই প্রশ্নটাই সামনে আনছে। তাঁর কথায়, মাসের বাজার করতে এসে অনেকে ২ হাজার টাকার বেশি ইউপিআইয়ে দেন। তিনি নিজেও মহাজনের টাকা অনলাইনে মেটান। ফলে একদিকে ডিজিটাল লেনদেনের উপর নির্ভরতা বাড়ছে, অন্যদিকে সেই ব্যবস্থার খরচও বাড়ছে। তাঁর ভাষায়, ব্যবসায়ীদের এমন পরিস্থিতিতে ফেলা হচ্ছে যেন ‘গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়া’।

ফলে ১৫ অক্টোবরের আগে উত্তরবঙ্গের বাজারে এখন মূলত দুটি হিসাব। ব্যবসায়ীরা কীভাবে বাড়তি খরচ সামলাবেন এবং সেই খরচ ক্রেতার উপর কতটা পড়বে। তার পাশাপাশি আরও একটি প্রশ্ন ঘুরছে বাজারে, নগদ যেখানে এতদিনে অনেকটাই পিছনে চলে গিয়েছে, সেখানে ইউপিআইয়ের খরচ বাড়লে আবার কি পকেটে ফিরবে সেই পুরোনো নোট-খুচরোর হিসাব? উত্তরটা মিলবে নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরই।

চাপমুক্ত সঞ্জুর মুখে বেবি বসের প্রশংসা

নিয়মরক্ষার ম্যাচে বৈভব শোয়ের অপেক্ষা

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : চাপ সরিয়ে স্বস্তি। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ফের অর্ধশতরান, ম্যাচ জেতানো পারফরমেন্স। তবে ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলা বৈভব সূর্যবংশীর চাপ সাময়িকভাবে কিছুটা কমলেও নিশ্চিন্ত হওয়া মুশকিল। মঙ্গলবার দ্বিতীয় ম্যাচে দারুণ ইনিংসের পর সঞ্জু স্যামসন যদিও জানিয়ে দিচ্ছেন বৈভব প্রতিপক্ষ নয়, তাঁর সতীর্থ।

‘বেবি বসের’ প্রশংসা করে সঞ্জু বলেছেন, ‘১৫ বছর বয়সেই গত আইপিএলে ৭০০-৮০০ রান করেছে। আগের সিরিজেও ভালো খেলেছে। এই সিরিজেও দলকে জেতানোর জন্য মুখিয়ে আছে। কিন্তু অনেক সময়ই দলকে অনেক কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। আমি নিজেও নেতৃত্ব (আইপিএলে) দিয়েছি। জানি, আলোচনার মাধ্যমেই এই ধরনের পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে হয়। প্রথম একাদশ নির্বাচনে সেটাই ঘটেছে।’

বৈভব বনাম সঞ্জু-বিতর্কে গৌতম গম্ভীরের ভূমিকা নিয়েও খুশি কেরলের তারকা ক্রিকেটার। স্বয়ং হেড কোচ গম্ভীর এই ব্যাপারে সিরিজের আগে তাঁকে থিংকট্যাংকের ভাবনা কী তা জানিয়ে রেখেছিলেন। সঞ্জুর কথায়, দলের মধ্যে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকা উচিত। এর ফলে মানসিকভাবে তৈরি থাকার সুবিধা হয় সবার। তাঁর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়নি। একইসঙ্গে জানিয়ে দিলেন, টিম ম্যানেজমেন্টের আস্থার মর্যাদা রেখে সমালোচকদের জবাব দিতে পেরে খুশি।

বৃহস্পতিবার ফের সুযোগ জবাবের মাত্রা আরও এক ধাপ বাড়িয়ে নেওয়ার। প্রথম দুই ম্যাচ জিতে সিরিজ ইতিমধ্যেই ভারতের দখলে। লক্ষ্মীবারে সিরিজের স্কোরলাইন ৩-০ করা এবং আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অপরাজিত থাকার নজির অক্ষুণ্ণ রাখতে বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। তবে সিরিজের ফয়সালা হয়ে যাওয়ায় একাধিক পরিবর্তন প্রত্যাশিত। সেক্ষেত্রে দেশের মাটিতে প্রথমবার আন্তর্জাতিক ম্যাচের স্বাদ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বৈভবের। আর আগামীকাল প্রথম এগারোয় নাম থাকা মানে আরও এক নজির- ভারতের মাটিতে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবেন ‘বিস্ময় বালক’।

আফগানিস্তান বনাম ভারত

তৃতীয় টি২০ আজ

সময় : রাত ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

অধিনায়ক হিসেবে ভারতের মাটিতে প্রথম সিরিজ জয়ের পর শ্রেয়সও বলেছেন, ‘সিরিজ নিশ্চিত। ফলে নতুনদের খেলানোর সুযোগ রয়েছে। যে সুযোগ কাজে লাগাতে চাই আমরা। তৃতীয় ম্যাচে দলে কিছু পরিবর্তন করার ভাবনা রয়েছে। চাইছি দলের সবাইকে খেলিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিতে।’ একইসঙ্গে জেতার অভ্যাস বজায় রাখতে চান। দুই ম্যাচে সেই আধিপত্য দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে শ্রেয়স মনে করিয়ে দিলেন, খেলায় ওঠাপড়া থাকবে। সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাকেও মেনে নেওয়া প্রয়োজন।

ভারতের চোখ যেখানে ৩-০ ব্যবধানে, সেখানে আফগানিস্তানের সামনে সম্মানরক্ষার দ্বৈরথ। প্রথম দুই ম্যাচে আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খানরা প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু ভারতকে হারাতে হলে টিমগেম জরুরি। বিশেষত, ব্যাটিং দুই ম্যাচেই ডুবিয়েছে। বোলিংও সাদামাঠা। সমস্যা মেটাতে একাধিক পরিবর্তনের ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে ইব্রাহিম জাদরানদের মাথাতেও। স্পিডস্টার ফজলহক ফারুকির জায়গায় নবীন-উল-হকের প্রত্যাবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু রহমানুল্লাহ গুরবাজদের ব্যাটিং ব্যর্থতা কীভাবে ঢাকবেন, উত্তর নেই জাদরানদের কাছে।

তৃতীয় ম্যাচে নামার আগে খারাপ খবর ভারতের জন্য। আশঙ্কা সত্যি করে চলতি সিরিজের পাশাপাশি এশিয়ান গেমস থেকেও ছিটকে গেলেন বরুণ চক্রবর্তী। রহস্য স্পিনারের বিকল্প হিসেবে বিপরাজ নিগমের নাম ঘোষণা করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। আগামীকাল শেষ ম্যাচে অবশ্য রবি বিষ্ণোইয়ের কাঁধে বরুণের শূন্যতা পূরণের দায়িত্ব। একইসঙ্গে আবারও পঞ্চম বোলারের চিন্তা দূর করার চেষ্টা থাকবে নীতীশ কুমার রেড্ডির মধ্যে। মঙ্গলবারের দ্বৈরথে তিন উইকেট নেওয়ার সুবাদে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। জানান, দলের জয়ে অবদান রাখতে পেরে তিনি খুশি। লক্ষ্মীবারের দ্বৈরথেও যার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চান। বোলিংয়ে পরিবর্তনের ভাবনাচিন্তা। জসপ্রীত বুমরাহ ও শিবম দুবের মধ্যে একজনকে বিশ্রাম দিয়ে যশ ঠাকুরকে খেলানো হতে পারে। চোখ ঘুরেফিরে বৈভবেই। গম্ভীর-শ্রেয়সদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শেষপর্যন্ত কী হয়, তার জন্য অবশ্য টস পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হচ্ছে।

দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে অর্ধশতরান চাপ কমিয়েছে সঞ্জু স্যামসনের উপর।

র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে থাকা ঈশান কিষানের থেকে ৫১ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছেন অভিষেক শর্মা।

ঈশান-অভিষেক ‘যুদ্ধ’ র‍্যাংকিংয়ে

দুবাই, ১৬ সেপ্টেম্বর : আইসিসি-র টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোলেন অভিষেক শর্মা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের জোড়া সাফল্যের হাত ধরে তিন থেকে দুই নম্বরে উঠে এলেন। সামনে শুধু সতীর্থ ঈশান কিষান।

সেরা দশে বরুণের সঙ্গী বুমরাহ

চোট সারিয়ে ফিরেই প্রথম দশে প্রত্যাবর্তন জসপ্রীত বুমরাহর।

প্রথম ম্যাচে ৮২ রান করেন অভিষেক। মঙ্গলবার হওয়া দ্বিতীয় টক্করে ৩৯। সাফল্যের পুরস্কার পাকিস্তানের সাহিবজাদা ফারহানকে (তৃতীয়) পিছনে ফেলে আজ প্রকাশিত টি২০ ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে সেকেন্ড বয় অভিষেক। ঈশানের (৯১৩) থেকে ৫১ পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছেন অভিষেক (৮৬২)। এক ধাপ নামলেও সেরা দশে জায়গা ধরে রেখেছেন তিলক ভার্মা (৮)।

বোলিং বিভাগে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। চোটের কারণে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। আফগান সিরিজে প্রথম দুই ম্যাচে প্রত্যাবর্তনে নিজের দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। যার প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে। ৭ ধাপ এগিয়ে সেরা দশে ঢুকে পড়েছেন বুমরাহ (১০)। বরুণ চক্রবর্তী অপর দিকে সাত থেকে পাঁচ নম্বরে পৌঁছে গিয়েছেন।

ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লাফ মেরেছেন অর্শদীপ সিং। ইব্রাহিম জাদরান ব্রিগেডের বিরুদ্ধে প্রথম দুই ম্যাচে ৫টি উইকেট পেয়েছেন। ফলস্বরূপ, ১১ ধাপ এগিয়ে ১৪ নম্বরে অর্শদীপ। অক্ষর প্যাটেল ৩৩ থেকে ২৭-এ। শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান (৭৪৪ পয়েন্ট)। পাকিস্তানের আবরার আহমেদের থেকে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে রয়েছেন। রবিবার প্রথম ম্যাচে ব্যাটে-বলে দক্ষতায় ছাপ রাখা আফগান তারকা আজমাতুল্লাহ ওমরজাই অলরাউন্ডার তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছেন। আটে সতীর্থ মহম্মদ নবি।

টেস্ট ক্রমতালিকায় নিজের সেরা র‍্যাংকিংয়ে অলি রবিনসন (৩)। পাকিস্তান ব্যাটিংয়ের ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে। মোট ২১টি উইকেট নেন। সুফল, বুমরাহকে (৪) পিছনে ফেলে তিন নম্বরে পৌঁছে যাওয়া। ১৯ উইকেট নেওয়া রবিনসনের সতীর্থ জোশুয়া টাঙ্গ (১১) প্রথম দশে ঢোকার অপেক্ষায়। সেরা দশে একমাত্র ভারতীয় বোলার বুমরাহই।

মনুমেন্টালে মেসির বিদায়ি ম্যাচ

বুয়েনস আয়ার্স, ১৬ সেপ্টেম্বর : আরও একবার আর্জেন্টিনার আকাশ নীল-সাদা জার্সিতে মাঠে ফিরছেন লিওনেল মেসি। তবে এটাই শেষবার। হাজার হাজার অনুরাগীর চোখের জলকে সাক্ষী রেখে দেশের জার্সি চিরতরে তুলে রাখবেন লিও।

বিশ্বকাপ ফাইনালেই শেষবার দেশের জার্সিতে খেলেছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তারপর অবশ্য আর কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেনি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলও। সেই ফাইনালে স্পেনের কাছে হার, তারপর বাবার মৃত্যু। এরপরই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন মেসি। সেই থেকেই একটা খবর হাওয়ায় ভাসছিল, দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের জন্য বিশেষ বিদায়ি ম্যাচ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের। ৬ অক্টোবর দেশের মাটিতে বেনিনের সঙ্গে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচের দলে মেসিকে রেখেছেন লিওনেল স্কালোনি। আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ওই ম্যাচটিকে মেসির বিদায়ি ম্যাচ হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে এলএমটেন-কে বিদায় জানানো হবে।

আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া জানিয়েছেন, বুয়েনস আয়ার্সের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে মেসির বিদায়ি ম্যাচে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে ২০২২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সব ফুটবলারদের। উপস্থিত থাকবেন লিওর পরিবারের সদস্যরাও। বেনিনের বিরুদ্ধে ম্যাচটি মেসিকেই উৎসর্গ করা হচ্ছে। এছাড়া আরও কিছু চমকপ্রদ পরিকল্পনা আছে বলেও জানান তিনি। যদিও সেগুলো কী, তা খোলসা করেননি তাপিয়া। তিনি বলেছেন, ‘বিশ্বের সেরা ফুটবলার, আমাদের জাতীয় দলের অধিনায়ক মেসিকে ৬ অক্টোবর বিদায়ি ম্যাচে বিশেষ মুহূর্ত উপহার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ এখন থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সেই দিন আবেগের স্রোতে ভেসে যাবে মনুমেন্টালের ৮৫ হাজার দর্শকাসনের গ্যালারি। হয়তো সেই চোরাস্রোত দাগ কাটবে মেসির হৃদয়েও।

এস্পির গোলে জয় রিয়ালের

মাদ্রিদ, ১৬ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় জয়ের ধারা বজায় রাখল রিয়াল মাদ্রিদ। অ্যাওয়ে ম্যাচে এলচেকে ৩-২ গোলে হারাল হোসে মোরিনহোর ছেলেরা।

লিগ তালিকায় সবচেয়ে নীচে থাকা দল এলচের বিরুদ্ধে সহজ জয়টাকেই কঠিন করে তুলেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচের ২৫ মিনিটেই প্রথম গোল করে তারা। আরদা গুলেরের দর্শনীয় ফ্রি কিক পোস্টে লাগার পর এলচে গোলকিপার ম্যাথিয়াস ডিতুরোর গায়ে লেগে গোলে ঢোকে। ৩৩ মিনিটে বাঁদিক থেকে ইয়ান দিয়োমান্দের পাস থেকে ফিনিশ করেন কিলিয়ান এমবাপে।

দ্বিতীয়ার্ধে প্রত্যাঘাত এলচের। ৭১ মিনিটে একটি গোলশোধ করেন আবিয়েল ওসারিও। ৮৩ মিনিটে এলচের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করে যান স্ট্রাইকার ফার নিনো। ম্যাচ জিততে ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডের পরিবর্তে কার্লোস এস্পিকে মাঠে নামান মোরিনহো। ৯১ মিনিটে এমবাপের পাস থেকে জয়সূচক গোলটি করে যান এস্পি। আপাতত এই ম্যাচের শেষে ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রিয়াল। ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে গোলপার্থক্যে লিগশীর্ষে বার্সেলোনা। রবিবার লা লিগায় রিয়াল খেলবে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে।

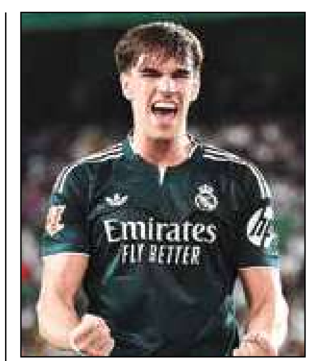

গোল করে উচ্ছ্বাস কার্লোস এস্পির।

জয়ী লিভারপুল, আর্সেনাল

লন্ডন, ১৬ সেপ্টেম্বর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে দুরন্ত গতিতে ছুটছে আর্সেনাল। সেই ধারা বজায় রাখল কারাবাও কাপেও। কারাবাও কাপের তৃতীয় রাউন্ডে ইপসউইচ টাউনকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে আর্সেনাল। মিকেল আর্তেতার দলের হয়ে ১৬ বছরের ম্যাক্স ডাওম্যান জোড়া গোল করেন। ওয়েন রুনির পর ১৬ বছরের দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে ইপিএলের কোনও

কারাবাও কাপ

দলের হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে জোড়া গোল করার নজির গড়েছেন ডাওম্যান। আর্সেনালের বাকি দুই গোল নোনি মাদুয়েকে ও মিকেল মেরিনোর। ইপসউইচের গোলস্কোরার অনিস মেহমেতি ও চুবা আকপম।

কারাবাও কাপের অপর ম্যাচে লিভারপুল ৩-১ গোলে হারিয়েছে টটেনহাম হটস্পারকে। রেডসের হয়ে গোল করেছেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার, কোডি গাকপো ও ডমিনিক সোবোসলাই। স্পার্সের গোলটি কোনর গ্যালাঘার।

বড় হার রোনাল্ডোদের

আল আইন, ১৬ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচেই বড় ধাক্কা আল নাসেরের। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দল আল আইন এফসি-র কাছে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা। আল আইনের হয়ে দুইটি গোল করেন হুসাইন রাহিমি। বাকি দুইটি গোল সুফিয়ান রাহিমি ও জিওর্জিওস গিয়াকুমাকিসের। গোটা ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা রোনাল্ডো। গোল করতে পারেননি। উলটে মেজাজ হারিয়ে প্রতিপক্ষ দলের আর্জেন্টাইন মিডিও ম্যাথিয়াস পালাসিওসের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন। আল নাসেরে যোগ দেওয়ার পর এমন বড় ব্যবধানে ম্যাচ হারেননি রোনাল্ডো।

রোহিতকে রেখেই ক্যারিবিয়ান সিরিজে ভারত

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য প্রস্তুতিতে শুভমান গিল।

মুম্বই, ১৬ সেপ্টেম্বর : চমক বা সাহসী কোনও পদক্ষেপ নয়।

রোহিত শর্মাকে রেখেই আসন্ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দল গড়লেন অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। ২৭ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হচ্ছে তিরুবনন্তপুরমে। ঘোষিত ১৫ জনের যে দলে রোহিত-শুভমান গিলের ওপেনিং জুটি অগ্রাধিকার পেয়েছে। ব্যাকআপ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল।

ব্রাত্য ঋষভ, বিশ্রামে বুমরাহ

নতুন মুখ জম্মু ও কাশ্মীরের জোরে বোলার আকিব নবি দার এবং নমন ধীর। দুইজনেই পঞ্চাশের ফর্ম্যাটে জাতীয় দলে প্রথমবার ডাক পেলেন। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজাকে ওয়েস্ট সিরিজে ফেরানো হয়েছে। গুরুত্ব কুলদীপ যাদবকেও। এশিয়ান গেমসের কারণে ওডিআই সিরিজে অনুপস্থিত শ্রেয়স আইয়ার। শূন্যতা পূরণে ডাক পড়েছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ ওডিআই ম্যাচে শতরানও করেছিলেন। ঘরের মাঠে ফের নিজের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ পাচ্ছেন রুতুরাজ।

ঋষভ পন্থকে অবশ্য ওডিআই প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করতে হচ্ছে। পরিবর্তে লোকেশ রাহুলের সঙ্গে দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে দলে পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল। যার অর্থ, এই মুহূর্তে আগরকারদের বিশ্বকাপের ভাবনায় নেই ঋষভ। পরিস্থিতি আগামী কয়েক মাসে কতটা বদলাবে, তার ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। দলে থাকলেও একই কথা প্রযোজ্য রোহিতের ক্ষেত্রেও। হিটম্যানের প্রতিটি পারফরমেন্সেই কড়া নজর নির্বাচকদের। ফলে একটা-দুটো ব্যর্থতায় ফের কাঁটাছেড়া শুরু হয়ে যাবে। তিরুবনন্তপুরম ছাড়া বাকি দুইটি ওডিআই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে গুয়াহাটি (৩০ সেপ্টেম্বর) ও নিউ চণ্ডীগড়ে (৩ অক্টোবর)। ৬ অক্টোবর টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ নবাবের শহর লখনউতে।

এদিন যে সিরিজের জন্যও ১৫ জনের দল বেছে নিয়েছে নির্বাচক কমিটি। এশিয়ান গেমসের কারণে ওডিআই সিরিজ খেলার সুযোগ নেই বুমরাহর। পাশাপাশি টি২০ সিরিজ থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাঁকে।

টি২০ সিরিজে শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বাধীন দলে তারুণ্যে জোর দেওয়া হয়েছে। ব্যাটিং বিভাগে অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মারা রয়েছেন। ক্যারিবিয়ান ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে বোলিং সাজানো হয়েছে কুলদীপ, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, অর্শদীপ সিংদের নিয়ে। চোট না সারায় কোনও দলেই জায়গা হয়নি হার্দিক পান্ডিয়ার।

একইসঙ্গে এদিন ইরানি ট্রফির জন্য অবশিষ্ট ভারতীয় একাদশও ঘোষণা করা হয়েছে। রনজি চ্যাম্পিয়ন জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যে ম্যাচে ঋষভ পন্থের নেতৃত্বাধীন যে অবশিষ্ট একাদশে বাংলার তিন তারকা সুদীপ ঘরামি, আকাশ দীপ (ফিটনেস শর্তে) ও মুকেশ কুমার ডাক পেয়েছেন।

ওডিআই দল : **শুভমান গিল (অধিনায়ক), রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, লোকেশ রাহুল, ধ্রুব জুরেল, নীতীশ কুমার রেড্ডি, রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদব, প্রসিধ কৃষ্ণ, গুরনুর ব্রার, মহম্মদ সিরাজ, আকিব নবি দার, যশস্বী জয়সওয়াল, নমন ধীর।**

টি২০ দল : **শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী, ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মা, শিবম দুবে, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোয়, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অর্শদীপ সিং, প্রিন্স যাদব, মায়াঙ্ক যাদব।**

আইপিএলের মিনি নিলাম ভারতেই

নয়াদিল্লি, ১৬ সেপ্টেম্বর : খরচ বাঁচাতে ২০২৭ আইপিএলের আগে মিনি নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ভারতেই। গত কয়েক বছরে কখনও জেড্ডা, রিয়াধ কিংবা আবু ধাবিতে নিলাম প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু যাতায়াত সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়ের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত বদলের ভাবনা। গত মঙ্গলবার আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে যে ভাবনায় সিলমোহর পড়েছে বলে সূত্রের খবর।

২০২৩ সালে কোচিতে নিলাম হয়। পরবর্তী তিন বছরে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে বসেছে মেগা লিগের মেগা আসর। বিদেশ থেকে আসন্ন মিনি নিলামের আসর দেশের মাটিতে ফিরছে। মূলত ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আবেদনের প্রেক্ষিতেই এই পদক্ষেপ। তবে ভারতের কোন শহরে তা অনুষ্ঠিত হবে এবং দিনক্ষণ এখনও ঠিক হয়নি। অক্টোবর-ডিসেম্বর ভারতে বিয়ের মরশুম। সেক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পাঁচতারা হোটেল পাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে শহর ও সূচি নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

সিন্দারভকে এড়াতে চতুর্থ বোর্ডে গুকেশ

সমরখন্দ, ১৬ সেপ্টেম্বর : দাবা অলিম্পিয়াডের আসর বসছে উজবেকিস্তানে। প্রতিযোগিতা শুরুর আগেই চরম বিপাকে পড়েছিল ভারতীয় দল। সমরখন্দে পৌঁছানোর পর প্রায় পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও হোটেলে ঘর পাননি রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, ডোম্মারাজু গুকেশরা। সর্বভারতীয় দাবা ফেডারেশনের তৎপরতায় শেষপর্যন্ত স্থানীয় আয়োজকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়।

২০২৪ দাবা অলিম্পিয়াডের ওপেন ও মহিলাদের বিভাগে সোনাজয়ী দল ভারত। এবারও সেই দাপট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর প্রজ্ঞা, অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটি, কোনেরু হাম্পিরা। গত দুইবার পুরুষ বিভাগে ভারতের এক নম্বর বোর্ডে খেলেছিলেন গুকেশ। তবে এবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে কিছু কৌশলগত পরিবর্তন করেছে ভারত। গুকেশকে চার নম্বর বোর্ডে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দলের অধিনায়ক শ্রীনাথ নারায়ণন। প্রথম বোর্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন প্রজ্ঞা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বোর্ডে খেলবেন যথাক্রমে অর্জুন ও নিহাল সারিন। রিজার্ভ খেলোয়াড় হিসেবে রাখা হয়েছে বিদিতকে। এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিদ্বন্দ্বী জাভোখির সিন্দারভের মুখোমুখি হতে হচ্ছে না গুকেশকে। কারণ সিন্দারভ খেলবেন দ্বিতীয় বোর্ডে। সাম্প্রতিক সময় সেরা ছন্দে দেখা যায়নি গুকেশকে। চতুর্থ বোর্ডে অপেক্ষাকৃত সহজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলে গুকেশ তাঁর হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবেন বলে আশায় ভারতীয় শিবির।

কেনিয়ায় বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স

নাইরোবি, ১৬ সেপ্টেম্বর : ২০২৯ সালের বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজনের দায়িত্ব পেল কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবি। এই প্রথম আফ্রিকার কোনও দেশ এই মর্যাদাপূর্ণ মেগা ইভেন্ট আয়োজন করতে চলেছে। নাইরোবির কাসারানি স্টেডিয়ামে এই বিশ্বমানের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৭ সালের ‘আফ্রিকা কাপ অফ নেশনস’-এর কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই এই স্টেডিয়ামটির ব্যাপক সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে, যা ক্রীড়ামহলে সাড়া ফেলেছে।

নির্বাচন ছাড়াই এজিএম সিএবি-তে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : জল্পনার অবসান। শেষ কয়েকদিন ধরেই নিয়মিত পরিস্থিতির বদল হচ্ছিল। শোনা যাচ্ছিল, সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে নির্বাচন হবে না। বুধবার সন্ধ্যায় তাই সত্যি প্রমাণিত হল। ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা হচ্ছে। তবে কোনও নির্বাচন হচ্ছে না এজিএমের আসরে, জানিয়ে দিয়েছেন সিএবি-র নির্বাচনি আধিকারিক সুশান্তরঞ্জন উপাধ্যায়। সন্ধ্যার ইডেন গার্ডেন্সে সাংবাদিক সম্মেলনে করে তিনি বলেছেন, ‘এজিএমে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ১২০-র বেশি নাম জমা পড়েছে। বিভিন্ন ক্লাব ও জেলার প্রতিনিধিরা থাকবেন সেদিনের এজিএমে। কিন্তু তিনটি শূন্য পদের জন্য কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি। ফলে নির্বাচন ছাড়াই হবে এজিএম।’

আজ ছিল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন। সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত কোনও তরফেই নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র জমা হয়নি। সময়সীমা পার হয়ে যাওয়ার পর সিএবি-র নির্বাচনি আধিকারিক যেমন সাংবাদিক সম্মেলনে করে এজিএমে নির্বাচন হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন। ঠিক তেমনই সন্ধ্যার ইডেনে সাংবাদিক সম্মেলনে করে নিজের বক্তব্যও জানিয়েছেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ‘নির্ধারিত দিনেই সিএবি-র এজিএম হবে। কিন্তু সেখানে এবার কোনও নির্বাচন হচ্ছে না। কারণ, কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি।’ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সংবিধান বলছে, সচিব, যুগ্মসচিব ও অ্যাপেক্সের কোনও এক সদস্যের পদ খালি রাখা যেতে পারে সর্বোচ্চ দুই মাস। সিএবি কি আগামী দুই মাসের মধ্যে খালি থাকা সচিব, যুগ্মসচিব পদে নির্বাচন করবে? এমন প্রশ্নের জবাবে সৌরভ বলেছেন, ‘একবার এজিএম হয়ে গেলে ৬০ দিনের মধ্যেই ফের নির্বাচন করতে হবে, এমন নয়। দেখা যাক না কী হয়। এভাবে এক বছরও চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে।’

সিএবি সভাপতির এই মন্তব্য নিয়ে বঙ্গ ক্রিকেটের অন্দরমহলে নয়া জল্পনা শুরু হয়েছে। সভাপতির মন্তব্যে অনেকেই অবাক। এমনকি সিএবি-র নির্বাচনি আধিকারিকও বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন।

বার্ষিক সভায় নয়া ভূমিকায় সৌরাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : ক্রিকেট ছেড়েছেন আগেই। ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে কোচের ভূমিকাতেও ছিলেন সৌরাশিস লাহিড়ি। ২৪ সেপ্টেম্বরের বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে সৌরাশিসকে এবার নয়া ভূমিকায় দেখতে চলেছে বাংলার ক্রিকেটমহল। আজ বিকেলে হাওড়ার সালকিয়া ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্রতিনিধি হিসেবে এজিএমের জন্য মনোনয়ন দাখিল করেছেন সৌরাশিস। যদিও রাতের দিকের খবর, সৌরাশিসের মনোনয়নে সালকিয়া ফ্রেন্ডস ক্লাবের সচিবের স্বাক্ষর না থাকা নিয়ে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই বিতর্ক কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে সৌরাশিস বলেছেন, ‘নতুন ভূমিকা নিয়ে আমি গর্বিত। সালকিয়া ফ্রেন্ডস আমার পাড়ার ক্লাব। আর সিএবি-র সঙ্গে আমি দীর্ঘ ৩৫ বছরের বেশি সময় জড়িয়ে। ফলে পুরো বিষয়টা আমার কাছে অনেকটা স্বপ্নপূরণের মতোই।’

ফোকাস হারিয়েই জয় হাতছাড়া ইস্টবেঙ্গলের

আল হুসেইন-২ (মার্দি ও আসাফ)
ইস্টবেঙ্গল-২ (র‍্যামিরেজ ও আনোয়ার)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গোলের পর ড্যানি র‍্যামিরেজের গান সেলিব্রেশন। যা দিন শেষে অনেকটাই ফিকে। বুধবার আম্মানে।

কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : স্বপ্ন দেখলে তা সত্যি করার দায়িত্ব নিজেরই।

ম্যাচটা জিতে এলে স্বপ্ন দেখাটা সত্যি হতে পারত। তবে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ৭৩ নম্বরে থাকা জর্ডনের ক্লাব দল আল হুসেইনের সঙ্গে ৮৮ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে থেকে ১ পয়েন্ট নিয়ে আসাও বা কম কি! আর্থিক সমস্যা, বিদেশি স্ট্রাইকারের আসা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, সদ্য প্রাক্তন কোচের তোপ দাগা, সবমিলিয়ে দলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়াই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের মধ্যে চ্যাম্পিয়নের মানসিকতা আছে এবং সঙ্গে আছে সাহস। তাই এত সমস্যার মধ্যেও এদিন প্রথমার্ধেই ২-০ এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। শেষদিকে হয়তো মনসংযোগ হারান আনোয়ার আলিরা। আর তাতেই জেতা ম্যাচটা ফেলে রেখে আসতে হচ্ছে। তবে এই ড্র যে আত্মবিশ্বাস জোগাবে বললেন ম্যাচের সেরা ড্যানি র‍্যামিরেজ, 'খেলার ফলে পুরোপুরি খুশি নই। তবে এই জয় আমাদের আরও ভালো খেলতে সাহায্য করবে।'

মাত্র ৯ মিনিটে প্রথম গোল স্প্যানিশ মিডফিল্ডারের। এডমুন্ড লালরিনডিকার শট ইয়াজেদ আবুলাইলা সেভ করলেও পুরোপুরি বার করতে পারেননি। ফিরতি বলে গোল র‍্যামিরেজের। ৪০ মিনিটে তাঁরই কর্নারে হেড করে ২-০ করেন আনোয়ার। ৩৮ মিনিটে প্রথম পোস্টে দাঁড়িয়ে এডমুন্ড বারের উপর দিয়ে বল উড়িয়ে না দিলে হয়তো আর ম্যাচেই ফেরে না আল হুসেইন। আনোয়ারের নেতৃত্বে শুরুরদিকে ভালো খেলা ডিফেন্স পরিবর্তনের পরই কেমন যেন ঘেঁটে যায়। শেষদিকে প্রভসুখান সিং গিল একা কুম্ভ হয়ে না উঠলে কী হত বলা মুশকিল। বারবার চেষ্টা করেও লক্ষ্যভেদ হয়নি আল হুসেইনের। ৪০ মিনিটে দ্বিতীয় গোল ইস্টবেঙ্গলের। র‍্যামিরেজের কর্নারে মাথা ছুঁইয়ে গোল আনোয়ারের। ৬১ মিনিটে মাহমুদ আল মার্দির গোলশোধ। হার্দিক ভাটকে কাটিয়ে তাঁকে বল বাড়ান মাহমুদ দীব। তবে ৮৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটা হল বোধহয় দলে একসঙ্গে একাধিক পরিবর্তনের জন্যই। হাবাসের পরিবর্তনে দলের ভারসাম্য নষ্ট হল। যা আল হুসেইনকে কিন্তু বাড়তি অক্সিজেন জোগায়। দুই পরিবর্ত ওবেইদা আল-নামাহারনার ক্রস থেকে আহমেদ আসাফের গোলে জয়ের আশা শেষ হয় ইস্টবেঙ্গলের। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে নেপাল-চিন-তিব্বতে মৃতদের স্মৃতিতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, হার্দিক (গেহলট), আনোয়ার, সন্দীপ, জিভুলিচ, র‍্যামিরেজ (রেনিয়ার), জিকসন, রশিদ, জয় (দানু), আসিফ (বিপিন) ও এডমুন্ড (ডেভিড)।

ম্যাচের পর ভিনিদের চার্টার্ড বিমানে ফেরাচ্ছে রিয়াল

ভারতীয় দল নিয়ে কটাক্ষ মানোলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ সেপ্টেম্বর : বেঙ্গালুরু এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট জাতীয় শিবিরে ফুটবলার না ছাড়ায় ঘুরিয়ে কটাক্ষ করলেন মুম্বই সিটি এফসি কোচ মানোলো মার্কুয়েজ রোকা।

বেঙ্গালুরু এফসি তাদের প্রীতি ম্যাচের জন্য আশিক কুরুনিয়ান ও রায়ান উইলিয়ামস এবং মোহনবাগান কলকাতা ফুটবল লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ ম্যাচের জন্য মনবীর সিং ও সাহাল আব্দুল সামাদকে ছাড়েনি। ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা কেউই যোগ দেননি জাতীয় শিবিরে কারণ তাঁরা এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর ম্যাচ খেলতে আপাতত জর্ডনে। শিবিরে যোগ দেন মাত্র ১৬ জন ফুটবলার। যা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত করে সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্ট করেন মানোলো। তিনি লেখেন, 'ইস্টবেঙ্গল এএফসি-তে খেলছে। ঠিক আছে। কিন্তু বাকি ক্লাবের ফুটবলাররা কেন জাতীয় শিবিরে যোগ দেয়নি? শিবিরে মাত্র ১৬ জন ফুটবলার। ভারতীয় ফুটবলের সমস্যা সমাধানে কার আগ্রহ আছে?' ইতিমধ্যেই ডাক পেয়েছেন মেহতাব সিং। তিনি এবং অনিরুদ্ধ থাপা অবশ্য এদিনই যোগ দিলেন শিবিরে। মনবীর ও সাহাল যাবেন ১৯ তারিখের পর। তবে অনিরুদ্ধর চোট থাকায় তাঁকে দলে রাখা হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ আছে।

এদেশে যখন ক্লাব বনাম জাতীয় শিবিরে প্রতিবারের মতোই টানাপোড়েন তখন রিয়াল মাদ্রিদ দলের দুই ফুটবলার ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও এনড্রিককে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য চার্টার্ড বিমান কলকাতায় পাঠাচ্ছে বলে খবর। ম্যাচের পর এক ঘণ্টার মধ্যে মাদ্রিদের উদ্দেশ্যে উড়ে যাওয়ার কথা এই দুই ফুটবলারের। এদিকে, বুধবারই ব্রাজিলের এক প্রতিনিধিদল কলকাতায় পৌঁছেছেন। তাঁরা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ সহ যাবতীয় পরিকাঠামো সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করে ম্যাচ নিয়ে সবুজ সংকেত দিয়েছেন বলে খবর।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মিঠুন এসকে - কে

03.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99B 15112 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা জেতা যে কারও জন্য একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা হবে কারণ এতে আমাদের প্রচেষ্টা খুবই সামান্য থাকে। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে ডিয়ার লটারি এই বিশাল পুরস্কারের অর্থ দিয়ে আমাকে ক্ষমতায়িত করেছে এবং আগের সময়ের তুলনায় আমার ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

সেমিফাইনালে বিবেকানন্দের দুই দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : হীরক জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের তিনদিনের সিআইএল কাপ ফুটবলে ছেলেদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠল কৃষ্ণমায়া নেপালি হাইস্কুল, বিবেকানন্দ ও নেপালি কল্যাণ হাইস্কুল। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে বিবেকানন্দ টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে কৃষ্ণমায়া ১-০ গোলে শিলিগুড়ি বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে নেপালি কল্যাণ সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে ঘোঘোমালি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কবি সুকান্ত হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি বয়েজ স্কুল। কবি সুকান্ত ২-১ গোলে ভারতী হিন্দি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ি বয়েজ ২-০ গোলে দেশবন্ধু হিন্দি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

এদিন মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে উঠেছে বিবেকানন্দ ও ভারতী হিন্দি। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে বিবেকানন্দ ২-০ গোলে পরমানন্দ নেপালি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতী হিন্দি টাইব্রেকারে ২-১ গোলে মাদাতি হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে উঠেছিল ইলা পাল চৌধুরী হাইস্কুল ও নেপালি কল্যাণ হাইস্কুল। বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ মহিতোষ দাস জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুই বিভাগের সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

উত্তরের খেলা

ত্রিদীপের হ্যাটট্রিকে কোয়ার্টারে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি কলেজ। বুধবার তৃতীয় প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৭-০ গোলে নকশালবাড়ি কলেজকে চূর্ণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ত্রিদীপ রায়। জোড়া গোল মৃণাল পালের। শিলিগুড়ির বাকি গোলস্কোরার ওয়াংইয়াল লামা ও অ্যারন তামাং।

বিজনবাড়ি ডিগ্রি কলেজ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। বীরপাড়া কলেজ ২-০ গোলে ঘোষপুকুর কলেজকে হারিয়েছে। গোল করেন রাহুল ওরাওঁ ও অভ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়। ফালাকাটা কলেজ ১-০ গোলে গরুবাথান কলেজের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন রোহন মুন্ডা।

সেমিতে চন্দ্রাণী

জলপাইগুড়ি, ১৬ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি ইন্ডোর গেমস প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ইন্ডোর হল ও সাইয়ে আয়োজিত রাজ্য ব্যাডমিন্টনে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের সেমিফাইনালে উঠেছে শিলিগুড়ির চন্দ্রাণী ঘোষ। বৃহস্পতিবার শেষ চারে সে দক্ষিণ কলকাতার প্রতিষ্ঠা পালের বিরুদ্ধে খেলবে। এই বিভাগের বাকি দুই সেমিফাইনালিস্ট নদিয়ার শ্রীজিতা সাহা ও উত্তর ২৪ পরগনার মৈত্রেয়ী জানা।

অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের সিঙ্গলসে বুধবার ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির সনিকা বণিক। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তার প্রতিপক্ষ উত্তর ২৪ পরগনার অনিক্ষা পাল। এই বিভাগে তৃতীয় হয়েছে জলপাইগুড়ির সাইনা বণিক।